তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ষষ্ঠ কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

বৈসাখ ২৩৭ সংখ্যা।	পৃষ্ঠ
মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা	১
ব্রহ্ম স্তোত্র	২
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার	৩
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন	৭
ইতিহাস সংগ্রহ—হিজীর বৃত্তান্ত ..	৯
বিজ্ঞান—জন্তু বিজ্ঞান	১২
মাতার চতুর্থ শ্রাদ্ধে কন্যার প্রার্থনা	১৪
জ্যৈষ্ঠ ২৩৮ সংখ্যা।	
মত বিষয়ক স্বাধীনতা	১৭
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন	২৯
উন্নতি ও পরিবর্ত্তন	৩৩
কামন্দকীয় নীতিসার ৪ সর্গ ..	৩৬
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	৩৮
আষাঢ় ২৩৯ সংখ্যা।	
মেদিনীপুরস্থ সপ্তদশ সাম্বৎশরিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা	৪১
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার	৪৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	৫০
কামন্দকীয় নীতিসার ৪ সর্গের শেষ	৫২
ঐ ৫ সর্গ	৫৩
শ্রাবণ ২৪০ সংখ্যা।	
আত্মার স্বরূপ ও পরকাল ..	৫৭
ভ্রাতৃভাব	৬০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	৬২
ভবানীপুরের একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৬৫
ভাদ্র ২৪১ সংখ্যা।	
ব্রহ্ম স্তোত্র	৬৯
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার	৭১
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	৭৪
প্রাতঃকালের প্রার্থনা	৭৭
কামন্দকীয় নীতিসার ৬ এবং ৭ সর্গ ..	৭৮
বারুইপুরস্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৮০
কুমিল্লা শতরত্নোপরি ব্রহ্মোপাসনা ..	৮১
বিজ্ঞান—জন্তু বিজ্ঞান	৮২
আশ্বিন ২৪২ সংখ্যা।	
সত্যং শিবং সুন্দরং	৮৫
আকবর বাদসাহের ধর্ম্ম বিষয়ক মত	৮৬
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান	৯২
কামন্দকীয় নীতিসার ৮ সর্গ ..	৯৫
Extract from Colenso's "Pentateuch and Book of Joshuà critically examined.	৯৭
কার্ত্তিক ২৪৩ সংখ্যা।	
আত্মোন্নতি	১০৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১০৬
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার	১০৯
ঈশ্বরানুরাগ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থ সাধুসঙ্গ বিধেয় (প্রেরিত)	১১৪
কামন্দকীয় নীতিসার ৯ সর্গ ..	১১৬
উন্নতি ও পরিবর্ত্তন	১১৮
কটক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	১১৯
অগ্রহায়ণ ২৪৪ সংখ্যা।	
দুঃখমাপতিতং বহেৎ	১২১
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার	১২৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১২৬
সক্রেটিস	১২৮
ব্রাহ্মিকার স্তোত্র (প্রেরিত) ..	১৩৫
সংবাদ সার	১৩৬
Extract from "*The Intuitions of the Mind*" *M' cosh,* ..	১৩৯
পৌষ ২৪৫ সংখ্যা।	
মুমুক্ষু যুবার স্তোত্র	১৪১
বৈরাগ্য	১৪৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১৪৫
ব্রাহ্ম বিবাহ	১৪৭
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও লোকভয় (প্রাপ্ত) ..	১৪৭
ঈশ্বরবিরহে শোকাতুরা নারীর খেদ (প্রাপ্ত)	১৫২
সংবাদ সার	১৫৩
প্রেরিত পত্র	১৫৫
ব্রাহ্ম বিবাহ বিবরণ	১৫৬
Extract from Tulloch's *Theism*	১৫৮
মাঘ ২৪৬ সংখ্যা।	
ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব ..	১৬১
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১৬৩
সক্রেটিস	১৬৬
সংবাদ সার	১৭২
প্রেরিত	১৭৪
ফাল্গুন ২৪৭ সংখ্যা।	
চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৭৭
সংবাদ সার	১৮৫
প্রেরিত	১৮৭
A Brief sketch of the life of Theodore Parker. Extracted from the preface to Parker's works, by Miss F P Cobbe.	১৮৭
চৈত্র ২৪৮ সংখ্যা।	
প্রধান আচার্য্যের [illegible]	১৯৩
মেদিনীপুর গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা	১৯৫
রাজতরঙ্গিনী	১৯৬
সংবাদ সার	২০১
The Brahmo's last letter to his brother in faith.	২০৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ষষ্ঠ কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ..	২৩৭ ..	৭
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ..	২৩৮ ..	২৯
আকবার বাদসাহের ধর্ম্ম বিষয়ক মত	২৪২ ..	৮৩
আত্মার স্বরূপ ও পরকাল···	২৪০ ..	৫৭
আত্মোন্নতি	২৪৩ ···	১০৫
ইতিহাস সংগ্রহ—হিজলীর বৃত্তান্ত	২৩৭ ..	৯
ঈশ্বরানুরাগ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থ সাধুসঙ্গ বিধেয় (প্রেরিত)..	২৪৩ ..	১১৪
ঈশ্বর বিরহে শোকাতুরা নারীর খেদ (প্রাপ্ত) ..	২৪৫ ..	১৫২
উন্নতি ও পরিবর্ত্তন ..	২৩৮ ..	৩৩
উন্নতি ও পরিবর্ত্তন ..	২৪৩ ..	১১৮
কামন্দকীয় নীতিসার ৪ সর্গ..	২৩৮ ..	৩৬
কামন্দকীয় নীতিসার ৪ সর্গের শেষ	২৩৯ ..	৫২
কামন্দকীয় নীতিসার ৫ সর্গ ..	২৩৯ ..	৫৩
কামন্দকীয় নীতিসার ৬ এবং ৭ সর্গ	২৪১ ..	৭৮
কামন্দকীয় নীতিসার ৮ সর্গ ..	২৪২ ..	৯৫
কামন্দকীয় নীতিসার ৯ সর্গ ..	২৪৩..	১১৬
কটক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	২৪৩..	১১৯
কুমিল্লা শতরঞ্জোপরি ব্রহ্মোপাসনা	২৪১ ··	৮১
চতুস্ত্রিংশ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৪৭ ..	১৭৭
দুঃখমা পপিতং বহেৎ ..	২৪৪..	১২১
প্রাতঃকালের প্রার্থনা ...	২৪১ ..	৭৭
প্রেরিত পত্র	২৪৫ ..	১৫৫
প্রেরিত	২৪৬..	১৭৪
প্রেরিত	২৪৭..	১৮৭
প্রধান আচার্য্যের উক্তি ..	২৪৮ ..	১৯৩
ব্রহ্ম স্তোত্র	২৩৭ ..	২
ব্রহ্ম স্তোত্র	২৪১ ..	৬৯
বারুইপুরস্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ..	২৪১ ..	৮০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৩৮ ..	৩৮
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৩৯ ..	৫০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৪০ ..	৬২
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৪১ ..	৭৪
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৪২ ..	৯২
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৪৩ ..	১০৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৪৪ ..	১২৬
ব্রাহ্মিকার স্তোত্র (প্ররিত) ..	২৪৪ ..	১৩৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৪৫ ..	১৪৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও লোকভয় (প্রাপ্ত)	২৪৫ ..	১৪৭
ব্রাহ্ম বিবাহ	২৪৫ ..	১৪৭
ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব	২৪৬ ..	১৬১
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ..	২৪৬..	১৬৩

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
ব্রাহ্ম বিবাহ বিবরণ ..	২৪৫ ...	১৫৬
বিজ্ঞান—জন্তু বিজ্ঞান ···	২৩৭ ..	১২
বিজ্ঞান—জন্তু বিজ্ঞান ..	২৪১ ..	৮২
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদক আচার ব্যবহার	২৩৭ ..	৩
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার .. .. ···	২৩৯ ..	৪৩
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার	২৪১ ..	৭১
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার .. ··	২৪৩ ..	১০৯
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার	২৪৪ ..	১২৩
বৈরাগ্য	২৪৫..	১৪৩
ভবানীপুর একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২৪০ ..	৬৫
ভ্রাতৃভাব	২৪০ ..	৬০
মত বিষয়ক স্বাধীনতা ..	২৩৮ ..	১৭
মাতার চতুর্থ শ্রাদ্ধে কন্যার প্রার্থনা	২৩৭ ..	১৪
মুমুক্ষু যুবার স্তোত্র	২৪৫ ..	১৪১
মেদিনীপুর গোপ গিরিতে বসন্ত কালের ব্রহ্মোপাসনা ..	২৩৭ ..	১
মেদিনীপুর গোপ গিরিতে বসন্ত কালের ব্রহ্মোপাসনা ..	২৪৮...	২১১৫
মেদিনীপুর সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	২৩৯ ..	৪১
রাজতরঙ্গিনী	২৪৮ ..	১৯৬
সত্যং শিবং সুন্দরং ..	২৪২ ..	৮৫
সক্রেটিস	২৪৪ ..	১২৮
সক্রেটিস	২৪৬..	১৬৬
সংবাদ সার	২৪৪ ..	১৩৬
সংবাদ সার	২৪৫ ..	১৫৩
সংবাদ সার	২৪৬ ..	১৭২
সংবাদ সার	২৪৭ ..	১৮৫
সংবাদ সার	২৪৮ ..	২০১
Extract from Colenso ...	২৪২ ..	৯৭
,, from M'cosh	২৪৪ ..	১৩৯
,, from Tulloch	২৪৫ ..	১৫৮
,, from Miss Cobbe ...	২৪৭ ..	১৮৭
The Brahmo's last letter to his brother in faith. ..	২৪৮..	২০৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১৭ চৈত্র সোমবার সম্বৎ ১৯১১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৬।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

গত বর্ষের কার্য্য দর্শন ও বর্ত্তমান বর্ষের বিত্ত সংস্থানার্থে আগামী ৭ বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৭।।০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবেক, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তৎকালে সভায় উপস্থিত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সম্পাদক।

—০—

মেদিনীপুরে গোপ-গিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

১৭৮৪ শক।

বৎসরের পরিবর্ত্তন পুনর্ব্বার বসন্তের উৎসবের সময় আনয়ন করিয়াছে। পুনর্ব্বার গোপগিরি মনোহর বসন্তের বেশ ধারণ করিয়াছে, পুনর্ব্বার আমাদিগের পুরাতন সখা এই বৃক্ষ সকল নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চিত্ত হরণ করিতেছে. পুনর্ব্বার বসন্ত সমীরণ এই স্থলে প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে অপূর্ব্ব আহ্লাদ রসের সঞ্চার করিতেছে। বাহ্য জগৎ শীতের সময় হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃতবৎ হয়; বসন্ত সমাগমে নবজীবন লাভ করে, নূতন রসে পূর্ণ হইয়া তেজস্বী হয়। বন ও উপবন সকলের ন্যায় মনুষ্যও হীন দশা প্রাপ্ত হয় কিন্তু বন ও উপবন সম্বন্ধে যেমন বসন্তের উদয় হয় মনুষ্যের সম্বন্ধে কি বসন্তের উদয় হইবে না? আমাদিগের অশেষ উন্নতির আশা কি চরিতার্থ হইবে না এই সকল মহৎ মনোবৃত্তি যাহা অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইতেছে সে সকল মনোবৃত্তি কি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? যে নিত্য পূর্ণ সুখের ইচ্ছা আমাদিগের স্রষ্টা হৃদয়ে গাঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহা কি কখনই সম্পূর্ণ হইবে না? এমত আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না। বসন্তকালে বাহ্য জগৎ যেমন নবজীবন প্রাপ্ত হয় মনুষ্যও সেই রূপ মৃত্যুর পরে নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। বসন্তকালে যেমন প্রকৃতি নবতর কল্যাণের রূপ ধারণ করে মনুষ্যও সেই রূপ নবতর কল্যাণতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সে অবস্থা ইন্দ্রধনু অপেক্ষা সুশোভন ও

কোকিলরব অপেক্ষা সুমধুর। ধার্ম্মিক ব্যক্তির জন্য উৎসবের পর উৎসব আনন্দের পর আনন্দ অশেষ উন্নতি সঞ্চিত রহিয়াছে। এই অশেষ উন্নতির আশা আমাদিগের হৃদয়ে কে সঞ্চার করিয়াছেন? অন্য কোন ধর্ম্ম তো আত্মার অনন্ত উন্নতির কথা বলে না। আমাদিগের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মই এই অশেষ উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বসন্ত সমাগমে যেমন বাহ্য জগৎ নবজীবন লাভ করিতেছে তেমনি ধর্ম্ম আমাদিগের দেশে নবজীবন প্রাপ্ত হইতেছে। বসন্ত সমাগমে যেমন বন ও উপবন সকল নূতন শ্রীতে বিভূষিত হইতেছে, তেমনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদাৎ আমাদিগের দেশের রীতি নীতি নূতন শ্রীধারণ করিতেছে। যিনি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যদি পুলকে পূর্ণ না হইব তবে কাহাকে স্মরণ করিয়া পুলকে পূর্ণ হইব? যদি তাঁহার উদ্দেশে উৎসব না করিব তবে কাহার উদ্দেশে উৎসব করিব? যদি সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন না করিব তবে আর কাহার গুণ কীর্ত্তন করিব? অতএব মনের সহিত অদ্য বসন্তের উৎসব কার্য্য সমাধা কর; তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর; তাঁহার গুণ গান দ্বারা বন উপবন সকলকে প্রতিধ্বনিত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং
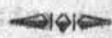
ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! আমি যে তোমার উপাসনা করি, তাহা এ জন্য নয় যে আমার প্রতি তোমার অধিকতর কৃপা দৃষ্টি হইবে, কেন না আমি নিশ্চয় জানি, আমার প্রতি তোমার যে করুণা তাহা চিরকালই সমান, চিরকালই পরিপূর্ণ। আমি তোমার করুণাতেই উৎপন্ন হইয়াছি, তোমার করুণাতেই জীবিত আছি এবং তোমার করুণাতেই সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতেছি; আমি উপাসনা করিয়া তোমার এ করুণা আকর্ষণ করি নাই। আমি যদি সৌভাগ্য ক্রমে চিরজীবন তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার যে রূপ প্রীতি থাকিবে, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে বিস্মৃত হইয়া সংসারের সুখেই নিমগ্ন থাকি, তাহা হইলেও আমি তোমার সেই রূপ প্রীতির পাত্র থাকিব। আমি যে তোমার প্রেমমুখ দেখিতে চাই, সে ইহারই জন্য যে, আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, শান্তি লাভ করিতে পারি না; আরাম পাই না। যখন কোন মনো-বৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তখন সংসারে তাহা চরিতার্থ করিতে যাই; যদি চরিতার্থ হয়, তথাপি তৃপ্তি পাই না, যদি চরিতার্থ না হয়, ক্ষোভের সীমা থাকে না। আবার যদি তাহার সহিত অধর্ম্মের সংস্রব হয়, তাহা হইলে তো সে যন্ত্রণা আর কিছুতেই যায় না।

কিন্তু যখন তোমার নিকটে গমন করি, তোমার প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিতে পাই; যখন মনে হয়, জননীর অঙ্কশায়ী বালকের ন্যায় তোমার উৎসঙ্গেই নিলীন আছি; মাতৃ-স্নেহ অপেক্ষা সহস্র গুণ তোমার স্নেহ

আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে ও সুখ সৌভাগ্য বিধানে উৎসুক আছে, তুমি আমাদিগের পাপ মলা প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত স্নেহে হস্ত উত্তোলিত করিয়া আছ, অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছ, আবার আমরা সে আহ্বানের অনুবর্ত্তী হইলে আমাদিগের সম্মুখে এক আনন্দময় পরিচ্ছদ প্রদর্শন করিতেছ, তখন আমাদিগের আত্মা বিপদ্ ও দুঃখ বেষ্টনের মধ্যে পতিত হইয়াও নৃত্য করিতে থাকে; এবং কোথা হইতে শান্তি সলিল আসিয়া আমাদিগের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে থাকে।

যে ব্যক্তি স্বার্থাকুলিত চিত্তে তোমার নিকট গমন করে, সে তোমার প্রেম রসের অনুপম মাধুর্য্য কিছুই বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি কামনা-শূন্য হইয়া তোমার প্রেমে মগ্ন হয়, সে তোমার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করে। তোমার আলিঙ্গন ব্যতীত যে আর কিছুই চায় না; তাহার সেই ভাগ্য নিমেষে নিমেষে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বালকেরাই ক্রীড়ার জন্য ব্যস্ত হয়—নির্ব্বোধেরাই বিষয় সুখের জন্য লালায়িত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তোমাকে আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে, সমুদয় সংসারই তাহার আপনার বলিয়া বোধ হয়।

হে প্রেমময়! স্বার্থপরদিগের আত্মা চিরকালই বিষণ্ণ, কিন্তু প্রেমিকের আত্মা তোমার প্রেমে নিরন্তরই আর্দ্র ও শীতল থাকে, অতএব তুমি আমাকে প্রেম শান্তি প্রদান কর। হে নাথ! তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহাই যথেষ্ট; এখন আমি কেবল তোমাকেই চাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।
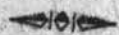
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৩৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠার পর।

কল্প—। এই বেদাঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ, ইহা ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণে সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে এবং বহুবিধ সূত্র গ্রন্থে বিশেষ রূপে সুপ্রণালী ক্রমে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞাদির বিবরণ এবং তদনুষ্ঠানের আনুপূর্ব্বিক পদ্ধতি কল্প সূত্রে লিখিত হইয়াছে। আদৌ এই সকল কর্ম্ম কাণ্ডের বিবরণ ব্রাহ্মণ খণ্ড হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু উক্ত খণ্ডে তাহা নানাবিধ ইতিহাস তর্ক ও অপরাপর বিষয়ের সহিত বিশৃঙ্খল ভাবে জড়ীভূত আছে, এই হেতু তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা হইত। যাহাতে এই অসুবিধা মোচন হয় এবং সকলে সহজে বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের পদ্ধতি জ্ঞাত হইতে পারে, এই উদ্দেশেই কল্পসূত্র রচিত হইয়াছিল। এই সকল সূত্র গ্রন্থে অপ্রয়োজনীয় কোন কথাই নাই, তাহারা সম্পূর্ণ রূপে কার্য্যোপযোগী ছিল। ইহা সায়নাচার্য্যও তাঁহার বৌধায়ন-সূত্র-ভাষ্যে কহিয়াছেন।

তত্রতাবদ্বিধ্যর্থবাদ মন্ত্রাত্মনা ত্রিধা ব্যবস্থিতো বেদরাশিঃ। বিধি বিহিতমর্থবাদ প্ররোচিতং মন্ত্রেণ স্মৃত মভ্যুদয়কারি ভব তীতি। ততশ্চ চোদিতানাং কর্ম্মাণাং সুখাববোধায় ভগবান্ বৌধায়নঃ কল্পমকল্পয়ৎ। যতো ব্রাহ্মণানামনন্তং দুরববোধতয়া—অতো ন তৈঃ সুখং কর্ম্মাববোধ ইতি কল্প সূত্রাণীমানি প্রতিনিয়তশাখান্তরানঙ্গীচক্রুঃ পূর্ব্বাচার্য্যঃ। কল্পস্য বৈশদ্যলাঘবকাৎর্স্ন্যপ্রকরণশুদ্ধ্যাদিভিঃ প্রকর্ষে যুক্তস্য।

সমুদায় বেদরাশি মন্ত্র বিধি অর্থবাদ এই ত্রিবিধ রূপে বিভক্ত হইয়াছে। বিধির দ্বারা যাহা বিহিত তাহা উক্ত হইয়াছে, অর্থবাদে

তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং মন্ত্র দ্বারা স্মরণার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মের সুখাববোধের নিমিত্ত ভগবান বৌধায়ন কল্প সূত্র রচনা করিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অনন্ত এবং দুরূহ, এই হেতু পূর্ব্ব কালীন আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখানুসারে কল্প সূত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন। কল্প সূত্রের প্রকর্ষতা তাহার বৈশদ্য সংক্ষেপতা সংপূর্ণতা এবং প্রকরণ শুদ্ধি হইতেই হইয়াছে (১)

সূত্র গ্রন্থে যজ্ঞাদির বিষয় যাহা কিছু আছে তাহাতে নূতন কিছুই থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা কেবল ব্রাহ্মণ খণ্ড হইতেই সঙ্কলিত এবং সুপ্রণালীবদ্ধ করা হইয়াছে। বৈদিক সময়ের সমুদায় যাগ যজ্ঞাদির বিধি, ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিচার পুরাবৃত্ত ইতিহাস এই সমুদায় বিষয়ই ব্রাহ্মণ খণ্ডে সংরক্ষিত আছে। কেবল তৎসমস্ত নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকাতে তাহাদের পরিচয় লাভ করা দুরূহ হইত। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আবার কল্প সম্বন্ধীয় বিধি পদ্ধতির অতি সুন্দর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এই হেতু ইহারা কল্প তুল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিকে কহিয়াছেন "আরুণ পরাশর শাখা ব্রাহ্মণস্য কল্পরূপত্বং" আরুণ এবং পরাশর শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ কল্প রূপী (২)।

কল্পসূত্রের রচনা ও প্রচার বৈদিক ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিতে হইবেক। তদ্দ্বারা বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অনেকাংশে অপ্রচলিত ও তাহার চর্চ্চা মন্দীভূত হইয়াছিল। পূর্ব্বে রাশীকৃত বৈদিক গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড কিছুই অবগত হওয়া যাইত না কিন্তু এক্ষণে সকলে সেই সমস্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি স্বল্পায়াসে কল্পসূত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবতই বিস্তীর্ণ এবং দুরূহ বেদ পাঠে বিরত হইতে লাগিল। কল্পসূত্রের এই রূপ নিতান্ত প্রয়োজনোপযোগিতা হেতু তাহা বেদবৎ আদরণীয় হইয়াছিল। কুমারিল কহিয়াছেন।

বেদাদৃতেঽপি কুর্ব্বন্তি কল্পৈঃ কর্ম্মাণি যাজ্ঞিকাঃ।
নতু কল্পৈর্বিনা কেচিন্মন্ত্র ব্রাহ্মণ মাত্রকাৎ।

যাজ্ঞিকগণ বেদ বিনা কেবল কল্প দ্বারা কর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু বিনা কল্পে শুদ্ধ মন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা কিছু হয় না।

কল্পসূত্র যদিও শ্রুতি নহে তথাপি তাহা স্বাধ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অপর বৈদিক ব্রাহ্মণের যে রূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে, সেই রূপ কালক্রমে কল্প সূত্রেরও বিভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইয়াছিল (৩)

(১) কুমারিল কৃত তন্ত্র বার্ত্তিকেও এই প্রকার ভাব দৃষ্ট হয়।

এবং কল্পসূত্রেষ্বর্থবাদাদিমিশ্র শাখান্তর বিপ্রকীর্ণ ন্যায় লভ্য বিধ্যুপসংহার ফলমর্থ নিরূপণং তত্তৎ প্রমাণ মঙ্গী কৃত্য কৃতং। লোক ব্যবহার পূর্ব্বকাশ্চ কেচিদ্দৃষ্টিগাদি ব্যবহারাঃ সুখার্থ হেতুত্বে নাশ্রিতাঃ।

(২) কল্পাস্ত্বরুণ কেতুক চরণ প্রকরণে সমাম্নায়তে। ইতি মন্ত্রাঃ কল্পোহত ঊর্দ্ধ্বং যদি বলিং হরেদিতি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সায়নকৃত ভাষ্য।

(৩) মহাদেব হিরণ্যকেশী সূত্রের ভাষ্যে কহিয়াছেন।

তত্র কল্প সূত্রং প্রতিশাখং ভিন্ন মভিন্নমপি কৃচিৎ শাখা ভেদেঽধ্যয়ন ভেদাদ্বা সূত্রভেদাদ্বা। আশ্বলায়নীয়ং কাত্যায়নীয়ঞ্চ সূত্রংহি ভিন্নাধ্যযনয়োর্দ্বয়োর্দ্বয়োঃ শাখয়োরে কৈকমেব। তৈত্তিরীয়কে সমাম্নায়ে সমানাধ্যয়নে নানা সূত্রাণি। অনেন চ সূত্র ভেদে শাখা ভেদঃ শাখা ভেদে চ সূত্র ভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয় ইতি বাচ্যং।

ভিন্ন ভিন্ন সাখার কখন কখন বিভিন্ন কল্প সূত্র দৃষ্ট হয় এই প্রভেদ স্বাধ্যায় অথবা সূত্রের প্রভেদ হইতেই উৎপন্ন হয়। আশ্বালায়ন সূত্র এবং কত্যায়ন সূত্র ভিন্ন স্বাধ্যায় বিশিষ্ট শাখার প্রচলিত হইলেও সেই সূত্রদ্বয়ের প্রভেদ নাই।

অপর তৈত্তিরীয় বেদে একই স্বাধ্যায় বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শাখাতে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র প্রচলিত আছে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে সূত্র ভেদে শাখা ভেদ হইয়াছে এবং শাখা ভেদে সূত্র ভেদ হইয়াছে।

অপর চরণব্যূহেও উক্ত হইয়াছে। চরণব্যূহঃ। চরণাঃ-শাখাঃ সূত্রাণিচ। ব্যূহো বিবিচ্য ভেদঃ। নচাত্রাধ্যযনভেম

অপর মহাদেব নামক ভাষ্যকার কল্পসূত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কহিয়াছেন যে, তাহা বেদের ন্যায় নিত্য কালাতীত এবং ঋষি প্রোক্ত সুতরাং মনুষ্যের রচিত নহে (৪)।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (৫) যে প্রত্যেক বৈদিক যজ্ঞের হোতা অধ্বর্য্যু এবং উদ্‌গাতা এই তিন প্রকার প্রধান পুরোহিতের আবশ্যক। এই ত্রিবিধ পুরোহিতের ব্যবহারার্থে তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কল্পসূত্র রচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক পুরোহিতের কি কি কর্ত্তব্য এবং যজ্ঞের কোন্ অংশ কোন পুরোহিতের অনুষ্ঠেয় তাহা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে (৬)। যজ্ঞাদি সম্বন্ধীয় শ্রৌত সূত্রের ন্যায় গৃহ্য এবং সাময়াচারিক-সূত্র কল্পের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রৌত সূত্র সকল যেমন শ্রুতি অর্থাৎ বেদের আনুযায়ী, সেই রূপ চির প্রচলিত প্রথা ও আচারই গৃহ্য এবং সাময়াচারিক সূত্রের মূল এই হেতু তাহাদের সামান্যত স্মার্ত্ত সূত্র বলিয়া উল্লেখ আছে।

গৃহ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেকে অনেক প্রকার করিয়া থাকেন। আশ্বলায়নের মতে গৃহ শব্দে বাসস্থান এবং পত্নী উভয়কেই বুঝায়, যথা "সগৃহো গৃহমাগতঃ" এস্থলে সগৃহ অর্থ পত্নীর সহিত। এবং বিবাহ কালাবধি গৃহ সংরক্ষিত অগ্নি দ্বারা যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম গৃহ্য কর্ম্ম; এবং সেই অগ্নিকে গৃহ্যাগ্নি কহে (৭) অপর গোভিল সূত্রেও গৃহ্য কর্ম্মের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

অথাতো গৃহ্যকর্ম্মাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। গৃহ্যশব্দেন স্মার্ত্তাগ্নিরুচ্যতে। তস্মিন্যানি কর্ম্মাণি তানি গৃহ্যকর্ম্মাণি। দীর্ঘত্বং ছান্দসং। অথবা গৃহ্যা স্মৃতিঃ তস্যাং যানি কর্ম্মাণি। অথবা গৃহ্যা পত্নী তয়া সহিতস্য যানি কর্ম্মাণি।

এক্ষণে গৃহ্য কর্ম্মের উপদেশ করিতেছি। গৃহ্য শব্দে স্মার্ত্তাগ্নি বুঝায়, তাহাতে যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম গৃহ্য কর্ম্ম। অথবা গৃহ্য শব্দে স্মৃতি তদনুযায়ী কর্ম্মই গৃহ্য কর্ম্ম, কিম্বা গৃহ্যের অর্থ পত্নী এবং পত্নীর সহিত যে কর্ম্মাদি কৃত হয় তাহাকে গৃহ্য কহে।

দোঽস্তি তস্মাৎ সূত্র ভেদাদেব শাখাভেদঃ॥ ননু স্বাধ্যায়ৈকদেশোমন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শাখেত্যুচ্যতে। তয়োর্ম্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরণ্যতর ভেদেন বেদেঽবান্তর শাখাভেদঃ স্যাদিতিচেৎ। সত্যং। যথা সাঙ্গঃ স্বাধ্যায়ো বেদ শব্দ বাচ্য এবং শাখাপি সাঙ্গৈব বেদৈকদেশেন শাখান্তরত্বং লভতে। তত্রাঙ্গস্য সূত্রস্য ভেদাচ্ছিদ্যতএব স্বাধায়াধ্যয়নমিতি ভবতু চরণভেদএব শাখা ভেদ ব্যবহারে হেতুঃ। তথাচ যথা শাখাধ্যয়নং নিয়তং সূত্রাধ্যয়নমপি॥

(৪) অথাধ্যয়ন ভেদাচ্ছাখাভেদোঽনাদিরেবং সূত্র ভেদাদপি। নহি সূত্রাণাং কর্ত্তৃ সংবন্ধি সংজ্ঞাদ্যতনী কিন্তু ননা কল্পগতাসু তত্তন্নামকর্ষিব্যক্তিষু নিত্যা তৎ প্রণীত সূত্রেষু চ নিত্যাং জাতিমবলম্ব্য তিষ্ঠতি যথা পুরুষ নামাঙ্কিতশাখাসু সংজ্ঞা॥

যেমন অধ্যয়ন ভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন শাখা নিত্যই আছে, সূত্র ভেদ হইতে যে সকল শাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও সেই রূপ জ্ঞাতব্য। কারণ কোন কোন সূত্রের কর্ত্তৃ সম্বন্ধীয় নাম আধুনিক নহে কিন্তু কল্পোক্ত ঋষিদিগের নামের ন্যায় নিত্য এবং তাহাতে মনুষ্যের নাম থাকিলেও শাখাসং প্রাচীন।

(৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৩ শকের মাঘ মাসের, ১৫৪ পৃষ্ঠা ২ স্তম্ভ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন বেদ সংক্রান্ত যে সকল কল্প সূত্র গ্রন্থ অথবা গ্রন্থের নাম অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার উল্লেখ পশ্চাতে করা গেল।

১ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অনুযায়ী আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী এই তিন গ্রন্থ সংপুর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব সূত্র, ইহার কিয়দংশ লোপ হইয়াছে। ভারদ্বাজ সূত্র, বাধূন সূত্র, বৈখানস সূত্র, লৌগাক্ষি সূত্র, মৈত্র সূত্র, কঠ সূত্র বরাহ সূত্র এই কয়েকটির নাম মাত্র দৃষ্ট হয়।

২ শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংক্রান্ত কাত্যায়ান সূত্র। ইহা সংপূর্ণ আছে।

৩ সাম বেদান্তর্গত মশাক কৃত আর্ষেয় কল্প লাট্যায়ন সূত্র, দ্রাহ্যায়ন-সূত্র, এই কএক খানি গ্রন্থ সংপূর্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪ ঋগ্বেদান্তর্গত আশ্বলায়ন সূত্র, সাঙ্খ্যায়ন সূত্র। উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৌনক সূত্র (উদ্ধৃত)।

৫ অথর্ব্ব বেদের কৌশিক সূত্র (মূল সংপূর্ব আছে)।

(৭) গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ এই তিন প্রকার অগ্নিকে ত্রয়াগ্নি কহিয়া থাকে এবং গৃহ্য বা অবস্থ্য অগ্নিকে একাগ্নি কহে।

গৃহ্য সূত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানকে সামান্যত পাক যজ্ঞ কহে, এই সকল কর্ম্ম অধিকাংশেই ক্ষুদ্র ও অনায়াস সাধ্য হইলেও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে গৃহ্য কর্ম্মের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা আছে এবং তাহা দেবতাদিগের অতিশয় প্রীতিকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গৃহ্য সূত্রে সর্ব্বাগ্রে উদ্‌বাহ বিধি লিখিত হইয়াছে, কারণ কৃতদার না হইলে গৃহ্য কর্ম্মে কেহ অধিকারী হইতে পারে না। তৎপরে বিবিধ সংস্কার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে; যথা গর্ভাধান সংস্কার এবং গর্ভাবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সংস্কার, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার জাতকর্ম্ম, নামকরণ, সূর্য্যদর্শন অর্থাৎ শিশুকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া সূর্য্য প্রদর্শন করান (ইহা একটি সংস্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে), অন্ন প্রাশন, কেশ মুণ্ডন, এবং পরিশেষে উপনয়ন। উপনয়ন হইলে পর গুরু গৃহে গমন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের কি প্রকার পদ্ধতি এবং তাহাতে কি কি প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় তাহা গৃহ্য সূত্রে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে।

সূত্র সকলের রচনা কালে বর্ণ ভেদ যে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইয়া ছিল, তাহা সাময়াচারিক বা ধর্ম্ম সূত্রেই স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। আপস্তম্ব কৃত ধর্ম্ম সূত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিবরণ বিশেষ রূপে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের অনুষ্ঠেয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য সকল বিবৃত হইয়াছে। এবং মন্বাদি স্মৃতিতে যে প্রকার শূদ্রের হীনাবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম সূত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাপর বর্ণের লোক যে অপরাধে সামান্য দণ্ডের উপযুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা শূদ্রের কৃত হইলে গুরু দণ্ডের বিধান আছে। শূদ্র যদি অপর তিন বর্ণের কোন ব্যক্তির প্রতি পরুষ বাক্য ব্যবহার করে, তবে তাহার জিহ্বা চ্ছেদ করিবেক (৮) শূদ্র যদি প্রাণ হিংসা বা চৌর্য্য অথবা দেশ লুণ্ঠন করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড বিধেয়। অপর যদি ব্রাহ্মণ উক্ত অপরাধে অপরাধী হয় তবে তাহার শুদ্ধ চক্ষু উৎপাটন করা হইবেক। এই প্রকার মনুতে আমরা যে সকল নিষ্ঠুর নিয়ম দেখিতে পাই তাহা সাময়াচারিক সূত্র হইতেই নীত হইয়াছে। কিন্তু যদিচ আপস্তম্ব সূত্রে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের এতাধিক প্রভেদ দৃষ্ট হয় তথাপি ইহা উক্ত হইয়াছে যে শূদ্র স্বধর্ম্ম পালন করিলে পর জন্মে বৈশ্য হইবেক এবং এই রূপে ক্রমে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণকে প্রাপ্ত হইবেক (৯)।

অপর মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল প্রথম তিন বর্ণেরই উপনয়নের বিধি উক্ত হইয়াছে এবং তাহা শূদ্রের পক্ষে নিষেধ আছে এবং আপস্তম্ব সূত্রেও শূদ্রের উপনয়নের বিধি নাই কিন্তু সংস্কার গণপতি নামক গ্রন্থে (১০) আপস্তম্বের বচন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া শূদ্রের উপনয়ন বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কত দূর প্রমাণিক তাহা বলা যায় না।

---

(৮) জিহ্বাচ্ছেদনং শূদ্রস্যার্য্যধর্ম্মিকশক্রোশতো বাচি পথি শয্যাসামাসন ইতি সমীভাবতো দণ্ডতাড়নং ॥ পুরুষবধেস্তেয়ে ভূম্যাদান ইতি স্বাম্যাদায় বধ্যশ্চ ক্ষুর্নিরো ধস্ত্বেতেষু ব্রাহ্মণস্য।

(৯) ধর্ম্ম চর্চ্চয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরি বৃত্তৌ অধর্ম্মচর্চ্চয়া পূর্ব্বোবর্ণঃ জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ।

আপস্তম্ব

(১০) অশূদ্রানামদুষ্টকর্ম্মণামুপায়নং বেদাধ্যয়নমগ্ন্যাধেয়ং ফলবন্তিচ কর্ম্মাণি। শুশ্রূষা শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানং।—আপস্তম্ব

সংস্কার গণপতি নামক গ্রন্থে শূদ্রের উপনয়ন বিধি আছে। অথ শূদ্রানামুপনয়নং। আপস্তম্ব। শূদ্রানামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়নং মদ্যপান রহিতানামিতি-কল্পতরু কর।

জ্যোতিষ।—বেদাঙ্গ মধ্যে জ্যোতিষ সংক্রান্ত গ্রন্থ অতিশয় বিরল। যে গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার রচনা সূত্র গ্রন্থ সকলের সদৃশ নহে, এই হেতু তাহা তদপেক্ষা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ গ্রন্থে যে সকল মত ও গণনা প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রাচীন এবং তাহা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। বাস্তবিক উক্ত প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে যে সকল গণনা আছে, তাহা অতিশয় সহজ এবং তাহা কেবল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের জন্যই রচিত। বাস্তবিক বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কালাকাল নিরূপণার্থেই জ্যোতিষ গণনার আবশ্যক হইত এবং এই হেতুই জ্যোতিষ বেদাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কোন্ ঋতু কোন্ মাস বা কোন্ দিবসে কোন্ কোন্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হয়, কোন্ কোন্ বৈদিক কর্ম্মের কিকি প্রশস্ত কাল তাহা নির্ণয় করাই এই জ্যোতিষ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এবং আমরা বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণখণ্ডেও এই প্রকার জ্যোতিষ গণনার উল্লেখ দেখিতে পাই। বেদেতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কালের পরিমাণ চন্দ্রমার গতি দ্বারাই অতি প্রাচীন কালাবধি নিরূপিত হইত(১১)। অপর চান্দ্র মাসের অতিরেক কালের সমষ্টি দ্বারা যে এক এক অতিরেক মাস উৎপন্ন হয় তাহার কথা ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অস্তি ত্রয়োদশো মাস ইতি শ্রুতেঃ। এবং এই অতিরেক মাসের গণনা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ হইতেছে যে তৎকালে জ্যোতিঃ শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদ সংহিতাতে জ্যোতির্ব্বেত্তার নাম নক্ষত্রদর্শ এবং গণক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর চরণব্যূহে জ্যোতিষ এবং উপজ্যোতিষের উল্লেখ আছে। বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যে সকল প্রাচীন জ্যোতিষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদেরই উপজ্যোতিষ কহে, যথা গোভিলীয়-নবগ্রহ-শান্তি-পরিশিষ্ট, নক্ষত্র কল্প, গ্রহযুদ্ধ, রাহুচার, কেতু চার, ঋতুকেতু লক্ষণ ইত্যাদি।

(১১) সংস্কৃত, গ্রীক ও জর্ম্মান ভাষাতে চন্দ্রমা শব্দের ধাত্বর্থই পরিমাণ বুঝায় অতএব এই নামের দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আদৌ চন্দ্রের গতি দ্বারাই কালের পরিমাণ হইত। মা ধাতু হইতে মাস শব্দের উৎপত্তি।

অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

ধর্ম্ম জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরস্পর বিভিন্ন। ঈশ্বরকে প্রীতি করা উচিত ইহা যখন জানিলাম, তখন আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইলাম; কিন্তু তখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইল না। যখন প্রেমার্দ্র হৃদয়ে আপনার সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক চিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; প্রাণগত যত্নে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিলাম; তখন প্রীতির অনুষ্ঠান হইল। অন্যের দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য; ইহা যখন জানিলাম, তখন একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবগত হইলাম, কিন্তু যখন তাহার দুঃখ মোচনের নিমিত্তে সাহায্য প্রদান করিলাম, তখন সেই কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইল। সর্ব্ব প্রকার সুখ ভোগের সময় ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, ইহা যখন জানিলাম, তখন একটী কর্ত্তব্য জ্ঞানেতে উদয় হইল; কিন্তু সুখ উপস্থিত হইলে হৃদয় যখন কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্যেতে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল, তখনই সেই কর্ত্তব্যের অ-

নুষ্ঠান হইল। যখন হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব উদয় হয়, তখন তাহাকে অনুষ্ঠান বলে না; যখন সেই ধর্ম্মের ভাব—সেই কর্ত্তব্যের ভাব কার্য্যেতে পরিণত হইতে থাকে, তখনই তাহা অনুষ্ঠান শব্দের প্রতিপাদ্য হয়। যেমন হিমশিলা দ্রব হইয়া জল রূপে পরিণত হয়, সেই রূপ আন্তরিক ভাব পরিণত হইয়া অনুষ্ঠান রূপ ধারণ করে।

অনুষ্ঠানের মূর্ত্তি বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয় বটে কিন্তু তাহার মূল কারণ অন্তরেই নিহিত থাকে। কি উপাসনা, কি পুত্রের অন্ন প্রাশন, কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমুদায় অনুষ্ঠানই আন্তরিক ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। হৃদয়ের ভাব যখন এত দূর উন্নত হয় যে কেবল চিন্তাতে বদ্ধ করিয়াই তৃপ্তি লাভ হয় না; তখনই তাহা কার্য্যেতে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা স্বাভাবিক কার্য্য, ভূমি নিহিত বীজ তেজস্বী হইলে অঙ্কুরিত হইবেই হইবে; হৃদয় নিহিত ধর্ম্মের ভাব উন্নত হইলে বাহিরে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। এমন স্থলে বাহ্য অনুষ্ঠানে বিন্দু মাত্র দোষ উপলব্ধি হয় না বরং ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। হৃদয়ের ভাব যদি বিশুদ্ধ হয়; তদুৎপন্ন অনুষ্ঠান অবশ্যই বিশুদ্ধ হইবে। এবং যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখি, বিশুদ্ধ ভাব প্রয়োজিত অনুষ্ঠানের মধুরতা অবশ্যই উপলব্ধি হইবে।

অনুষ্ঠান যে কেবল অন্তরের ধর্ম্ম-ভাব প্রকাশ করে এমন নয়; অমৃতময় ফলও প্রসব করিয়া থাকে। অন্তরে যে ধর্ম্মের ভাব নিহিত আছে তাহার যত অনুষ্ঠান হইবে, ধর্ম্ম ততই বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। এবং আমার জীবনে যত ঘটনা হইবে, যদি প্রত্যেক ঘটনাতেই ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনে ধর্ম্ম ওত প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত থাকিবে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরকে লাভ করাই সমুদায় জীবনের উদ্দেশ্য, তাহার নিকটে ধর্ম্ম, সাংসারিক কর্ম্ম, আমোদ ও উৎসব সকলই এক রূপ ধারণ করে। বাস্তবিক যে ধর্ম্ম কার্য্যের সহিত সংযুক্ত না হইয়া কেবল চিন্তাতেই বদ্ধ থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া যায়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে কেহ কেহ আপনার দীর্ঘ জীবন কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক ও আলোচনাতে ক্ষেপণ করিয়া পরিশেষে ঈশ্বরে পরকালে একেবারে শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছেন; কেহ কেহ সৃষ্টির সহিত স্রষ্টাকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ বা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে কলঙ্ক অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা জীবনের সহিত ধর্ম্মকে সংযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের জীবন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসে ও প্রীতিতে অধিকতর উন্নত হইয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম জীবনের সমুদায় কার্য্যের সহিত অশেষ প্রকারে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংমিলিত হইয়াছে, লোকে সহজে সে ধর্ম্ম বন্ধন ছেদন করিতে পারে না; হিন্দুধর্ম্মই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। হিন্দুধর্ম্ম কাল্পনিক হইয়াও সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতেছে, এবং অনেকে জ্ঞান সহকারে ইহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও ইহার শাসন অতিক্রম করিতে পারিতেছে না তাহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুমণ্ডলীর সমুদায় কার্য্যেতে প্রবিষ্ট হইয়া আধিপত্য করিতেছে। অতএব যে কারণে কাল্পনিক ধর্ম্মের এত দূর প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে; সত্য ধর্ম্ম কি সেই কারণে আরো বদ্ধমূল হইবেক না?

অনুষ্ঠান হইতে আর একটি মধুময় ফল

উৎপন্ন হয়, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। কোন ভক্তিমান্ পুত্র পিতৃ-শ্রাদ্ধ সমাধান করিয়া কথা প্রসঙ্গে এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রূপ হ-ইল?" তিনি উত্তর করিলেন, "কি রূপে জীবিত পিতা মাতার সেবা করিতে হয়, তাহার শিক্ষা পাইলাম।" এই সামান্য কথোপকথন হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতেছি? এক ব্যক্তির হৃদয় নিহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হইয়া শত শত ব্যক্তির হৃদয়লীন ধর্ম্মকে জাগরূক করিয়া তুলে, ইহা কি যথার্থ নয়? কত সময় এমন ঘটনা ঘটি-য়াছে; শত শত উপদেশ যাহারদের নিকট নিস্ফল হইয়াছিল,একটি অনুষ্ঠান তাহাদের জীবনকে পরিণত করিয়া ধর্ম্মের পথে আন-য়ন করিল; অতএব যখন ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল চিন্তাতে বদ্ধ করিয়া রা-খিলে তাহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়, যখন অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম জীবনে বদ্ধমূল হয়, যখন জীবনের সমুদায় ঘটনায় ধর্ম্মকে সং-যুক্ত করিয়া রাখিলে ধর্ম্মের প্রভাব অধিক-তর হইতে থাকে, যখন অনুষ্ঠান দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া অন্যের মনে ধর্ম্মের ভাব উদ্দীপিত করে; তখন অনুষ্ঠান যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই প্রকার শিক্ষা দেন যে, জীবনের সমুদায় ঘটনাতে ঈশ্বরের পূজা কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম তোমার জীবনে বদ্ধমূল হইবে এবং চির দিন অম্লান থা-কিবে। যদি সংসারের কার্য্য ও ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ থাকে; যদি সংসারের কার্য্যের সময় সংসারী ও ব্রহ্মোপাসনার সময় ব্রাহ্ম হও; যদি ধর্ম্মকে উদাসীন করিয়া রাখ; তাহা হইলে ধর্ম্মের ফল তোমার নিকট কিছুই থাকিবে না। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যখন সুযোগ পাইবে তখনই আপনার সৌভাগ্য মনে করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি প্রতি নিমেষে প্রতি নিশ্বাসে আপনার লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় দেখিবে; তোমার লক্ষ্য অতি মহান্; যদি উপলক্ষ্য ক্ষুদ্র হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বর যাহাদের লক্ষ্য না হয়, তাহারাই উপলক্ষ্য লইয়া শশব্যস্ত হয়। তুমি ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম তোমার লক্ষ্য; যে কোন উপলক্ষ্যে লক্ষ্য সিদ্ধি করিয়া লইবে। তোমার জীবনে ব্রহ্মোপাসনা যত হইবে, ততই তুমি কৃতার্থ হইবে; ইহা মনে রাখিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধ করিয়া রাখিও না; প্রতি গৃহে প্রতি কার্য্যে তাহাকে আহ্বান কর এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিচরণের জন্য জীবনের কার্য্যকে বিস্তারিত করিয়া দাও।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)
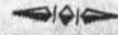
ইতিহাস সংগ্রহ।

হিজলীর বৃত্তান্ত।

হিজলীতে যে প্রকার বাঁধ ব্যবস্থা আছে, আ-মরা তাহা পাঠক বর্গের গোচর করিয়াছি, এক্ষণে তথাকার নিমক পোক্তান ও রাজস্ব ব্যবস্থাদি বর্ণন করিতেছি।

আমারদিগের দেশে নিমক পোক্তান কি প্রণালীতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। অনেকের এ সকল বিষয়ে কৌতূহলও নাই। কি-সেই বা আমাদিগের দেশের লোকের কৌতূহল আছে? জন সাধারণ যে কেবল অজ্ঞান তি-মির রাশিতে নিমগ্ন আছে এমন নহে, জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্তেও কোন চেষ্টা করেন না। বিদ্যা মাত্রই ব্রহ্ম বিদ্যার অন্তর্গত; কি পারমার্থিক কি বৈষয়িক সকল জ্ঞানই অ-নন্ত জ্ঞানের অসংখ্য শাখা স্বরূপ। বিশ্ব সংসারের ব্যাপার পরম্পরায় এক জ্ঞান মাত্রই অমূল্য, কিন্তু এ বোধটী আমাদিগের দেশে অদ্যাবধি বদ্ধমূল হয় নাই। সকলেই স্বীকার করেন যে কোন্ প্রদেশ কি অবস্থায় আছে, কোথায় কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারিলে ভাল বটে কিন্তু সেই

সকল বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রায়ই নাই। আমরা নিয়তই যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কোথায় জন্মায়, কি উপায়ে আমাদিগের এ অঞ্চলে আসে, ইহা অতি অল্প লোকে জানেন।

আমাদিগের দেশে যে সকল লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহা হয় জ্বাল দিয়া প্রস্তুত করা দেশী লবণ, নয় সৈন্ধব লবণ, নয় ইংলণ্ডস্থ লিবরপুল নগর হইতে আনীত লবণ। বঙ্গ ভূমির দক্ষিণাঞ্চল লবণের একটী আকর স্বরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমুদ্র কূলবর্ত্তী নিম্ন দেশ সকল লবণ-জল সিক্ত হয় ও সুতরাং তথাকার মৃত্তিকায় জল সহকারে লবণ প্রবেশ করে। অতএব কোন প্রকারে সেই সকল মৃত্তিকা জলে ধুয়িয়া যদি সেই জল পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই লবণ বহির্গত করা যাইতে পারে।

লবণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে হিজলীতে বাঁধের বহিঃস্থিত ভূমি উত্তম রূপে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া থাকে, তৎপরে তাহার উপরে মই দেয়, সুতরাং মাটী গুঁড় গুঁড় হইয়া পড়ে। এই মাটীর উপরে প্রণালী সহকারে আনীত লবণ জল সেচন করিতে থাকে, লবণ জল সেচন করিতে করিতে মৃত্তিকা বিশিষ্ট লবণময় হয়, তৎপরে সেই মাটী আঁচড়াইয়া লইয়া জলে ভিজায় ও সেই জল খড় পাতিয়া নল দ্বারা চোঁয়াইয়া লয়। এই লবণ জলের সার সংগ্রহ করিয়া বাইনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডে জ্বাল দেয়। তাহাতে জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বহির্গত হইলে অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ দানাদার লবণ অবশিষ্ট থাকে। এই রূপ প্রণালীতে এক এক জন মলঙ্গী প্রত্যহ এক মোন দেড় মোন লবণ প্রস্তুত করিতে পারে, ও তাহা লইয়া সরকারের নিয়োজিত কর্ম্মচারিদিগের নিকটে ওজন করিয়া সমর্পণ করে।

বঙ্গদেশের সমুদ্র কূলস্থ অঞ্চল মাত্রেই এরূপে লবণ প্রস্তুত হয় ও তথায় সরকারের পোক্তান সংস্থাপিত আছে। আমাদিগের দেশে গবর্ণমেন্ট আপনারা কতক গুলি সামগ্রীর ব্যবসায় করেন ও অন্য কেহ তাহা করিলে রাজ-দ্বারে দণ্ডিত হয়। এ প্রথা অন্যায়মূলক ও বাণিজ্যের উন্নতি-পক্ষে হানি জনক। যাহা হউক এক্ষণে অহিফেন ও লবণ এ দুই দ্রব্যেতে রাজার এক চেটিয়া আছে। তন্মধ্যে লবণ ব্যবসায়ে তাঁহাদিগের লাভ অপর্য্যাপ্ত। শুনা গিয়াছে বৎসরে বৎসরে হিজলীর পোক্তান হইতে সরকারের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আয় হয়। এক্ষণে এই পোক্তান প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে, অন্যান্য স্থানেও পোক্তানের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে, এবং অল্প কাল মধ্যে সরকার বাহাদুর পোক্তানের কার্য্য এককালেই পরিত্যাগ করিবেন। অতএব এস্থলে হিজলীর বৃত্তান্তের ভিতর পোক্তান ব্যবস্থায় বিশেষ বর্ণন করিলাম না।

হিজলীতে দুই প্রকার ভূমি আছে। প্রথম জমিদারি ভুক্ত অর্থাৎ যে সকল জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ভূম্যধিকারিদিগের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার আছে, কেবল বৎসরে বৎসরে সরকারে নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে হয়; দ্বিতীয় খাস মহল অর্থাৎ যে জমিতে সরকারের সম্যক্ অধিকার আছে। খাস মহলের মধ্যে কোন কোন জমি গবর্ণমেন্ট হইতে ইজারা বন্দোবস্ত আছে, অবশিষ্ট জমি সরকারি কর্ম্মচারিদিগের হস্তগত আছে, সরকারের আবশ্যক হইলে এই সকল ভূমি অথবা তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি যথা কার্য্যে নিয়োজিত হয়।

কালিন্দী, বালসাই ও অন্যান্য কয়েক পরগণায় অনেক ইজারা বন্দোবস্তী ভূমি আছে ও সকল পরগণাতেই প্রায় জ্বাল পাই ভূমিও আছে। বঙ্গ দেশের অন্যান্য স্থানের মত পূর্ব্বে হিজলী খণ্ডে প্রায় সমুদায়ই জমিদারী মহল ছিল। কিন্তু জল প্লাবন ও অন্যান্য কারণবশতঃ রাজস্ব আদায় না হওয়াতে সরকার সে সমুদায় জমিদারী নিলাম করেন ও অন্য ক্রেতার অসদ্ভাব বশতঃ আপনারদিগের অধিকারে অর্থাৎ খাসে রাখিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই সকল জমি অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, পরে বাঁধ বন্ধন হওয়াতে জলপ্লাবনের উৎপাত হ্রাস হইল, লোকেও বসতি করিতে লাগিল, ও ক্রমে জমি শস্যোৎপাদিকা হইতে লাগিল। গবর্ণমেন্ট এই সকল জমি বিংশতি বৎসর বা তন্ন্যূনাধিক কাল জন্য অনেক ব্যক্তিকে ইজারা দিয়াছেন, ইহারা যত্ন সহকারে বাঁধের অন্তর্গত ভূমি সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কৃষকদিগকে দিতেছে; কৃষকেরা ক্রমে বসতি করিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধন করিতেছে। অনেক ইজারদারেরা এক্ষণে উত্তম সম্পন্ন হইয়াছেন, ভূমির করও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে ভূমির অসাধারণ ধান্যোৎপাদিকা শক্তি এবং বর্ষে বর্ষে অজস্র ধান্যও উৎপন্ন হয়। নিমক পোক্তানে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে; পুল বন্দি ও বাঁধ বন্ধনে অনেক লোকের আবশ্যক হয়। হিজলীর অবস্থা এক্ষণে উত্তম ও দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

*এক্ষণে গবর্ণমেন্টের হস্তে যে সকল খাসমহল আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে বিক্রয় হইতেছে, বোধ হয় ক্রমে সমুদয়ই জমিদারী বন্দোবস্ত হইবেক। হিজলীর কোন কোন স্থলের ভূমি ক্রমে সমুদ্রের গ্রাসে পতিত হইতেছে। সুতরাং তথাকার রাজস্ব বিষয়ে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। জুনপুট্ নামক একটা স্থানে প্রাচীন

বাঁধ অনেক স্থলে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং সমুদ্র হইতে তাহার অনেক দূর অন্তরে বর্ত্তমান বিপুল আয়তন বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুই বাঁধের মধ্যবর্ত্তী যে ভূমি আছে, তাহা জমিদারেরা পরিত্যাগ করিয়াছে ও তাহার রাজস্বও আদায় হয় না। এই রূপ স্থানে স্থানে বাঁধের অব্যবস্থা থাকাতে সম্পূর্ণ মাত্রায় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের বিশিষ্ট ব্যাঘাত হয়।

হিজলী খণ্ডের স্থূল স্থূল বর্ণন করা গেল, এক্ষণে তথাকার নিবাসীদিগের বিষয় কিছু বলিবার আছে। বঙ্গভূমির অন্যান্য প্রদেশস্থ লোক যে প্রকার, হিজলীর লোকেরা ঠিক সেই রূপ নহে। তথায় অবশ্যই নানা জাতির আবাস আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কৈবর্ত্ত জাতির সংখ্যাই অধিক। আমাদিগের এ সকল দেশের কৈবর্ত্ত ও অন্যান্য জাতিদিগের পদবী যে প্রকার, হিজলীস্থ তত্তজ্জাতিদিগের পদবী সে রূপ নহে। পাহাড়ি জানা এই রূপ পদবীই অধিক। তথাকার লোকেরা উৎকলবাসীদিগের মত নাম রাখিয়া থাকে। কেবল এই বিষয়ে নহে ইহাদিগের অন্যান্য অনেক অংশে উড়েদের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা উড়িস্যা ভাষায় লেখা-পড়া করে। আমাদিগের বঙ্গ ভূমির বিখ্যাত কাশীদাস ও কৃত্তিবাস কৃত যে মহাভারত ও রামায়ণ আছে, ইহারা তাহা পাঠ করে না। উৎকলখণ্ডে উক্ত মহা কাব্যদ্বয়ের যে অনুবাদ আছে, হিজলীতে তাহাই প্রচলিত। কলিকাতাস্থ সকল লোকেই দেখিতেছেন উড়িস্যা বাসীরা লৌহের লেখনী দ্বারা তালপত্রে লিপি কার্য্য সমাধা করে; হিজলী বাসীরাও সেই রূপ করিয়া থাকে। ভাষাতেও ইহারা প্রায় বার আনা উড়ে। প্রথমে যাইয়া ইহাদিগের কথা কষ্টে বুঝিতে হয়। ভাষার বিশেষ্য পদ অনেক বাঙ্গলা বটে কিন্তু ক্রিয়া মাত্রই প্রায় উৎকল ভাষা। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া হিজলী বাসীদিগকে প্রকৃত উৎকল বংশীয় বলিয়া বোধ হয়। তবে যদি কোন কোন অংশে রীতি নীতি ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের কতক দূর সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অনায়াসেই হইতে পারে। যে হেতু বহু কাল বাঙ্গালিদিগের নিকটবর্ত্তী থাকাতে এবং তাহাদের সহিত সর্ব্বদা সংশ্রব হওয়াতে কাযে-কাযেই অনুকরণ করিতে হইয়াছে; সেই জন্য কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালীর ভাব তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু ইহারা যে প্রকৃত উৎকল বাসী তাহা ভাষাদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোন দেশে অপরাপর বিষয়ে যতদূর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হউক না কেন ভাষার সম্যক্ পরিবর্ত্তন কদাপি হয় না। ভাষার দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ অভ্রান্ত রূপে নিরূপণ করা যায়।

বঙ্গ ও উৎকল খণ্ডের যে পুরাবৃত্ত আছে, তদ্দ্বারাও হিজলীর লোকদিগের উৎকল-সম্ভূত হওয়াই প্রমাণ হয়। এমন অনেক সময়ে হইয়াছে যখন উড়েরা সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল ও যথেষ্ট পরাক্রমে বঙ্গদেশের মুসলমান ভূপতিদিগকে রণ পরাজিত করিয়াছিল। হিজলীতে ব্রাহ্মণ বড় অধিক নাই, যাহারা আছে ইহারা প্রায়ই মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ। তথায় কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল এ অঞ্চলের ভদ্র লোকেরা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত রাখেন। এই মধ্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরা অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগেরই মত, তবে হিজলী অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব, সুতরাং বাহ্য অবস্থাতে এই ব্রাহ্মণেরা আমাদের ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা কিছু হীন বটে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা, ব্যবহার, এ সকল অংশে বোধ হয় তাহারা সমানই হইবে।

দেব পূজাদি বিষয়ে হিজলীতে কিছু বিশেষ আছে। সকল গ্রামেই প্রায় এক একটী গ্রাম্য দেবতা আছে। দেবতার কোন মূর্ত্তি বা মন্দির নাই, কেবল এক খণ্ড সিন্দূর চিত্রিত প্রস্তর একটা বৃক্ষ মূলে স্থাপিত থাকে; যখন যাহার কিছু পূজা দিবার আবশ্যক বা ইচ্ছা হয়, সেই ঠাকুরের নিকট যাইয়া পূজা দেয়। আর মরক উপস্থিত হইলে সমুদয় গ্রামস্থ লোকে একত্রিত হইয়া সেই বৃক্ষতলশায়ী প্রস্তর খণ্ডের আরাধনা করে। এই দেবতার নাম শীতলা। আমাদিগের দেশে শীতলাও আছেন, পঞ্চাননও আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বৈভব স্থানে স্থানে কিছু ভাল অথচ তাঁহাদিগের পদ এত উচ্চ নহে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কালী বা মহাদেবের সম্মান হিজলী বাসীর শীতলাই ভোগ করিয়া থাকেন। শীতলা ঠাকুরণের নিকট আবশ্যক মতে গান হইয়া থাকে। গান অনেকই বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, শুনিতে অমনি এক প্রকার।

হিজলীর মনুষ্যেরা কিছু ভীরু স্বভাব ও দুর্ব্বল ও বটে, ও লোকে বলে তাহারা ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চনা প্রিয়। কিন্তু এই বৃত্তান্ত-লেখক যতদূর তাহাদিগের সহিত কাজ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগকে মন্দ দেখেন নাই। ভীরু বলিয়া ইহারা অপরিচিত বাঙ্গালিদিগের প্রতি কিছু অবিশ্বাস প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য আমাদিগের যত দোষ তাহাদিগের তত দোষ নহে। সেখানে কর্ম্মোপলক্ষে যে এ অঞ্চলস্থ মহাশয়েরা আছেন, তাঁহারা অনেকেই পর-পীড়ক; হিজলী

বাসীরা পীড়ন রূপ মহা উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় পায় না; সুতরাং মিথ্যা কথা ও ধূর্ত্ততাই মাত্র তাহাদিগের ধর্ম্ম স্বরূপ।

বিদ্যা চর্চ্চা এখানে মন্দ হয় না। এখানে বিদ্যা নামে যাহা কিছু প্রচলিত আছে, অপর সাধারণ সকল লোকেই তাহা অনুশীলন করে, কেহই প্রায় অবহেলা করে না। এখানকার কৈবর্ত্তেরাও বালকদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখায়, অতএব এ অংশে আমাদিগের অপেক্ষা তাহারা ভাল।

হিজলীর মনুষ্যেরা এ অঞ্চলের লোকদিগের অপেক্ষা দেখিতে বিশ্রী। ইহার স্পষ্ট কারণ কি রূপেই বা পাওয়া যাইবে, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারি, উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতিরা যে প্রাচীন আর্য্য বংশোদ্ভূত হিজলীর লোকেরা সে কুল সম্ভূত না হইলে না হইতে পারে। এ বিষয়ের বিচার করিবার আমারদিগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু দিগদর্শী পাঠক বর্গ বিবেচনা করিবেন। ভারতবর্ষ-বাসীর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা এই বংশাবতংস ও অন্যান্য জাতিরা অন্য বংশ জাত, বঙ্গদেশের বৈদ্যরাজগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ঐ ব্রাহ্মণ জাতি আনয়ন করিয়া এই দেশে সংস্থাপিত করেন, কিন্তু দক্ষিণ রাজ্যস্থ মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড় প্রদেশ বাসী ব্রাহ্মণগণ আর্য্য বংশীয় নহে। কোন উপায়ে ইহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎকল ও হিজলী প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব হিজলীতে সেই প্রাচীন আর্য্য বংশের বীজ বিক্ষিপ্ত হয় নাই। তথাকার লোক দেখিতে বড় ভাল নহে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সেখানে সুন্দরী স্ত্রী অনেক আছে, কিন্তু অনেকের চক্ষে স্ত্রী লোকের সৌন্দর্য্য অনেক প্রকারে লাগে। মোহিনী শক্তি কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যের ফল নহে। আর অনেক বুদ্ধিমান লোকেও প্রকৃত মুখশ্রী কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না; বর্ণের উজ্জ্বলতা অঙ্গের সুভঙ্গি ও আপনাদিগের মনের অশুদ্ধি এ সকল তাঁহাদিগের নিকট অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষ সমর্থন করে। অতএব হিজলীর স্ত্রীগণের সৌষ্ঠব বিষয়ে যাহা শুনা যায় তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

হিজলীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করা শেষ হইল। কিন্তু উপসংহার স্থলে কিছু বলিবার আছে। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ কোন দেশের বৈষয়িক বৃত্তান্ত কেহ কখন অধিক লেখেন নাই, সুতরাং এ প্রকার কার্য্যোপযোগিনী শক্তি আমাদিগের ভাষায় যাহা কিছু আছে, তাহা মার্জ্জিত বা বর্দ্ধিত হয় নাই। আবার লেখকেরও সাধারণ সমক্ষে এই প্রথম পরীক্ষা, সুতরাং বর্ণনা যে বিশিষ্ট রূপে নীরস হইবে, তাহার অনেকই কারণ আছে। কিন্তু যাহা হউক যত দিন আমাদিগের দেশে অন্যান্য প্রদেশের বৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না জন্মিবে, তত দিন বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যে হেতু সামাজিক উন্নতি সাধন যে কারণ হইতে হয়, প্রতি বাসীদিগের ভদ্রাভদ্র বিষয়ে সেই কারণেই কৌতূহল জন্মায়। এই হিজলীর বৃত্তান্ত লেখাতে কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা আমাদিগের জানিবার উপায় নাই; যদি জানিতে পারা যায় যে পাঠকদিগের কোন লাভ হইয়াছে, তবে এই রূপ অন্যান্য প্রদেশেরও বৃত্তান্ত কিছু কিছু সাধারণ গোচর করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব।

—০—

বিজ্ঞান

জন্তু বিজ্ঞান।

অন্তর্জাত বা পরান্তপুষ্ট।

মেরুদণ্ডী—প্রাণিদিগের শরীর অনেকানেক জন্তুর আবাসস্থান। কোন কোন কীট মেরুদণ্ডী প্রাণিদিগের শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে এবং তথায় যথাবশ্যক অন্ন পান গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়; একারণ তাহাদিগকে অন্তর্জাত বা পরান্তপুষ্ট কীট কহা যায়। সকল প্রকার কৃমি এই জাতির অন্তর্গত। এপর্য্যন্ত এই জাতীয় জন্তুদিগের বিশেষ তত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই, কিন্তু কোন জন্তুই ইহাদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত নহে। মানবদেহ-মধ্যে অম্লান অষ্টাদশ প্রকার অন্তর্জাত কীট বা কৃমি বাস করে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তু দেহাভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এক বা তদধিক জাতীয় কীটের অবস্থান আছে। অপরাপর প্রাণি অপেক্ষা ইহাদিগের জাতি সংখ্যা অধিক, সুতরাং ইহাদিগের আকৃতিরও বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন জাতি কোমল, স্বচ্ছ, শ্লেষ্মাপূর্ণ ত্বকের ন্যায়, কোন কোনটা ফিতার ন্যায় এই রূপ নানা প্রকার কৃমি নানা জাতীয় জন্তুর পাকাশয়, অন্ত্র, কণ্ঠনালী, পিত্তনালী এবং নেত্রমল মধ্যেও অবস্থিতি করে। মেষদিগের শরীরে দুই জাতির বাস আছে, এক জাতি মস্তিষ্কে, অপর, যকৃৎ

মধ্যে। মনুষ্যদেহে যে একজাতি অন্তর্জাত কৃমি আছে, তাহারা কখন কখন ১০। ১২ হস্ত দীর্ঘ হয়। তাহাদের মস্তকে চারিটী শোষক এবং দুই শ্রেণি বক্রাস্ত কন্টক আছে, ঐ কন্টক সুহকারে তাহারা ইচ্ছামতঃ দেহমধ্যে যে কোন স্থানে সংলগ্ন থাকিতে পারে। তাহাদিগের এ-কটী আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক লক্ষণ আছে, তাহাদি-গের শরীর যে সমস্ত গ্রন্থি দ্বারা বিরচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থিই পর্য্যায় ক্রমে রাশি রাশি ডিম্ব প্রসব করে। যে গ্রন্থি হইতে প্রথমতঃ ডিম্ব উদ্ভূত হয়, ডিম্ব পরিপক্ক হইলে তাহা শরীরের উপরার্দ্ধ হইতে স্বতন্ত্রিত হইয়া স্খলিত হয়। তদনন্তর উপরার্দ্ধের অধস্তন পর্ব্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দুইটী পর্ব্ব হয় এবং পুনর্ব্বার তাহার নিম্ন-তম গ্রন্থিটী পূর্ব্বমত দ্বিধা হয়। এই রূপ পৌনঃ-পুনিক বিয়োগ কার্য্যের পর অতি অল্প কাল মধ্যেই কীট স্বীয় পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হয়। আর এক প্রকার কৃমি আছে, তাহারা মানবদেহের অন্ত্র মধ্যে থাকে; কোন পণ্ডিত নির্ণয় করিয়াছেন যে তাহার স্ত্রীজাতি একেবারে ৬৪,০০০,০০০ ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ ডিম্ব কণা প্রসব করিয়া থাকে। পশু পক্ষী মৎস্য প্রভৃতি সকল জন্তুর অন্তর্মধ্যেই এই রূপ বহুপ্রসূ কীট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে ঐ সমস্ত কীট স্ব স্ব আশ্রয়ীভূত প্রাণি দেহের তন্ত্র হইতে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু উল্লিখিত উৎপত্তির নিয়ম আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ সমস্ত ভ্রম দূরীকৃত হই-য়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জন্তুর উৎপত্তির জন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তা কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। এই অন্তর্জাত কৃমি সমূহ দ্বারা ও জগদীশ্বর স্বীয় সৃষ্ট প্রাণি নিকরের শুভোদ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা দেহ মধ্যে বাস করত অস্বা-স্থ্যকর রসাদি শোষণ করিয়া হয় ত গুপ্ত চিকিৎ-সকের কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগের মুখস্থিত শোষক দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে রসাদি জলীয় পদার্থই তাহাদের আহার্য্য, অতএব আমা-দিগের পিত্তনালী, অন্ত্র, পাকাশয় প্রভৃতিতে বাস করত কটু-রস সকল বিনাশ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার যে আরও কত গূঢ় অভিপ্রায় আছে কে বলিতে পারে।

প্রাণিদ্রুম বা পুরুভুজ।

অংশুশিরাল প্রাণিদিগের তৃতীয় শ্রেণী পুরু-ভুজ। পূর্ব্বতন পণ্ডিত মণ্ডলির কেহ কেহ এই প্রাণিদিগকে উদ্ভিজ্জ, অপর সম্প্রদায় আংশিক প্রাণি ও আংশিক উদ্ভিদ্ জ্ঞান করেন, তন্নিবন্ধন তাহারা ইহাদিগকে "জুফাইট" অর্থাৎ "প্রাণিদ্রুম" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ১৭৫৪। ৫৫ খ্রিষ্টীয়াব্দে জান এলিস নামা জনৈক বিলাতীয় বণিক ইহাদিগের প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জন্তুত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্র ও এই নবাবিষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বণি-কের নিকট ঋণগ্রস্ত আছে।

অংশুশিরাল প্রাণিদিগের অংশু ধর্ম্মীর লক্ষণ এই জাতিতে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ে (স্বেদজ ও অণ্ডজ) সে রূপ দৃষ্ট হয় না। এতজ্জাতীয় জন্তুগণের মুখের চতুষ্পার্শ্বে অংশু রেখার ন্যায় অনেক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রা-কার বাহু আছে, তদ্দ্বারা জন্তুগণ খাদ্যাকর্ষণ এবং ইচ্ছামতঃ সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত করিয়া জল সন্তরণ করে। এই রূপ বহু সংখ্যক বাহু থাকায় প্রাণি-দিগকে অধুনাতন পণ্ডিতগণ "পুরুভুজ" নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুরুভুজদিগের আকার ভেদে পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে তিন জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—বহুশীর্ষ, তারক প্রবাল ও পদ্ম প্রবাল।

বহুশীর্ষ জাতি।

বহুশীর্ষগণ অনেকেই অলবণ জল-বাসী। তড়াগাদিতে তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন গুলি হরিদ্বর্ণ ও ক্ষুদ্র বাহু যুক্ত, কাহারও বাহু স্বীয় শরীরাপেক্ষা অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যখন ঐ উজ্জ্বল-হরিদ্বর্ণ পুরুভুজ কোন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে স্বীয় বাহুবদ্ধ করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থিতি করে তখন তাহাকে একটী সামান্য সর্ষপের ন্যায় বোধ হয়। পুরুভুজগণ জলৌকা প্রভৃতির ন্যায় শরীরের সঙ্কোচ বর্দ্ধন দ্বারা গতি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ইহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপে আহার অন্বেষণ করে, শরীরটীকে উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত করত, লাঙ্গুলকে উর্দ্ধদেশে এবং মস্তক জলের ভিতরে সংস্থাপিত করিয়া বাহু সকল মৎস্য ধারণ সূত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসারিত করে এবং কোন ভক্ষ্য বস্তু তাহাতে স্পর্শ হইবামাত্র ধৃত করত ভক্ষণ করে। ঐ বাহু সকলের আঘাত প্রদান করিবার শক্তি আছে, এই রূপে তাহারা আপনাপেক্ষা লঘুকায় প্রাণিদিগকে হত চেতন করিয়া আহার বৃত্তি অনুষ্ঠান করে। চক্রধারী-দিগের ন্যায় বহু শীর্ষ পুরুভুজের স্ত্রীজাতির গাত্রে ব্রণ উৎপত্তি হয়; সেই সকল ব্রণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া জন্তুরূপ ধারণ করে ও মাতৃ গাত্র হইতে বিযুক্ত হয়। কখন কখন ঐ প্রথম ব্রণজ জন্তু-গণ মাতৃ দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহাদি-গের গাত্রেও পূর্ব্বমত ব্রণ সঞ্চার হয় এবং এই দ্বিতীয় ব্রণজাতি শাবকগণ স্খলিত হইবার পূর্ব্বে

তাহাদের গায়েও ব্রণোদয় হইয়া থাকে " এই রূপ তিন চারি পুরুষ একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে।" যেমন বৃক্ষ শাখায় কতক গুলি আপাত-মুকুলিত, কতক অপুষ্ট, কতক সুপুষ্ট, কতক পরিপক্ব কতক বা পতনোন্মুখ ফল নিরীক্ষিত হয়, পুরুভুজদিগের গাত্রেও সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ শাবক বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

জিনিভা নিবাসী ট্রেম্‌ব্লি নামক জনৈক পদার্থবিৎপণ্ডিত বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীতে পুরুভুজদিগের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব প্রচারিত করেন তন্মধ্যে তদাবিষ্কৃত এরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় আলিখিত ছিল যে অপরাপর পদার্থ বেত্তারা প্রথমতঃ তাহা অসঙ্গত বোধে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে একটি পুরুভুজকে দ্বিখণ্ডিত করিলে প্রত্যেক খণ্ডই এক একটি স্বতন্ত্র পুরুভুজ হয়, এমন কি তাহাকে চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত করিলে চল্লিশটী পুরুভুজ উৎপন্ন হয়। অপিচ একটি পুরুভুজকে লইয়া সাবধানতার সহিত অপর একটির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে উভয়ে মিলিয়া একটি পুরুভুজ হয় এবং আর সকল অঙ্গই একীভূত হইয়া যায় কেবল মুখ পার্শ্বস্থ বহু সংখ্যার আধিক্য মাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের আরও একটি অত্যদ্ভুত আকৃতি পরিবর্ত্তনের বিষয় বিকাশিত হইয়াছে; তাহা এই, তাহাদিগের শরীরকে চরণাবরণের ন্যায় যদি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলা যায়; অর্থাৎ অন্তর্ভাগ বহিস্থ ও বহির্ভাগ অন্তঃস্থ করা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগের জীবনের সমুদায় কার্য্য পূর্ব্বমত সুসম্পন্ন হইতে থাকে—কোন অনিষ্টই হয় না। কিন্তু এই অদ্ভুত জন্তুদিগের উপন্যাস-প্রায় ইতিবৃত্ত এখনও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই; পাঠকগুলির সম্মুখে আর একটি ঔপন্যাসিক সত্য বিন্যস্ত করা যাইতেছে অবগত্যনন্তর সেই বিশ্ব রচয়িতার অপার কৌশল চিন্তনে ও গুণের কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন। একদা দুইটি পুরুভুজ একটা কীটাণুকে ভোজনার্থ ধরিয়াছিল, উভয়েই বুভুক্ষা জন্য ঐ কীটকে পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছু হওয়ায় সবল পুরুভুজটি ঐ ভক্ষ্যকীট এবং দুর্ব্বল পুরুভুজ তদুভয়কেই গ্রাস করিল। অধুনা কাহার না বিশ্বাস হইতে পারে যে ঐ উদরস্থ পুরুভুজের মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্বকার্য্য আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য, কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই জঠর গত পুরুভুজ যেন সমর পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া তদ্বিজেতার জঠররূপ রণক্ষেত্র হইতে বিমর্ষচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল!।

যে সমস্ত বহু শীর্ষ পুরুভুজদিগের বিবরণ আলিখিত হইল, তাহারা গ্রীষ্মকালে পল্বল তড়াগাদি প্রবাহ শূন্য জলে বাস করে, তাহাদিগের গাত্রে কোন কঠিন আবরণ নাই। এই বিষয়েই তাহারা পশ্চাল্লিখিত দুই জাতি বহু শীর্ষ হইতে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তদুভয় জাতিই সামুদ্রিক এবং ছদ বিশিষ্ট।

উল্লিখিত দুই জাতি সামুদ্রিক পুরুভুজের একটির নাম "বহু ছদী।" কতিপয় নলাকার ছদ একত্রিত বা গুচ্ছ বদ্ধ হইয়া এই পুরুভুজজাতিদিগের শরীর গঠিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে বহু ছদী বলা হইল। ঐ ছদের উপরে একটি একটি কুসুমাকার রক্তবর্ণ মস্তক আছে এবং ঐ মস্তক বহু ছদী ইচ্ছা করিলেও ছদ মধ্যে লুক্কায়িত করিতে পারে না। এই সমস্ত জীবিত কুসুমাবলি এমনি সৌন্দর্য্য গুণান্বিত যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত কেবল প্রস্তাবে দর্শন করিলে তাহাদিগের সুচারু মাধুরী অনুধাবন করা সুকঠিন। কুসুম বৃক্ষ হইতে পুষ্প সকল যেমন স্খলিত হইতে দেখা যায়, এই সকল শীর্ষ কুসুম ও সেই রূপ। একটি বহু ছদীকে কোন জল পাত্রে রাখিয়া জল পরিবর্ত্ত না করিলে দুই দিবস অতীত না হইতেই তাহার মস্তকগুলি স্খলিত হয়, পুনর্ব্বার বারি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই নব মস্তক রাজি উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে; এই রূপে এক জলে দুই তিন দিবস রাখিলেই তাহাদের মস্তক খসিয়া যায় এবং জল পরিবর্ত্তন করিলেই নূতন মস্তক উদ্ভিন্ন হয়, কিন্তু প্রথম মস্তকাপেক্ষা এই নবোদ্ভিন্ন মস্তক সমুহে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক বাহু সংলগ্ন থাকে। ইহারা ব্রণজ। শাবকগণ পক্ষ্মবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুভুজদিগের ন্যায় উক্ত শাবকগণ স্ব স্ব পক্ষ্মাবলি খাদ্যাকর্ষণ কার্য্যে ব্যবহৃত না করিয়া তৎসাহায্যে গতি সাধন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বিশ্বপতির কি অচিন্ত্য কৌশলই বিদ্যমান হইতেছে। শাবকগণ জন্ম গ্রহণ করিবার পর যদি ঐ রূপ স্থানান্তরে গমন না করিত তাহা হইলে এক স্থানে প্রাণির আধিক্য বশতঃ প্রচুর আহারের অসদ্ভাব প্রযুক্ত সকলেই প্রাণত্যাগ করিত।

অনুষ্ঠান।

মাতার চতুর্থ শ্রাদ্ধে কন্যার প্রার্থনা।

হে বিশ্ব-জননি অখিল মাতা! তিন রাত্রি গত হইল আমার মাতা তোমার মঙ্গল-ইচ্ছায় এ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তুমি যেমন তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা শান্তি

করিলে, সেই রূপ সেখানে তাঁহাকে আপনার অভিমুখে আনিয়া সংসারের পাপ তাপ হইতে নিস্তার কর। তাঁহাকে সত্য-জ্যোতিতে ও মঙ্গলভাবে ভূষিত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রসাদে তোমার আশ্রয়ে তাঁহার আত্মা যেন অনন্ত কাল উন্নতি লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—০—

নূতন গ্রন্থ।

স্তুতিমালা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা। —এই দুই খানি সুন্দর গ্রন্থ আমাদিগের কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্তুতিমালায় শতাধিক স্তোত্র এবং প্রার্থনা অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মনুষ্যের বিভিন্ন মানসিক এবং সাংসারিক অবস্থায় সম্পদে বিপদে যে প্রকার প্রার্থনা স্বভাবতঃ সাধু ব্যক্তির মনোমধ্যে উদয় হয় এবং সেই সকল অবস্থায় যে প্রকার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, তাহা এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক একটি স্তোত্র সুন্দর সাধুভাবে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল গভীর সত্যে অলঙ্কৃত এবং স্থানে স্থানে কবিত্ব রসে সিঞ্চিত। সংসারের অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে যাঁহাদের আত্মা নীরস হইয়া ধর্ম্মের উন্নত ভাব বিহীন হইয়াছে, তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে সেই সকল সদ্ভাব পুনরায় আকর্ষণ করিতে পারিবেন। যাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাঁহারাও সেই ভাবের উন্নতির কল্পে এই পুস্তকে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। অপর ধর্ম্ম পরায়ণা স্ত্রীদিগের উপযোগী অনেকগুলি উৎকৃষ্ট স্তোত্রও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব স্তুতিমালা যে সকল ব্রাহ্মের নিকট থাকা কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। এবং যাহাতে এই গ্রন্থ অন্তঃপুর মধ্যেও প্রচার হয় তাহারও জন্য ব্রাহ্মগণের বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম চর্চ্চা নামক গ্রন্থে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কতিপয় সদুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুত্রের প্রতি পিতা মাতার উপদেশ, পত্নীর প্রতি স্বামীর উপদেশ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠের উপদেশ, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর উপদেশ, শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ ইত্যাদি নানাবিধ সুন্দর এবং হৃদয় বিদ্ধকর উপদেশ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রহস্য সন্দর্ভ। এই নামে এক খানি নূতন সাময়িক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা বিবিধার্থ সংগ্রহের অনুকরণে প্রকাশিত হইয়াছে।

পদ্য পাঠ। শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বালকদিগের পাঠোপযোগী নীতি গর্ভ অথচ আনন্দ জনক পদ্য গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল কিন্তু এই পুস্তকের দ্বারা সেই অভাব অনেক অংশে মোচন হইবেক। ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ আছে তাহা অতি সুন্দর ভাষায় রচিত ও সুনীতি পূর্ণ এবং বালকদিগের পাঠোপযোগী।

চারু প্রবন্ধ। এই ক্ষুদ্র পুস্তক বালকদিগের পাঠার্থ গদ্যে রচিত হইয়াছে।

পুস্তক বিক্রয়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	৭৮৯।✓১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৬৫ ✓১৫
	১২৫৪।।✓৫
ব্যয়	৭৮৩।✓১০
সম্পাদকের হস্তে	৪৭১।✓১৫

এতদ্ভিন্ন

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	৫৬৬✓৫
কোং কাগজ	৫০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" জয়গোপাল সেন ও	
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৪০✓১০
" শিবচন্দ্র দেব	১২
" ঠাকুরদাস সেন	৮
" উমাচরণ গুপ্ত	৪
" ব্রহ্মমোহন মল্লিক	২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২
" রসন্তকুমার দত্ত	২
" গোপালচন্দ্র মিত্র	২
" যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	২
" হরগোপাল সরকার	২
" হেমচন্দ্র ঘোষ	২
" মিহিরচন্দ্র মিত্র	২।০
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	১
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ..	১
" অঘোরনাথ গুপ্ত	১
" রাধানাথ দত্ত	১
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
" দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১
" রাখালচন্দ্র রায়	১
" রাখালরাজ রায়	১
" প্রসন্নকুমার ঘোষ	১
" বল্লভীকান্ত ভট্টাচার্য্য ..	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" জগদানন্দ সেন	১
" রামকুমার গুঁই	।।০
	১২৪✓১০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত কালীদাস শান্যাল	২৫
" রাণী স্বর্ণময়ী	১২
" জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ..	১২
" অভয়াচরণ গুহ	৫
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" সাগরলাল দত্ত	৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
	৬৫

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
" নরনারায়ণ পাহাড়ি	১
" কীশোরলাল ঘোষ	।✓০
	১৩।✓

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
" অক্ষয়কুমার মজুমদার	২০
" কাদপুরস্থ মল্লিক পরিবার হইতে প্রাপ্ত	১
	৪১

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারার্থ দান।

শ্রীযুক্ত দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ..	২
দানাধারে দান	৪৬✓৫
	২৫১✓১৫

☞এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।✓০ ছয় আনা মাত্র। ১ বৈশাখ সোমবার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।
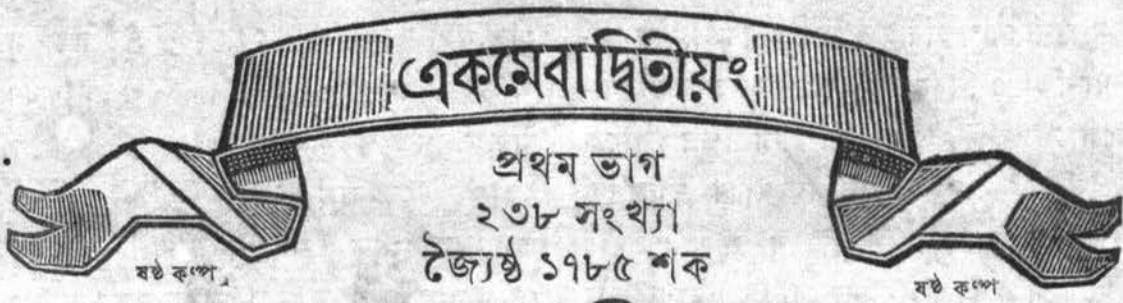
ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মত বিষয়ক স্বাধীনতা।

জনসমাজে ধর্ম্ম শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র এবং অপরাপর জ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র সংক্রান্ত যে কত প্রকার বিচিত্র ও অনেক স্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচার হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বাস্তবিক দেশ,কাল এবং সামাজিক ও মানসিক অবস্থা ভেদে মনুষ্যের জ্ঞান বিষয়ে যে কি প্রকার প্রভেদ ও বৈচিত্র্য উপস্থিত হইয়া থাকে,তাহা এইরূপ মত ভেদ হইতেই সপ্রমাণ হয়। এক দেশে যাহা পরম সত্য বলিয়া জন সাধারণে মান্য ও শিরো-ধার্য্য করিতেছে, অপর এক জনপদে তাহাকেই আবার মিথ্যা ও অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া ঘৃণা ও পরিত্যাগ করিতেছে। যে মত এক সময়ে আবাল বৃদ্ধ সকলেই অতি যত্নের সহিত ধারণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, কিছু কাল পরে তাহাই পুরাতন পরিচ্ছদের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া আর এক নূতন মতের উদ্ভাবন হইয়াছে। অনেকে জন সমাজের এই রূপ অতি গুরুতর বিষয়েও মত ভেদ ও নিয়ত মত পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিয়া আপাতত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে মনুষ্যের জ্ঞান কেবল ভ্রম মাত্র, সত্যাসত্যের নির্ণয় মনুষ্যের অসাধ্য, ইহ লোকে সকলই অনিশ্চিত, এবং এই প্রকার চিন্তা হইতেই ক্রমে লোকে সর্ব্ব সংশয় এবং নাস্তিকতার বিষম চক্রে পতিত হয়। অপর অনেক সদাশয় আস্তিক ব্যক্তিগণ মত ভেদ জন সমাজের নিতান্ত অমঙ্গলকর বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐকমত্য স্থাপনার্থ নূতন মত প্রচারের প্রতি বিষদৃষ্টি পাত করিয়া থাকেন, এবং যে উপায়ে সেই আধুনিক মতের উৎসেদ হয় তাহারই জন্য একান্ত যত্নশীল হন, এবং এই রূপ উৎসাহে মত্ত হইয়া নূতন মত প্রচারকদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য তাড়না করিতে ত্রুটি করেন না। এই শেষোক্ত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রায় সকল অসভ্য দেশ এবং একাধিপত্য রাজ্যে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত ও ব্যবহারই ভ্রম সঙ্কুল। যে ব্যক্তি প্রকৃত পণ্ডিত তিনি এই মত ভেদ ও বিশ্বাসের বিসম্বাদ হইতেই জন সমাজের উন্নতি, সত্যের আবিষ্কার ও সত্য প্রচারের

মুল দেখিতে পান। বাস্তবিক আমরা যখন মনুষ্যের স্বভাবত বুদ্ধির ক্ষীণতা, অদুরদর্শিতা ও নিরপেক্ষ ভাবের স্বল্পতা আলোচনা করি, তখন যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই বিষয়ে বিভিন্ন মত ধারণ করিবেক ও বিভিন্ন প্রকারে তাহার যে পরিচয় প্রদান করিবেক তাহা বিচিত্র বোধ হয় না। কিন্তু কোন বিষয়ে মতের বিভিন্নতা থাকিলে যে তৎ সমুদয় মতই অমুলক ও কাম্পনিক ইহা বিবেচনা করা কেবল স্বল্পবুদ্ধির কার্য্য। বরং ইহাই সামান্যত দেখা যায় যে পরস্পর বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত সমূহেও সত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে নিহিত থাকে। এবং অনেক স্থলে সেই সমুদায় মতের সংকলন ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর তুলনা সংস্থাপন দ্বারাই সমগ্র সত্যকে অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাস্তবিক উপন্যাস পুস্তকে আমরা যে হস্তি ও অন্ধ ভ্রাতৃবর্গের কথা পাঠ করিয়াছি, তাহা মনুষ্য বর্গের মত ভেদের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। উক্ত ভ্রাতৃবর্গ যে রূপ হস্তির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পরে কেবল তত্তদঙ্গকেই হস্তী বলিয়া বিতণ্ডা উত্থাপন করিয়াছিল, সেই প্রকারে আমরাও কেবল সত্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দর্শন করিয়া তাহাকেই সমুদায় সত্য বলিয়া মহা তর্কবিতর্ক উপস্থিত করিয়া থাকি। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই সমুদায় বিভিন্ন ও আপাতত বিরুদ্ধ মতকে একত্র সংকলন ও তুলনা দ্বারা প্রকৃত সত্যের অন্বেষণ প্রাপ্ত হন। জন সমাজে জ্ঞান কি ধর্ম্ম বিষয়ক এমত কোন মত দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা দুরস্থ রূপেও কোন না কোন সত্যের উপর সংস্থাপিত হয় নাই। মনুষ্য যে ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞাতসারে একটি অমুলক ও কাম্পনিক মত রচনা করিবে, এবং তাহারই প্রচারে যত্নশীল হইবে ইহা কখন সম্ভব নহে, ইহা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। সত্যের প্রতি আত্মার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, নিতান্ত অনৃতাচারী ব্যক্তিও যখন, লোভে উত্তেজিত বা ভয়ে কুণ্ঠিত না হয়, তখন তাহাকে কদাপি মিথ্যা কহিতে দেখা যায় না। আমরা কেবল নানা ভ্রম ও প্রমাদ বশতঃ প্রকৃত সত্য সহজে সম্পূর্ণ রূপে নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু যাহা এক ব্যক্তির আয়াসে সুসিদ্ধ হয় না, তাহা অনেকের স্বতন্ত্র উদ্যোগ ও চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল মত উদ্ভাবন করে, তৎ সমুদায় একত্রীকৃত করিয়া তাহাদের পরস্পর প্রভেদের কারণ স্থির চিত্তে নির্ণয় করিলেই অনেক স্থলে সত্য নিরূপণ করা যায়। জগতে যে রূপ নানা প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনার পরীক্ষা দ্বারা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, সেই রূপ নানাবিধ মতের পরীক্ষা ও সমালোচনা দ্বারাই আমাদের ভ্রম সংশোধন করা ও প্রকৃত সত্যকে অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন কবিগণ সত্যের পবিত্র মন্দির উচ্চতর গিরিশিখরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সোপান পরম্পরা দ্বারাই উত্তীর্ণ হওয়া যায়; অনেক সত্য আছে যাহা এক্ষণে দশম বর্ষীয় বালকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়, যাহার প্রতি কাহারও সন্দেহের লেশ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সেই সকল সত্যের বিষয় লইয়া পূর্ব্ব কালে যে কত প্রকার মত ভেদ হইয়া গিয়াছে, কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম বিফল হইয়াছে, কত অসংখ্য তর্কবিতর্ক উত্থিত হইয়াছে, কত রক্ত-পাত ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা এক বার

ভাবিতে গেলে বিস্ময় চিত্ত হইতে হয়। বাস্তবিক এই প্রকার বিবাদ বিতণ্ডা তর্ক বিতর্ক দ্বারাই মনুষ্যের মনশ্চক্ষু পরিষ্কৃত হইয়া আইসে এবং সত্যের বিমল জ্যোতি প্রতিভাত হয়; অমৃত উত্তোলন করিতে হইলে সাগর মন্থন করিতে হয়, সত্যের অন্বেষণ করিতে হইলে বিরুদ্ধ মত সকলেরও পরস্পর সংঘট্টন আবশ্যক। বিভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র রূপে বিভিন্ন বিষয়ের অন্বেষণ করিয়া স্ব স্ব মত প্রচার করা জন-সমাজের একটি বিশেষ উন্নতির চিহ্ন এবং সত্য নিরূপণের পক্ষেও সম্পূর্ণ অনুকূল। এই প্রকার স্বাধীন আলোচনা কেবল সুসভ্য জনপদেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্যতার মঞ্চে কিছু দূর উত্থিত না হইলে এ প্রকার মত বিষয়ক স্বাধীনতা হওয়া সম্ভব নহে এবং হইলে বরং অপকার জনক হইয়া উঠে। মনুষ্যের ন্যায় জন-সমাজেরও একটি শৈশবাবস্থা আছে, তখন তাহার রক্ষা ও উন্নতির নিমিত্ত কোন জ্ঞানবান্ শাসন কর্ত্তার সম্পূর্ণ শাসন ও মতানুযায়ী থাকা আবশ্যক, কিন্তু কাল ক্রমে সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বাধীন ভাব উৎপন্ন হয়, লোকে স্বাধীন রূপে বিভিন্ন বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করে বিভিন্ন মত প্রচার করে। কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রকার স্বাধীনতা নিতান্ত ভ্রম বশতঃ অনর্থের ও বিসম্বাদের মূল বিবেচনায় নিবারিত ও অপ্রচলিত হইয়াছে; এই রূপ প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে মত বিষয়ক স্বাধীনতা লইয়া অনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। চিন্তা ও আলোচনা অত্যল্প লোকেই করিয়া থাকে, যাহা প্রচলিত তাহাই লোকে স্বভাবত এবং অভ্যাস বশতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই রূপে প্রচলিত ভ্রম সকল বদ্ধ মূল হয় এবং যে ব্যক্তি সেই ভ্রমের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করেন, তিনি কেবল জন-সাধারণের সহিত আপনার শত্রুতা সংস্থাপন করেন। নূতন মত প্রচারক হইলে যে কি প্রকার তাড়না সহ্য করিতে হইত, রাজ দ্বারে কি প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইত, তাহা সকল দেশের পূর্ব্বতন ইতিহাসেই বিশেষ রূপে সপ্রমাণ হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর প্রকৃত মঙ্গলোদ্দেশী কত ব্যক্তির মঙ্গল চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, কত অসামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি প্রচলিত ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া জন সাধারণের শত্রুতায় পতিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। কত অমূল্য সত্য প্রচারের ব্যাঘাত হইয়াছে! যাঁহারা সক্রেটিসের প্রাণ দণ্ডের বৃত্তান্ত জানেন, যাঁহারা চির স্মরণীয় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকের ভয়ানক মৃত্যু যন্ত্রণার কথা পাঠ করিয়াছেন এবং গালিলিয়ের কারারুদ্ধ হইবার কারণ অবগত আছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন মত বিষয়ক স্বাধীনতা না থাকিলে জন-সমাজের কত দূর অমঙ্গল ও হানি হইতে পারে, জ্ঞান ও সত্য প্রচারের কত দূর ব্যাঘাত হইতে পারে।

অপর আমাদের দেশের সামাজিক ও মানসিক দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার একটি মূল কারণ এই প্রকার মানসিক স্বাধীনতা ভাবের অভাব হইতেই নিরাকরণ করা যায়। আমাদের যে হিন্দু শাস্ত্র আছে, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তাহার বিপরীত কোন কথা কহিবার উপায় নাই। পূর্ব্ব কালে যিনি শাস্ত্রের অমান্য ও তাহার বিপরীত কোন মত ধারণ করিতেন তাহার রাজ দ্বারে ভয়ানক শাস্তি হইত, সুতরাং কোন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলে তাহা যদি শাস্ত্রের বিপরীত হ-

ইত তাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইত। যদি ভুগোল বা জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ কোন সত্য কেহ প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইত তবে তাহা প্রচার করা কাহারও সাধ্য ছিলনা। এইরূপে নূতন মত প্রচার, নূতন বিষয়ের অনুসন্ধান, নূতন সত্যের উদ্‌ভাবন একে বারে শত শত বৎসরাধিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে চিন্তার স্রোত একেবারে মন্দীভুত হইয়াছে এবং উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; জন-সমাজ এক ভাবে একই পদ্ধতিতে নির্জীব প্রায় চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুস্থানের ন্যায় চীন দেশও এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। এই দুই জন-পদের সামাজিক অবস্থা অতি প্রাচীন কালাবধি একই প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে রহিয়াছে, পরিবর্ত্তনের নাম মাত্র নাই, উন্নতির কোন চিহ্ন নাই। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রণালীতে লোকে চিন্তা করিত, যে মত অবলম্বন করিয়াছিল, যে রীতি অনুযায়ী চলিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে ও সেই মতে চলিতেছে, সেই মতে চিন্তা করিতেছে, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছে; দুই শত বৎসর অগ্রে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রকার ভাব যে প্রকার তর্ক প্রচলিত ছিল, তাহাই পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই রূপ জ্ঞান ও ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও আলোচনা স্ফূর্ত্তি না পাইয়া ক্রমশই হ্রাস হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ক্রমশ দুরবস্থারই বৃদ্ধি হইতেছে। সত্য অনুসন্ধান বিষয়ে স্বাধীনতা উন্নতির একটি প্রথম লক্ষণ, মতবিষয়ক স্বাধীনতা উন্নতির চিহ্ন; যেখানে সেই স্বাধীনতা নাই সেখানে উন্নতি নাই, সেখানে মনুষ্যত্ব নাই, সেখানে সত্য প্রচারের পক্ষে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত প্রথার অনুশাসন এবং মত বিষয়ক স্বাধীনতা এই দুয়ের পরস্পর বিরোধ সকল সুসভ্য দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। জন-সমাজের প্রাচীন অবস্থায় প্রচলিত প্রথার বন্ধন অতিশয় সুদৃঢ় দুর্লঙ্ঘনীয় থাকে, তখন শাসন কর্ত্তারাও তাহার রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এবং তাহারা নূতন মত কি কোন নূতন প্রথার কথা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু ক্রমে জ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জন সাধারণের মানসিক উন্নতি যতই হইতে থাকে ততই আলোচনা, চিন্তা ও তর্কের উদ্‌ভাবন হয়, যে সকল বিষয়কে পিতৃ-পিতামহের পালিত বলিয়া সকলে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিত তাহার সত্যাসত্যের বিচার আরম্ভ হয়, লোকে স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস ভুমি নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, নূতন সত্য নূতন মত ব্যক্ত করিতে সাহস করে। এই রূপে জন-সমাজ জ্ঞান ও সভ্যতায় যতই উন্নত হইতে থাকে ততই স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন তর্ক, স্বাধীন মতেরও বৃদ্ধি হয়।

আমাদের দেশে এ ক্ষণে বোধ হয়, সে সময় গত হইয়াছে। যখন একটি সামান্য মত বিরোধের নিমিত্ত লোকে রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইত, যখন শাস্ত্রের বিপরীত কোন বাক্য প্রকাশ করিলে পতিত হইত, যখন কেহ প্রচলিত প্রথার বিপরীত পথে পদার্পণ করিতে প্রাণান্তেও সাহস করিত না। এ ক্ষণে দিন দিন বিদ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান বিষয়ে সকলেরই একটি আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক স্বাধীনতা মত বিষয়ক স্বাধীনতা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে, এক্ষণে ধর্ম্ম বিষয়ে বা জ্ঞান বিষয়ে অনেকেই নিঃশঙ্ক চিত্তে স্ব স্ব আন্তরিক মত ব্যক্ত করিতেছেন। ইহা একটি উন্নতির বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবেক।

কিন্তু যদিও এক্ষণে সামান্যত সকলে মত-বিষয়ক স্বাধীনতার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি অনেকের এমত ভ্রম আছে যে এ প্রকার স্বাধীনতা গুরুতর সত্যের সম্বন্ধে—প্রকৃত ধর্ম্মের সম্বন্ধে কদাপি প্রচলিত করা যাইতে পারে না। অদ্যাপি অনেক সুসভ্য দেশে এই প্রকার ভ্রম বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যাপি ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত-ভেদের জন্য লোকে রাজ দ্বারে দণ্ডিত হয়। (১)

কিন্তু যে দেশ সভ্যতা ও জ্ঞানেতে উন্নত হইয়াছে, তাহাতে এ প্রকার মতের স্বাধীনতা রহিত করা নিতান্ত গর্হিত ও বিস্তর অনর্থের মূল। বাস্তবিক রাজার এ প্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করা কদাপি ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। যদি সমুদায় লোক এক মতাক্রান্ত হয় আর এক ব্যক্তি কেবল তদ্বিপরীত মত অবলম্বন করেন তথাপি সেই ব্যক্তিকে স্বীয় মত প্রকাশে নিরস্ত করিবার অধিকার কাহারও হইতে পারে না এবং এই রূপে তাহাকে নিস্তব্ধ করিলে কেবল সত্যেরই হানি হয়। কারণ প্রথমতঃ যদি সেই মত সত্য হয় তবে তাহা পরিত্যাগে সত্যকেও পরিহার করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ যদি তাহা অমূলক হয়, তবে তাহার প্রচারে সত্যের প্রকৃত পরীক্ষা হইতে পারে, তাহার সহিত তুলনা দ্বারা সত্যকে উজ্জ্বলতর রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। যে স্থলে কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আমাদের জ্ঞান গোচর হয় তখন স্বভাবতই তাহাদের সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং এই রূপে যে মতটি প্রকৃত সত্য তাহা অবধারিত হয়, তাহা স্পষ্টতর রূপে বুঝা যায় এবং তাহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

লোকে কোন বিপরীত মত শুনিলে আপাতত তাহাকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করে, কিন্তু মিথ্যা হউক বা সত্যই হউক কোন্ মতকে প্রকৃত পরীক্ষা ব্যতীত নিরস্ত করা কেবল আপনাকে অভ্রান্ত মনে করা মাত্র। অনেকের কোন একটি মত-বিষয়ে নিশ্চয় বোধ থাকিতে পারে, যে তাহা অমূলক, কিন্তু অপরের নিমিত্ত তাঁহারা তদ্বিষয়ের কদাপি মীমাংসা করিতে পারেন না।

বাস্তবিক মনুষ্য যে ভ্রম প্রমাদের বশীভূত তাহা সকলেই যদিও মৌখিক স্বীকার করিয়া থাকেন তথাপি অনেকে স্ব স্ব মত বিষয়ে অভ্রান্তের ন্যায় নিশ্চিত রূপে কথা কহিয়া থাকেন। অপর অনেকে যদিও আপনাদের বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন না, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের বিশ্বাসের অনুযায়ী বলিয়া আপনাদের মতকে সুনিশ্চিত জ্ঞান করেন। এ স্থলে সাধারণ শব্দে কেবল তাঁহারা স্বীয় দেশ, জাতি, বা সম্প্রদায়, অথবা স্বীয় মতাক্রান্ত ব্যক্তি দিগকেই বোধ করেন; কিন্তু তাঁহারা এক বার আলোচনা করেন না, যে অপরাপর কত দেশ, কত জাতি, কত সম্প্রদায় বিপরীত মত সকল সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রচার করিতেছে। অতএব দৈবাধীন কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া

---

(১) ইঙ্গলণ্ডের অন্তঃপাতি করণওয়াল প্রদেশে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে টামস পুলি নামক এক জন ভদ্র সন্তান খৃষ্ট ধর্ম্মের নিন্দা সূচক কোন কথা কহিয়াছিল এবং তাহা একটি বাটির প্রবেশ দ্বারে লিখিয়া দিয়াছিল. এই অপরাধে তাহাকে তথাকার বিচারপতি ২১ মাস কারা রুদ্ধ থাকিবার দণ্ড প্রদান করেন। পরে কিছু কাল রুদ্ধ থাকিয়া সে ব্যক্তি রাজ সন্নিধানে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। সেই বৎসরেই জি, জে. হোলিওক এবং এডওয়ার্ড ট্রুলব নামক দুই ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস নাই বলাতে জুরি শ্রেণী হইতে অপমানিত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিল। অপর আর এক বিদেশীয় ব্যক্তির অভিযোগ উক্ত কারণে অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

তাহারই মত সাধারণ মত জ্ঞানে অভ্রান্ত বিবেচনা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য নহে। যে কারণে এক জন লণ্ডন নগরবাসী ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, সেই কারণেই চীন দেশে থাকিলে তাহাকে বৌদ্ধ বা কানফুস্ ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হইত এবং ভারত বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু হইতে হইত, অতএব কোন দেশের বা কোন সম্প্রদায়ের সাধারণ মত বলিয়া তাহাকে অভ্রান্ত মনে করা বৃথা। বরং ইতিহাসে দেখা যায় যে পূর্ব্ব কালের প্রকৃত জ্ঞানী ও সুধীগণ সাধারণ ও প্রচলিত মতের প্রতিকূলেই দণ্ডায়মান হইতেন। প্রতি জনের পক্ষে যে প্রকার ভ্রম ও প্রমাদ হইবার সম্ভাবনা, সাধারণেরও সেই ভ্রম হইতে পারে।

কিন্তু কেহ কেহ ইহা বলিতে পারেন যে সত্য প্রচার করা যেমন মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই রূপ মিথ্যা ও কাল্পনিক মতের উৎসেদ করাও উচিত। যখন নিশ্চয় বোধ হইল যে এইটি সত্য এবং ইহার বিপরীত যাহা তাহা মিথ্যা ও অনিষ্টকর, তখন সেই বিপরীত মতের প্রচার কি রূপে সহ্য করা যাইতে পারে। অসৎ লোকের চেষ্টাতে যদি নাস্তিকতা ও অপরাপর অনিষ্টকর মত জন-সমাজে প্রচলিত হইয়া সকলকে কুপথে লইয়া যায় এবং সুতরাং তদ্দ্বারা অমঙ্গল উৎপন্ন হয়,তবে কি সে অমঙ্গলের স্রোতকে রুদ্ধ করা আবশ্যক নহে। যদি কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধর্ম্ম কোন দেশে প্রবল হইয়া লোককে সত্যের পথ ও মুক্তির উপায় হইতে বিমুখ রাখে, তবে তাহারদের সেই সকল কুসংস্কার যে রূপে হউক দূর করা কি কর্ত্তব্য নহে ? (২)।

কিন্তু যাঁহারা এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারা মত-বিষয়ক সত্যাসত্য গ্রহণে একটি সুন্দর প্রভেদ দেখিতে পান না। কোন মত বহুকালাবধি বিতর্কিত হইয়া অথবা তদ্বিষয়ে তর্ক করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ থাকিতেও তাহা কেহ অপ্রমাণ করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ; আর তাহাকে সত্য রূপে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে কোন সংশয় কি তর্ক উত্থাপন করিতে না দেওয়া এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কোন মত স্বাধীন রূপে বিতর্কিত হইতে না দিলে কদাপি তাহার সত্যতার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না; জন সমাজে কত কাল্পনিক মত প্রকৃত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কত লোকে তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে, কত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ও তাহার প্রতিপোষক হইয়াছেন, কিন্তু

---

(২) মহম্মদের অনুচরগণ এই প্রকার বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই এক হস্তে কোরাণ অপর হস্তে অসি লইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিও এই প্রকারে হিন্দুস্থানে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। গত ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ বিদ্রোহের সময় বিলাতের অনেক পাদ্রি উক্ত প্রকারে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার জন্য রাজ পুরুষদিগকে সম্মত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধান ধর্ম্ম প্রচারকগণ এ প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে সমুদায় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে বাইবেল পাঠ হওয়া আবশ্যক এবং খৃষ্টীয়ান না হইলে কাহারও গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাওয়া উচিত নয়। অপর ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ১২ নবেম্বর তারিখে ইঙ্গলণ্ডের কোন রাজ মন্ত্রী স্বীয় বক্তৃতায় কহিয়াছিলেন যে "ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রচলিত রাখিলে ব্রিটিস রাজ্য তথায় কদাপি বদ্ধমূল হইবেক না, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হইবেক না। মত বিষয়ক স্বাধীনতা আমাদের একটি অমূল্য অধিকার বটে, কিন্তু যে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ অনেকে বিকৃত করিয়াছে, আমার মতে সে স্বাধীনতা কেবল বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টীয়ানদিগেরই সম্বন্ধে, যাহারা একই ভূমিতে আপনাদের উপাসনা পদ্ধতি স্থাপন করে, যাহারা একই গুরু ও ত্রাণকর্ত্তার অর্চ্চনা করে।" যখন এক জন প্রধান রাজ মন্ত্রীকে এ প্রকারে খৃষ্টীয়ান ভিন্ন অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত বিষয়ক স্বাধীনতা রহিত করিবার প্রস্তাব প্রকাশ্যে অদ্যাপি করিতে দেখা যায়, তখন যে সে স্বাধীনতা এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

কাল ক্রমে তদ্বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান, আলোচনা এবং তর্ক দ্বারা কোন না কোন জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি তাহার অমূলকত্ব ও অসত্যতা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া লোকের ভ্রম দূর করিয়াছেন। তর্কের দ্বারা সত্যের কদাপি হানি হইতে পারে না, বরং মনুষ্যের কল্পনা দ্বারা যে সকল অমূলক ভাব তাহার সহিত সংমিলিত হয়, তাহাই ক্রমে পরিত্যক্ত হইতে পারে। স্বর্ণ কখন অগ্নি পরীক্ষাতে নষ্ট হয় না বরং নির্ম্মল হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন যে যদিও স্বাধীন রূপে সকল বিষয়ের তর্ক করা উত্তম বটে কিন্তু অপরাপর নিয়মের ন্যায় এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অপরাপর বৈষয়িক শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক এবং স্বাধীন রূপে মত প্রচার নিতান্ত আবশ্যক এবং সত্য নির্ণয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অধিক তর্ক কেবল অনর্থ ও নাস্তিকতার মূল হইয়া উঠে। ধর্ম্মের যে সকল নিগূঢ় সত্য, যাহাতে স্থায়ী ও সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা তর্ক তরঙ্গে নিক্ষেপ করা কদাপি সদ্বিবেচনার কর্ম্ম হইতে পারে না। এসকল সত্য বিষয়ে যদি তর্ক ও মত ভেদ উত্থাপন করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে নাস্তিক ও কুতার্কিকগণ অনায়াসে অল্প বুদ্ধি অজ্ঞ লোকের মনে ধর্ম্মের প্রতি সংশয় উৎপন্ন করিয়া তাহাদের চির সেবিত বিশ্বাস সকল বিপর্য্যস্ত করিয়াদিবেক। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ক নিগূঢ় সত্য সম্বন্ধে যদি সকল তর্ক নিবারণ করা বিধেয় হয়, তবে এ বিধি সকল দেশ সকল ধর্ম্মের প্রতিই সংলগ্ন হওয়া উচিত। কারণ সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের মতকে নিগূঢ় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সেই মত যাহাতে অতর্কিত ভাবে প্রচলিত থাকে, ইহা সকলেরই ইচ্ছা, সুতরাং এ প্রকারে সত্যাসত্য নিরূপণ কখনই হইতে পারে না। বাস্তবিক উক্ত প্রকার বিবেচনা ও বিশ্বাসের অনুসারেই এথিনীয়গণ সক্রেটিসের প্রাণ দণ্ড করে। সক্রেটিস স্বদেশের কুসংস্কার ও ভ্রম উৎসেদ করিতে ও কুতার্কিকদিগকে পরাজয় করিতে এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পথ প্রদর্শন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি অনন্যচেষ্ট ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া যত্নের সহিত জন-সাধারণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং অপরাজিত চিত্তে প্রকাশ্য রূপে প্রচলিত ধর্ম্মের দোষ দেখাইয়া দিতেন, সুতরাং লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিক বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতিগণ তাঁহার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইল, এবং তাঁহাকে নাস্তিক ও দেবনিন্দক বলিয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিল। সক্রেটিস যে সম্পূর্ণ নিরপরাধী ও পৃথিবীর পরম হিতকর বন্ধু ছিলেন, তাহা আমরা এক্ষণে দেখিতেছি, তাঁহার নাম এক্ষণে পবিত্র ও চির স্মরণীয় হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দেশীয় ব্যক্তিগণ, তাঁহার বিচার কর্ত্তাগণ, তাঁহার মহত্ত্ব জানিতে পারে নাই, আমরা তাঁহাকে সত্যপ্রেমী বলিয়া পূজা করিতেছি, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া দণ্ড করিয়াছে। এই প্রকারে এক্ষণে যে যীশুখৃষ্টের চির স্মরণীয় নামে পৃথিবী শুদ্ধ ভক্তিরসে প্রণত হইতেছে, তাঁহাকেই তাঁহার স্বদেশীয় ইহুদীগণ প্রতারক বলিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছে। কিন্তু যাহারা এই দুই মহাত্মাকে উক্ত রূপ দণ্ড করিয়াছিল, তাহারা দ্বেষ কি ঈর্ষ্যা বশতঃ এ প্রকার ব্যবহার করে নাই, তাহারা ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবে-

চনায় তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক এই দুই হৃদয় বিদীর্ণকর দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ হইবেক, যে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন তর্ক নিবারণ করা সত্যের পক্ষে জন-সমাজের পক্ষে কত দূর অপকার জনক।

স্বাধীন তর্কের বিপক্ষে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে সামান্যত নূতন মত প্রচারের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে সত্যের প্রক্ষে কদাপি হানি হইতে পারে না। কারণ ইহা ইতিহাসে ভূয়োভূয় দৃষ্টান্তে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে সহস্র প্রতিবন্ধক সহস্র বিভীষিকা সত্তেও সত্যর প্রচার কদাপি প্রতিষেধ করা যায় না। বস্ত্রের দ্বারা অগ্নিকে কখন প্রচ্ছন্ন রাখা যায় না, মনুষ্যের ক্ষুদ্র চেষ্টায় সত্য বিনষ্ট হইতে পারে না। যদিও সক্রেটিসের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে তথাপি তৎ প্রচারিত সত্য উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যদিও গালিলিয় স্বীয় মতের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি পৃথিবীর গতি বিষয়ক সত্য কদাপি লুপ্ত হয় নাই। এই হেতু নানা প্রতিবন্ধক নানা প্রকার বিষম ব্যাঘাত সত্তেও যে সকল মত জন-সমাজে অপ্রতিহত ভাবে প্রচার ও গৃহীত হয়, তাহা অবশ্যই সত্য হইবেক। ইহা সত্যের একটি পরীক্ষা। কাল্পনিক মত কদাপি এ প্রকার পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অতএব এই রূপ অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করা সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম হইতে পারে; ইহাতে কুতার্কিক ও নাস্তিকদিগের কাল্পনিক ও অনর্থকর মত কদাপি জন-সমাজে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার করিতে হইলে সত্যের প্রতি এবং সত্য প্রচারকের প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করা উচিত তাহার বিপরীত কার্য্য করা হয়। যদি সত্যের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র প্রীতি ও সমাদর থাকে, যদি সত্য প্রচারকের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র কৃতজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে এ প্রকার ব্যবহার অবশ্যই নৃশংস, গর্হিত ও অমানুষিক বলিয়া বোধ হইবেক। অপর তাড়না হেতু সত্য প্রচারেরও অনেক স্থলে বিলম্ব ও ব্যাঘাত হইয়াছে। যেখানে নূতন মতের বিপক্ষে রাজাই স্বয়ং খড়্গ হস্ত হইয়া রহিলেন, সে স্থলে তর্ক বিতর্কও অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়া যায়, লোকে ভয় প্রযুক্ত কোন বিষয়ে নূতন ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করে না, সুতরাং চিন্তা ও আলোচনার প্রতি উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া জন-সাধারণে কেবল একই পথে চির কাল চলিতে থাকে। আমরা জন-সমাজের উন্নতি সম্পাদন জন্য এক এক অলোক-সামান্য বীর পুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা দেখি না যে সামান্য ব্যক্তিদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা অল্পে অল্পে কত উন্নতি হইয়া থাকে।

তর্ক ও মত বিষয়ক স্বাধীনতা নিবারণ করিলে কেবল ছদ্মতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কোন মত ধারণ করেন, তাহা ভয় প্রযুক্ত তিনি কদাপি ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় আন্তরিক ভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হন, এবং এই রূপে জন-সমাজের একটি ভয়ানক মানসিক দুর্গতি উৎপন্ন হয়। যাহারা কেবল স্বার্থসাধনেই তৎপর, যাহারা সংসার রক্ষাকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বিবেচনা করে, তাহারাই প্রচলিত মতের সহিত নির্ব্বিরোধে চলিতে পারে, কিন্তু যাঁহারদের অন্তরে ধর্ম্ম-বুদ্ধি বলবতী, যাঁহারা জানেন যে আপ-

মার আন্তরিক বিশ্বাস ও বাহ্যিক কার্য্যের ঐক্য রাখা ধর্ম্মের প্রথম আদেশ, তাঁহারা কদাপি এ প্রকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এই হেতু যেখানে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা নাই, সেখানে কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সত্য পরায়ণ ব্যক্তিগণই অধিকাংশে প্রপীড়িত ও নানা প্রকারে যন্ত্রণাগ্রস্ত হন, তাঁহারাই ধর্ম্মের অনুরোধে সত্যের অনুরোধে উক্ত অমূলক ও অনর্থকর নিয়ম ভঙ্গ করিতে বাধিত হন এবং তজ্জন্য রাজ দ্বারে দণ্ড প্রাপ্ত হন।

চিন্তা ও বিবেচনা মনুষ্যের অতি মহৎ অধিকার, কিন্তু যাঁহারা লোক-ভয়ে এই দুই শক্তিকে সত্য নিরূপণের নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহারা কেবল আপনারদের মনুষ্যত্ব পরিহার করেন। ঈশ্বর যখন আমারদের বুদ্ধি দিয়াছেন, বিবেচনা দিয়াছেন, চিন্তা শক্তি দিয়াছেন, তখন যে আমরা সেই সকল শক্তিকে কেবল সাংসারিক সামান্য বিষয়ে প্রয়োগ করিব এবং মহত্তর প্রিয়তর বিষয় হইতে তাহারদিগকে দূরে রাখিব, এমত কখনই হইতে পারে না। এই স্থলে আমারদের উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিবেচনা করা আবশ্যক। যথা,

যদি প্রচলিত মতই সত্য হয়, তথাপি তদ্‌বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইলে তাহার প্রকৃত ভাবার্থ এবং উদ্দেশ্য লোকের হৃদয়ে স্পষ্ট রূপে উদ্দীপিত হইতে পারে। সত্যের যে একটি জীবন্ত ভাব তাহা আন্দোলন বিনা ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। চিরকাল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া লোকে তাহাতে বিশ্বাস করে, মানিতে হয় বলিয়া তাহা মান্য করে, কিন্তু ইহাতে তাহার আন্তরিক মহত্ত্ব ও গৌরব অনেকেই অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং তাহার প্রতি যে প্রকার শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য তাহাও করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ঐ প্রকার বিশ্বাস কেবল একটি সংস্কার মাত্র হইয়া থাকে, কেবল গুণের মধ্যে তাহা কুসংস্কার নহে। যদিও অনেকে বলেন যে সামান্য লোকের জন্য এই রূপ সত্য সকল সংস্কার-বদ্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির পরিমাণ জানিতে না পারিল তবে সে সম্পত্তি কি রূপে তাহার হইবে। যদি লোকে সত্যের মহিমাকে অনুভব করিতে না পারে তবে কি তাহা প্রকৃত কার্য্যকারী হইতে পারে। সকলেই সত্য কথন ও সত্য ব্যবহারকে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। বাস্তবিক এই কথাটি সম্পূর্ণ রূপে অতর্কিত ও সর্ব্ববাদি সম্মত, কিন্তু ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ এক ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, সুতরাং সেই বোধ না থাকাতে কার্য্যেতে সেই বিশ্বাস সকলের হৃদয়ে বল প্রকাশ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যের মহিমা আলোচনা ও অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে সহস্র প্রলোভন থাকিলেও তিনি সত্য ধনকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা যখন জ্ঞান লাভের অধিকারী হইয়াছি তখন আমাদের মতের ও বিশ্বাসের ভূমি বিশেষ রূপে জানা কর্ত্তব্য। যখন কেহ একটি নূতন মত প্রকাশ করিলে স্বভাবতই তাহার প্রমাণ ও উদ্দেশ্য জানিতে ইচ্ছা হয় তখন প্রচলিত মত বিষয়ে আমাদের অন্ধ থাকা কদাপি উচিত নহে। যাহা বিশ্বাস করি তাহা কি জন্য বিশ্বাস করি ইহা জানা জ্ঞানবান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কেবল গণিত শাস্ত্রে মত-বৈপরীত্য হওয়া সম্ভব নহে, গণিত শাস্ত্রের সরল পদ্ধতি অনুসারে চলিলে সকলেই একই রূপ সিদ্ধান্তে অবশেষে উত্তীর্ণ হইবেন। কিন্তু অপরাপর শাস্ত্রে এ প্র-

কার নিয়ম সংলগ্ন হয় না, অপরাপর শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়ের প্রকৃতি দ্বারাই তাহাতে মত ভেদ হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাই বাস্তবিক দেখা যায়। সুতরাং এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন সত্য নিরূপণ করিতে হইলে স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় প্রকার মতের সমালোচন করাও আবশ্যক এবং এই রূপ আলোচনা দ্বারা যে মতটি অধিকতর বলবান্ অধিকতর সম্ভব বোধ হয়, তাহাই সত্য রূপে গ্রহণ করিতে হয়। বাস্তবিক এই উপায়েই নীতি শাস্ত্র, ধর্ম্ম শাস্ত্র, মনো বিজ্ঞান ও অন্যান্য দুরূহ শাস্ত্র সকলের তত্ত্ব উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের মত পরীক্ষা না করিলে কদাপি আমাদের স্ব স্ব মতের সত্যতার বিষয় বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। যিনি কেবল স্বপক্ষেরই প্রমাণ জানেন, তিনি বাস্তবিক স্বীয় মতের নিগূঢ় তত্ত্ব অত্যল্পই অবগত আছেন। সেই মত সংক্রান্ত প্রতি পক্ষের কি কর্ত্তব্য আছে এবং তাহা কতদূর প্রামাণ্য, ইহা যখন জানিতে পারিলেন না তখন বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয় মতের সত্যতার প্রতি তিনি কদাপি নিঃসংশয় হইতে পারেন না। অপর অলীক মতের সংচ্ছেদ এবং লোকের সংশয় দূর করা সত্যের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব যাঁহারা সত্যকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সত্যের প্রভাবে যাহাতে অসত্য দূরীকৃত হয়, কাল্পনিক মতের খণ্ডন হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা তাঁহারদের উচিত। বাস্তবিক প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানই যাঁহার উদ্দেশ্য তিনি নিরপেক্ষ ভাবে স্বপক্ষের ও প্রতিপক্ষের প্রমাণ স্থির চিত্তে অনুধাবন করেন। নূতন সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়কে সর্ব্বদা প্রশস্ত রাখিবেক। কিন্তু এই প্রকার উদার মানসিক ভাব অত্যল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ লোকেই কুসংস্কার বশত আপনাদের অন্তঃকরণকে এ প্রকার কুণ্ঠিত করিয়াছে যে স্ব স্ব মতের বিপরীত কোন কথাই তাহারা শ্রবণ করে না, ও সহ্য করিতে পারে না এবং অনেক স্থলে তাহারা তজ্জন্য প্রশংসা ভাজন হইয়াও থাকে কিন্তু বিশেষ রূপে আন্তরিক ভাব আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবেক, যে তাহাদের এইরূপ ব্যবহার কেবল আত্মাদর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা সত্যকে তত ভাল বাসে না যত তাহাদের স্বীয় মত বলিয়া তাহাকেই ভাল বাসে।

তর্ক ও আলোচনার অভাবে আমাদের মত ও সিদ্ধান্ত সকলের মূলীভূত কারণ এবং আমাদের বিশ্বাসের ভূমি যে কেবল আমরা বিস্মৃত হই অথবা সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই না এমত নহে, অধিকন্তু তাহাতে সেই সকল মত ও বিশ্বাসের সমগ্র সদর্থও ক্রমে ক্রমে আমাদের মন হইতে অপনীত হয়। যে সকল মত সর্ব্ববাদি সম্মত এবং অবিতর্কিত,তাহা সাধারণ রূপে প্রচলিত হইলে পর লোকে তদ্‌ বিষয়ে অত্যল্পই চিন্তা ও আন্দোলন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অন্তর্গত জীবন্ত সত্য সকল মনো মধ্যে অধিক বল প্রকাশ করিতে পারে না। অনেক স্থলে এ প্রকার সাধারণ সত্যের বাহ্যিক আকৃতি স্বরূপ পদাবলী মাত্রেরই সুশ্রাব্য আমাদের কর্ণ কুহরে পতিত হয়, কিন্তু তাহার উদার গম্ভীর ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। ইতিহাসেও দেখা যায় যে যে সকল মহাত্মাগণ সময়ে সময়ে উদিত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক উন্নত সত্য সকল প্রচার করিয়াগিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল সত্যের প্রকৃত প্রভাব যেমন উজ্জ্বল রূপে

হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং সেই প্রভাব হেতু সহস্র প্রতিবন্ধক যে রূপ অতিক্রম করিয়া জয়ী হইতেন, পরে তাঁহারদের অনুচর ও মতাবলম্বীগণ সে রূপে সেই সকল সত্যের প্রভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যত দিন কোন সত্য তদ্বিপরীত প্রচলিত মতের সহিত সংগ্রাম করে, তত দিন তাহার জীবন্ত ভাব তৎপ্রচারকগণের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত দেখা যায়, কিন্তু সেই সত্য যখন জয়ী হয় এবং অসত্যকে পরাজয় করে তখন তাহার পক্ষীয় যোদ্ধাগণও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান।

কিন্তু এ স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে মতভেদ কি সত্য নির্ণয়ার্থ নিতান্তই আবশ্যক, মনুষ্যবর্গের এক অংশ সত্যকে অনুভব করিবে বলিয়া অপর অংশ কি তদ্‌বিপরীত বিশ্বাস ধারণ করিবেক, কোন সত্য সম্বন্ধে এক মত হইলেই কি তাহার প্রতি লোকের যত্ন হ্রাস হইবেক। সকল তর্ক সকল বিদ্যার কি ইহাই উদ্দেশ্য নহে যে সত্য প্রচার হয়, জন-সমাজে সকল বিষয়েই নির্ব্বিরোধে এক মত সংস্থাপিত হয়, বিবাদ বিসম্বাদ এবং মত ভেদ দূরীকৃত হয়।

বাস্তবিক জন-সমাজের উন্নতি ও বিদ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে মনুষ্যের মত বিষয়ক বৈষম্য ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিবেক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্রেরই নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রমশই নিঃসংশয়ে অবধারিত হইবেক, লোকের ভ্রম ও সংশয় নিবারিত হইবেক এবং ক্রমশই মতের একতা সম্পাদিত হইবেক। এই প্রকার ঐক্য ভাবের যতই বৃদ্ধি হইবেক ততই মনুষ্য বর্গের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। তথাপি ইহা জানা আবশ্যক যে প্রতিপক্ষ না থাকিলে কেহ স্বকীয় পক্ষের বল ও সামর্থ্য পরীক্ষা করিতে চাহে না, তর্ক না থাকিলে মর্ম চিন্তা ও আলোচনা করিতে সহজে উত্তেজিত হয় না। অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা কোন বিষয় সম্যক রূপে বুঝিয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা সে বিষয়ের কিছুই বুঝেন নাই। মনুষ্যের এই প্রকার স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য সক্রেটিস বিশেষ রূপে বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশস্থ অপরাপর পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি তাহা বুঝিতেন না, তাঁহারা দর্শন শাস্ত্র নীতি শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং আপনাদের বিদ্যার গৌরবেই পরিপূর্ণ থাকিতেন, কিন্তু সক্রেটিস বিনীত ভাবে বিদ্যার্থি হইয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিতেন এবং কতিপয় সামান্য প্রশ্ন দ্বারা অবশেষে তাঁহাদের প্রগাঢ় মূর্খতা দেখাইয়া দিতেন। বাস্তবিক কোন বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে গেলে তদ্‌ বিষয়ে তর্ক আবশ্যক এবং যে স্থলে মত ভেদ নাই সেখানেও বুঝিবার নিমিত্তে বিপরীত ও বিরুদ্ধ মত সকল অনুমান করিয়া তাহার খণ্ডন কারাও আবশ্যক।

অনেকে তর্ক ও বিতণ্ডা একটি মত ভেদের প্রচুর ও বিশিষ্ট কারণ বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। বাস্তবিক তর্কের আপাতত ফল তাহাই হইতে পারে। কিন্তু তথাপি পরিণামে এই উপায়ে সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, এবং প্রকৃত একতা সংস্থাপনেরও উপায় হয়। যাহারা অজ্ঞান বশতঃ অথবা স্বীয় অবস্থা হেতু কোন মতাক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের ঐক্য অতিশয় শিথিল, কিন্তু যাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কোন মত অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের একতার প্রকৃত বল দেখা যায়, অনেকে পুস্তকে বা শিক্ষকের নিকট যে

সকল মত ও যে সকল বিষয় অবগত হয় তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা করে না, কিন্তু তাহা পুস্তকে আছে অথবা কেহ কহিয়াছে, অথবা দেশাচার বলিয়াই গ্রহণ করে। কিন্তু এ প্রকার জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। বাস্তবিক স্থির চিত্তে নিরপেক্ষ ভাবে কোন বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহার সার গ্রহণ করা পরস্পর ভিন্ন এবং বিরুদ্ধ মত পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে প্রকৃত সত্য সংগ্রহ করা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। যাঁহারা তর্কেতে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অধিকাংশই জিগীষা পরবশ হইয়া স্ব স্ব মত রক্ষার্থই ব্যস্ত হন, সুতরাং তর্কের যে এক মাত্র উদ্দেশ্য সত্যকে উদ্ধার করা, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হন, কেবল নিষ্ফল বাগ্বিতণ্ডাতেই এই প্রকার তর্কের অবসান হয়। যাঁহারা আপনাদের গৃহীত মতের অপেক্ষা সত্যকে অধিকতর প্রীতি করেন এবং সেই সত্যের অনুসন্ধানই যাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা যেন অপরের মতকে তাচ্ছিল্য না করেন। তর্কের প্রাদুর্ভাবে তাঁহাদের ভীত হইবার আবশ্যক নাই, কারণ তর্ক কদাপি সত্যকে নষ্ট করিতে পারে না; বরং যাহা অলীক ও কাল্পনিক তাহাই দূরীকৃত হয়।

এক্ষণে আমাদের দেশীয় সদ্বিদ্যাশালা নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্যত একটী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবল রূপে উত্তেজিত হইয়াছে। সত্য ধর্ম্মের অনুসন্ধানে অনেকের মন ব্যগ্র হইয়াছে এবং অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সনাতন সত্য লাভ করিয়া আপনাদের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাপি সত্যের পথ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের এই কথা কেবল স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে তাঁহারা যেন পক্ষপাত শূন্য হৃদয়ে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। চির প্রচলিত প্রথা বলিয়া অথবা লোকের অনুরোধে কোন মতকে সত্যের বিনিময়ে গ্রহণ না করেন। সত্য আমাদের প্রকৃত সম্পত্তি, তাহা আমাদের চির কালের ধন। সে সম্পত্তি যে স্থানে যাহার নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা প্রশস্ত হৃদয়ে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, সত্যের অনুসন্ধানে অভিমান শূন্য হওয়া আবশ্যক। তর্কেতে স্থির চিত্তে আপনার উদ্দেশ্যকে সর্ব্বদা মনে রাখিবেন এবং এই প্রকার মানসিক ভাব উপার্জ্জনের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক, ঈশ্বর তাঁহাদের আত্মাতে স্বীয় জ্যোতিঃ প্রেরণ করিবেন, তিনিই তাঁহাদিগকে সত্যের প্রতি লইয়া যাইবেন। অনেকে মনে করেন যে তর্ক কেবল বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র, চালনাই তর্কের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহাদের তর্ক কেবল নিষ্ফল বিবাদ মাত্র ও অনুর্ব্বরা ভূমির কর্ষণ মাত্র। এই রূপ তর্কেতেই অনেক ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি সকল তর্কের প্রতি একান্ত বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। অপর অনেকে স্বীয় মতের অলীকত্ব সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়াও তাহা পরিহার করিতে সাহস করে না, তাহাদের মানসিক স্বাধীনতা নাই, সুতরাং তাহারা কদাপি সত্যের অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেক না। কেহ কেহ শুদ্ধ বিশ্বাসের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, বিশ্বাসই তাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহারা আপনাদের ধর্ম্মের তথ্য বুঝিতে চাহে না, কেবল একান্ত অটল বিশ্বাসকেই মুক্তির উপায় জানিয়াছে। (৩)

(৩) হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণব এবং খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে রোমান কেথলিক। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পাদ্রিগণ কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক করিবার অধিকারী। অপর

কিন্তু এ প্রকার অন্ধ বিশ্বাস কেবল একটি মনের কুসংস্কার মাত্র। যাহারা এ প্রকার মত ধারণ করে, তাহারা কেবল জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সত্যকে মনে প্রকৃত রূপে স্থান দেয় না এবং তাহাদের ভ্রমকে যত্নের সহিত রক্ষা করে।

অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

২৩৭ সংখ্যক পত্রিকার ২ পৃষ্ঠার পর

অনেকে আশঙ্কা করেন যে, জাত-কর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকল প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইলে উত্তর কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িবে। ইহা অকলঙ্ক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পক্ষে সামান্য কলঙ্ক নয়। অতএব এবিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা আবশ্যক।

সর্ব্ব প্রকার সুখ ভোগের সময় ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য ; এই মূল হইতে অপত্য লাভ-জনিত আনন্দ ভোগের সময়েও ঈশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে। এই রূপ বিশেষ উপাসনার নাম জাত-কর্ম্ম। এই উপাসনা একাকী হইতে পারে, সপরিবারে হইতে পারে এবং ঈশ্বর ভক্ত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াও হইতে পারে। ইহার মধ্যে এমন কোন্ ঘটনা আছে, যাহা ভাবি পৌত্তলিকতার লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়? যে কার্য্যে পুত্তলিকা বা কল্পিত দেব দেবী উপাস্য দেবতা হয় এবং যাহা অমূলক বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই পৌত্তলিকতা,কাল্পনিকতা ও কুসংস্কারের কার্য্য বলা যাইতে পারে। জাত-কর্ম্মে কি কোন পুত্তলিকা বা কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা হইয়া থাকে, না কোন অমূলক বিশ্বাস জাত-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক? যিনি ব্রাহ্মগণের অনন্ত কালের উপাস্য দেবতা, জাত-কর্ম্মে তাঁহারই উপাসনা হইয়া থাকে এবং সুখ ভোগের সময় সুখদাতার নিকট কৃতজ্ঞ না হইলে অধর্ম্ম হয়, এই বিশ্বাস জাত-কর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করে। তবে ইহা হইতে কি প্রকারে পৌত্তলিকতা বা কুসংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে?

দেশ, কাল, অবস্থা বা নামের সাদৃশ্য দেখিয়া ওরূপ আশঙ্কা করাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পৌত্তলিকেরা গঙ্গাতীরে কল্পিত দেব দেবীর পূজা করে বলিয়া কি ব্রাহ্মেরা তথায় ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবেননা? পৌত্তলিকেরা রাত্রি কালে বিবাহ করে বলিয়া কি ব্রাহ্মদিগকে দিবাভাগে বিবাহ করিতেই হইবে? পৌত্তলিকেরা সাংসারিক শুভ কর্ম্মে ঈশ্বরের উপাসনা করে বলিয়া কি ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে সংসার হইতে দূরে রাখিবেন? পৌত্তলিকেরা জাত-কর্ম্ম এই নাম দিয়াছে বলিয়া কি ব্রাহ্মেরা ও নাম গ্রহণ করিবেন না? সকল বিষয়ে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরোধী হইতেই হইবে, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ব্রাহ্মদিগের এ প্রকার উদ্দেশ্য নহে; বরং যে বিষয়ে ধর্ম্মের যোগ নাই, তাহাতে অন্যান্য লোকদিগের সহিত যত ঐক্য রাখিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল।

কেহ কেহ মনে করেন যে প্রথমে যে ব্যাখ্যান, বক্তৃতা বা স্তোত্র পাঠ করিয়া কোন একটি অনুষ্ঠান হইবে,অন্যান্য লোক বিশেষত উত্তর কালের সমুদায় লোক সেই ব্যাখ্যান, সেই বক্তৃতা বা সেই স্তোত্র পাঠ করিয়া সেই অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আন্তরিক না হইয়া

সাধারণে এ প্রকার তর্ক করিলে অথবা অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিলে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত হয়। যদি কেহ এই রূপ পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপের অনুমতি লওয়া আবশ্যক।

হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় কেবল বাক্যেতেই বদ্ধ হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বতন ঋষিরা আন্তরিক ভাব হইতেই বেদাদির মন্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন; কিন্তু উত্তর কালের লোকে অর্থ বোধে ও আন্তরিক ভাবে নিরপেক্ষ হইয়া সেই মন্ত্র গুলি অবিকল উচ্চারণ করিয়াই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠান সকল কতক গুলি বাক্য দ্বারা প্রণালীবদ্ধ হইলে সেই রূপ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা।

উপরে যে রূপ দোষ উল্লিখিত হইল, কেবল অনুষ্ঠানে বলিয়া নয়, সর্ব্ব প্রকার উপাসনাতেও অবিকল ঐ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। তথাপি অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে ওরূপ দোষের সম্ভাবনা অধিক নাই। পৌত্তলিকেরা এই রূপ বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর স্বয়ং বেদ রচনা করিয়াছেন; যাঁহারা স্মৃতি ও পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সবিশেষ অনুগৃহীত অভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন। এই রূপ কুসংস্কার হইতেই ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ অন্য প্রকার; ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন যে, কেবল আত্মা ও জগৎ ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র, এই শাস্ত্রের সহিত যাহার ঐক্য আছে, তাহাই সত্য, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই কল্পিত। অতএব ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র পাঠ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবগত হও; অন্তরের অকৃত্রিম ভাব দ্বারা তাঁহার পূজা কর; ভাব শূন্য বাক্য জিহ্বা হইতে বাহির হইয়াই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়; আন্তরিক ভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত না হইলেও ঈশ্বরের নিকট গমন করে। অতএব এরূপ স্থলে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা হইবার কারণ নাই। একজন যে কথা দ্বারা পুত্রের জাত-কর্ম্ম করিল, সকলকেই সেই কথা গুলি অবিকল উচ্চারণ করিয়া সেই কর্ম্ম করিতে হইবে; তাহার কোন শব্দ পরিবর্ত্তন করিলে অনুষ্ঠান অসিদ্ধ হইবে; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এরূপ ব্যবস্থা নয়। সকল প্রকার সুখভোগের সময় সুখদাতার নিকট কৃতজ্ঞ হও; সকল কার্য্য ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর; জীবনের সকল ঘটনায়— সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ঈশ্বরকে স্মরণ কর; সংসারের সহিত ধর্ম্মের যোগ স্থাপন কর; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুল্লংঘনীয় আদেশ। কি রূপ বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, তজ্জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত মন্ত্রণা করিতে হইবে না; মনের ভাব কি প্রকার হইবে, সেই দিকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের দৃষ্টি। প্রাণ পণে পিতা মাতার সেবা কর; তাঁহারা পরলোকবাসী হইলেও তাঁহারদিগকে ভক্তির সহিত স্মরণ করিবে; ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদেশ; কি প্রকারে সেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ভক্তি স্বয়ংই তাহার উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব অনুষ্ঠাতা নূতনবিধ বাক্য রচনাই করুন আর পুরাতন ব্যাখ্যান পাঠই করুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ভাব যে রূপ হইবে, তিনি তদনুসারে ফল লাভ করিবেন। যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি যে সকল বাক্য দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যদি আমার মনের ভাবও সেই প্রকার হয়, আর আমি যদি সেই সকল বাক্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ করি; অথবা সেই সকল বাক্যের সাহায্যে মনের ভাবকে সেই রূপ করি, তাহা হইলে কিছুমাত্র হানি নাই। বস্তুত সকল লোকের ভাব সমান উন্নত নয়; যাঁহারা তাদৃশ উন্নত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কাহারও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হয় না; যাঁহারা তাদৃক্ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

এ স্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, আন্তরিক ভাব যেমন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক অনুষ্ঠান সেই রূপ আন্তরিক ভাবের উদ্দীপক। যেমন সাধু ভাব থাকিলে সাধু সংসর্গে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়, সেই রূপ সাধু সঙ্গও সাধু ভাবকে উদ্দীপিত করে। যেমন ঈশ্বরে প্রীতি থাকিলে মুখদিয়া আপনা হইতেই ঈশ্বরের গুণ গান নির্গত হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের গুণ গান শুনিতে শুনিতে বা পাঠ করিতে করিতে নির্ব্বাণ প্রীতিও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অতএব যাহার মনে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা যাবৎ উদয় হইতেছে না; সাধু সঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ের ন্যায় অনুষ্ঠান রূপ উপায়কেও অবলম্বন করা তাহার আবশ্যক। অনুষ্ঠান আন্তরিক ভাবকে যে উদ্দীপিত করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; অনেক অসাধু সাধু কার্য্য করিতে করিতে সাধু ভাব লাভ করিয়াছে এবং অনেক সাধুশীল ব্যক্তি অসাধু কার্য্যে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া অসাধু ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত বন্ধু ভোজন প্রভৃতি আড়ম্বর সংযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অনুষ্ঠানের স্বরূপ ও যে কারণে তাহা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎ সমুদায় সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিবেন,তাঁহারা ইহাতে শুভ লক্ষণই নিরীক্ষণ করিবেন। বন্ধু ভোজন প্রভৃতি ক্রিয়া গুলি প্রকৃত অনুষ্ঠানও নয়, প্রকৃত অনুষ্ঠানের অঙ্গও নয়, এবং ওগুলি উঠাইয়া দিলেও অনুষ্ঠান বিফল হইবে না। যে উদ্দেশে ঐ অতিরিক্ত ক্রিয়া গুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে; এক্ষণে বিবেচ্য এই যে যদি অতিরিক্ত ক্রিয়া গুলি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে জাতকর্ম্ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা উচিত কি অনুচিত? সাংসারিক শুভকর্ম্মে ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত কি অনুচিত? ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত পুত্র কন্যাকে আচার্য্যের নিকট উপনয়ন করা উচিত কি অনুচিত? যাঁহারা ঐ সমুদায় উচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যে রূপে উহার অনুষ্ঠান করুন তাহাতে ধর্ম্মত কোন হানি নাই, যাঁহারা একেবারে ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে চান, তাঁহাদিগের অভিসন্ধি কল্যাণকর নয়। ভবিষ্যতে ইহা হইতে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার উৎপন্ন হইবে, এই ভয়ে যাঁহারা ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের হিতান্বেষী সন্দেহ নাই। যাঁহারা একে বারে অনর্থক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বলেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভাব ও ধার্ম্মিকের ভাব অবগত হইতে পারেন নাই।

কেহ কেহ অনুষ্ঠানে বৃথা অর্থ ব্যয় হইতেছে ভাবিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু সে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি। পূর্ব্বে অনুষ্ঠানের যে রূপ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে কোন্ ব্যক্তি ইহা বৃথা ব্যয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? প্রথম অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ধর্ম্ম শুষ্ক ও ক্ষীণ হইয়া যায়, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের ভাব জীবনে বদ্ধমূল হয়, তৃতীয় ধর্ম্মের প্রভাব অধিকতর হয়, চতুর্থ অন্যের ধর্ম্ম শিক্ষার দৃষ্টান্ত হয়। যাহা দ্বারা এরূপ গুরুতর ফল সকল লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে অর্থ ব্যয় যদি বৃথা ব্যয় হয়, তবে কোন্ কার্য্যে তাহার সার্থকতা হইবে? ফলত এই সকল ফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ব্যয়কেও অপব্যয় মনে করা উচিত নয় কিন্তু সর্ব্বস্ব ব্যয় হওয়া দূরে থাকুক, প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের নিকট

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রীতি প্রকাশ ও প্রার্থনা; ইহাতে কি অর্থ ব্যয় আছে? তবে বন্ধু ভোজ প্রভৃতি যে কএকটি অতিরিক্ত ক্রিয়ার সংযোগ হইয়াছে তাহাতে অর্থ ব্যয় হইবে বটে, তাহা লইয়া কি জাতকর্ম্ম প্রভৃতি প্রকৃত অনুষ্ঠানের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করা উচিত? ঐ অতিরিক্ত ক্রিয়া গুলি উচিত হয়, রাখ, অনুচিত হয় পরিত্যাগ কর; তাহার সহিত প্রকৃত অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মের সহিত যে সকল অতিরিক্ত ক্রিয়ার সংযোগ হয়, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচিই তাহার প্রবর্ত্তক। গান, বাদ্য, আমোদ, উৎসব, আহার, পরিচ্ছদ, এ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং রুচি সকল যে পরিমাণে জ্ঞানের অধীন হয়, এই কার্য্য গুলিও সেই পরিমাণে নির্দ্দোষ হইতে থাকে এবং যিনি যেরূপ জ্ঞানবান্ হন, তাঁহার রুচি সেই রূপ নির্দ্দোষ হইয়া উঠে। এবং রুচিগত প্রভেদে তৎ প্রয়োজিত কার্য্য সকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়; কখনও সমান নির্দ্দোষ দুটি কার্য্য ভিন্ন রুচি দুই জনের নিকট সমান আদরণীয় হইবে না। যদি এই রূপ রুচি দোষে কোন অতিরিক্ত কার্য্য দোষযুক্ত হয়, বা রুচি ভেদে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অনুষ্ঠানগত দোষ বা অনৈক্য হইতে পারে না। অতএব অনুষ্ঠানের সহিত বন্ধু ভোজ প্রভৃতি যে অতিরিক্ত ক্রিয়ার সংস্রব হইয়াছে, যদি তাহাতে দোষ থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত অনুষ্ঠান অনুচিত হইতে পারে না।

কিন্তু বন্ধু বান্ধবগণকে ভোজন করান যে কোন প্রকার দোষের কার্য্য নয়, বরং তাহাতে নানা প্রকার উপকার হইতে পারে তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমত বন্ধু ভোজ একটি নির্দ্দোষ আমোদ। উহার দ্বারা মনের প্রফুল্লতা ও শরীরের সুস্থতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একহৃদয় বন্ধুগণের সহবাসে মন ও শরীর যে কি রূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, তাহা অনেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মন ও শরীরের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে একেবারে নিরামোদ হইলে উভয়ই অসুস্থ হইয়া উঠে। যদি শরীর ও মন অসুস্থ হয় তাহা হইলে ধর্ম্মোন্নতিও নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু যদি শরীর ও মন সুস্থ থাকে তবে ধর্ম্ম লাভ অনায়াস সাধ্য হয়। অতএব এরূপ অর্থ ব্যয় অপব্যয় নয়। ফলতঃ নির্দ্দোষ আমোদ প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের না হউক, পরম্পরায় ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ না করিয়া তাহাকে অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করাতে হানি কি? দ্বিতীয়ত পরস্পর সাক্ষাৎকার, আলাপ, সহবাস প্রভৃতি দ্বারা পরস্পরের সৌহৃদ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। সামাজিক জীবের পক্ষে ইহা সামান্য উপকার নয়। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা সময়ে সকলে যে একত্র হন, তাহাতে এ উদ্দেশ্য অধিক সিদ্ধ হয় না। তৃতীয়ত ব্রাহ্মসমাজ এপর্য্যন্ত কেবল উপাসনার সমাজ হইয়া আছে, সমাজ শব্দের যে রূপ অর্থ তাহা কোন ব্রাহ্মসমাজেই লক্ষিত হইতেছে না; অদ্যাপি ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিক সমাজেরই অন্তর্গত হইয়া আছেন; তদ্দ্বারা যে কি হানি হইতেছে, ও তন্নিমিত্ত স্বতন্ত্র সমাজ বন্ধন যে কত দূর আবশ্যক হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে হইবে না; অনেকেই অনুভব করিতেছেন। এই রূপ অনুষ্ঠান সেই সমাজ বন্ধনের সূত্রপাত।

—০—

উন্নতি ও পরিবর্ত্তন।

ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমশ উন্নতি ও প্রচারের প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি এক্ষণে বিশেষ রূপে পতিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস জ্ঞাত হইতে সকলেরই নিতান্ত কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে। কি বঙ্গ ভূমি, কি বোম্বাই, কি ইঙ্গলণ্ড, কি আমেরিকা সকল সুসভ্য দেশের সাধু ও বিজ্ঞবর ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগের উদ্যম এবং সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন এবং অনেকে তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত উৎসাহের সহিত স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন (১)। অপর ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব এই রূপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নানা প্রকারে অসহ্যতা প্রকাশ করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষে নানা কুতর্ক উত্থাপন করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্ম বিশেষের প্রতি অশেষ প্রকার দোষারোপ করিতেছেন; তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তন লইয়া কতই বিদ্রূপ কতই তিরস্কার করিতেছেন, ব্রাহ্মদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং আপনাদের বাক্যের পোষকতার প্রচুর প্রমাণের অভাবে প্রচুর দুর্ব্বচন ও বালকবিনোদ রস হীন পরিহাস প্রয়োগে লোকের মনকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্টিত হইয়াছেন (২)। অতএব বিপক্ষগণের অমূলক তর্ক ও মিথ্যা আপত্তি সকল খণ্ডনার্থ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বিষয়ে কএকটি কথা পশ্চাতে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সূত্রপাত কি রূপে হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন, অনেকে চাক্ষুষও দেখিয়াছেন। প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল এই মঙ্গল ব্যাপার আরম্ভ হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের দুরবস্থা ও কাল্পনিকতা দর্শন করিয়া তাহার সংশোধনার্থ দৃঢ়ব্রত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কথাই কহিতে সাহস করে নাই; কিন্তু তিনি আপনার প্রগাঢ় বুদ্ধি শক্তি এবং সত্যের অপরাজিত বলের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু সমাজের প্রতিকূলে একাকী দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রথমে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে যাহা কিছু সত্য যাহা কিছু উন্নত ও উৎকৃষ্ট ভাব আছে তৎ সমুদায় কালক্রমে লোপাপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ স্বকীয় প্রভুত্ব দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সকল অনেক স্থানে বিকৃত করিয়াছে, এবং অশেষ বিধ দেব দেবীর কল্পনা করিয়া জন-সমাজে পৌত্তলিকতা ও মিথ্যা ধর্ম্মের গরলময় অনিষ্টকর প্রভাব প্রচার করিয়াছে এবং জন-সাধারণকে শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞ রাখিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে আপনাদের স্বকপোল কল্পিত নিয়মে নিবদ্ধ রাখিয়াছে। অতএব তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য এই হইল, যে হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল সত্য প্রকাশিত আছে যে সকল উৎকৃষ্ট ভাব ও যে সকল ঈশ্বর প্রতিপাদক বচন ও সুনীতি উক্ত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করেন এবং হিন্দুদিগকে যত দূর উন্নত করা যায় পৌত্তলিকতার যত দূর উৎসেদ করা যায়, তাহারই চেষ্টা করেন। প্রাচীন শাস্ত্রের অন্তর্গত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক এবং তৎপ্রতিপাদক বাক্য সকল তিনি অর্থের সহিত পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন; বেদ উপনিষদ এবং মনু হইতে তিনি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিলেন যে বর্ত্তমান পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিতান্ত আধুনিক এবং সকলের প্রাচীন ও প্রামাণ্য যে বেদ শাস্ত্র তাহার অনুমোদিত নহে। বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির সহিত এক্ষণকার প্রতিমা পূজার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই রূপে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে উন্নত ও অমৃতময় সত্য সকল উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইলে জন-সাধারণের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। সংস্কৃতজ্ঞ এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ সকলেই শাস্ত্রের অনুসন্ধানে যত্নশীল হইল।

---

(১) মহানুভব মৃত থিয়োডোর পার্কর সাহেবের দ্বিতীয় বার মুদ্রিত পুস্তকের উপক্রমণিকাতে গ্রন্থ প্রকাশক ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কহেন যে ধর্ম্মের উন্নতি এক্ষণে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় না. এক্ষণে জন-সাধারণের উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতেছে। কেবল ব্রাহ্মসমাজই এবিষয়ের ব্যতিক্রম স্থল।

"A remarkable exception however is the extension of the "Brahmo Somaj" or "Church of the one God" in Bengal founded by Ram Mohua Roy aed nov numbering 14 branch Churches,holding the purest Theistic Creed,and applying it with noble energy to the moral progress of the nation, to the obliteration of caste, the instruction of the lower orders and the elevation of woman."

Note Preface by the Editor.

(২) শ্রীযুক্ত পাদরি লালবিহারি দে মহাশয় এক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় অসি চর্ম্ম পরিগ্রহ না করিয়া বিদূষকের বেশে রঙ্গ ভূমিতে আরোহণ পূর্ব্বক লোককে আপনার অঙ্গ ভঙ্গি ও বিদ্রূপ দ্বারা হাসাইতেছেন। এবং আমাদের আশঙ্কা হইতেছে পাছে তিনি এই রূপে ধর্ম্মের যোদ্ধা হইয়া অবশেষে ধর্ম্মকেও হাস্যে উড়াইয়া দেন।

শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ এই রূপে পবিত্র বেদ শাস্ত্রের বচন ও নিগূঢ়ার্থ প্রকাশিত হওয়াতে ভয়ানক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাহস পূর্ব্বক রামমোহন রায়কে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। রামমোহন রায় পণ্ডিতগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিলেন, এবং অনায়াসে তাঁহাদের মানিত শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারাই তাঁহাদিগকে পরাভূত করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার মতের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইতে লাগিল, এবং তিনি এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভায় সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তির ঈশ্বরোপাসনা করিবার অধিকার ছিল। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই সভা হইতেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অঙ্কুর পাত হইয়াছিল। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে রামমোহন রায় স্বদেশে সত্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ কেবল হিন্দু শাস্ত্রেরই প্রমাণ কি নিমিত্ত এতাধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু শাস্ত্রে অবশ্যই ভক্তি ছিল, বেদকে তিনি অবশ্য আপ্ত বাক্য বলিয়া মান্য করিতেন (৩)। যাঁহারা রামমোহন রায়ের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারেন নাই তাঁহারাই এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যদি তিনি অপরাপর লোকদিগের ন্যায় শুদ্ধ তর্কের উপর নির্ভর করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের দোষ সপ্রমাণ করিতে যাইতেন তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টা কখনই সফল হইত না। কিন্তু তিনি অপরাপর মহানুভব ব্যক্তিদিগের ন্যায় স্বীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রকৃত উপায় অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারিতেন। তিনি বিশেষ রূপে জানিতেন যে হিন্দুগণ স্বভাবতই পরিবর্ত্তনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ, হিন্দু সমাজ অটল নির্জীব ভাবে একই অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহাতে কোন নূতন মত প্রচলিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব রামমোহন রায় স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিলেন যে তিনি কোন নূতন স্বকপোল কল্পিত মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তিনি যে সকল সত্য প্রচার করিতেছেন তাহা হিন্দু শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। সুতরাং হিন্দুগণের তাহাতে কদাপি আপত্তি হইতে পারে না। এই রূপে তিনি স্থায়ী ভাবাপন্ন উন্নতি বিহীন হিন্দু সমাজকে প্রথমে উন্নতির পথে সঞ্চালিত করিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপনের ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৭৫৩ শকে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরে তাঁহার অনুচরগণ তৎপ্রদর্শিত পথে পদার্পণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত প্রাচীন বেদ শাস্ত্রেরই উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের মত সংস্থাপন ও প্রচার করিলেন। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সমাজ-পতির যত্ন ও উৎসাহে ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল, প্রাচীন শাস্ত্র সকলের বিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য পণ্ডিত সকল নিযুক্ত হইল, বেদ ও উপনিষদ সকল সংকলিত হইতে লাগিল এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য লিখিত হইতে লাগিল। এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা ব্রাহ্মদিগের একটি বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তাঁহারা পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত প্রাচীন বেদ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ও নীতি গর্ভ ভাব দর্শন করিয়া সমগ্র বেদকেই তাঁহারদের শাস্ত্র রূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের এই ভ্রম দেখিতে পাইলেন। যদিও বেদ ও উপনিষদে অনেক উৎকৃষ্ট ও উন্নত ভাব ও পারমার্থিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি তাহার অপরাপর অংশে অনেক ভ্রমও আছে, সুতরাং সমস্ত বেদকে শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে না। অতএব বেদ উপনিষদ মনু ও অপরাপর প্রাচীন উৎকৃষ্ট গ্রন্থে ঈশ্বর প্রতিপাদক মহা বাক্য ও সুনীতি পূর্ণ অক্ষয় সত্য সকল সঙ্কলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে ১৭৭২ শকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নামে পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই খানি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। হিন্দু শাস্ত্র রূপ সমুদ্রের বহুকাল মন্থনে তাহার সারাংশ স্বরূপ এই অমৃতময় পুস্তক সংকলিত হইল এবং তদবধি হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনার শেষ হইল, কারণ সে আলোচনার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। বাস্তবিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিপাদক যে সকল সত্য হিন্দু শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সমুদায়ই প্রায় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভূমি যে আত্ম প্রত্যয় তাহার কথা স্পষ্ট রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে আপত্তিকারিদিগের একটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও অস্থায়ী ভাব প্রদর্শনার্থ কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মগণ এক কালে,

(৩) অপর কেহ কেহ তাঁহার বায়বলের উপর ভক্তি দেখিয়া খৃষ্টীয়ান কহিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি একান্ত সত্যের অনুরাগী ও সত্য প্রেমিক ছিলেন। সত্য যে খানে পাইতেন সেখান হইতে তিনি তাহাকে যত্নের সহিত গ্রহণ করিতেন। যাহাতে লোকে এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করে এবং পৌত্তলিকতা পরিহার করে, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন করাই তাঁহার জীবনের সার কর্ম্ম ছিল।

বেদকেই শাস্ত্র বলিয়া মানিত, পরে অখিল সংসার তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র হইল এবং পরিশেষে তাহারা সহজ জ্ঞান ও আত্ম প্রত্যয়কেই ধর্ম্মের মূল বলিতেছে। বাস্তবিক এই রূপে সময়ে সময়ে মতের প্রভেদ যে তাঁহারা উল্লেখ করেন, তাহা অনেকাংশে কেবল শব্দের প্রভেদ মাত্র। ব্রাহ্মগণ যখন বেদকে শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন তখন তাঁহারা বেদের কিয়দংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে সমুদায় বেদের পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই এই হেতু ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। অপর তাঁহারা বেদের অন্তর্গত সত্য সকলকে যে শাস্ত্র বলিয়া ছিলেন তাহাতে কিছু দোষ হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহাই আমাদের শাস্ত্র তাহারই অনুসাশন শিরোধার্য্য। অপর পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিশেষ রূপে বিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, জগতের কৌশল এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ ও পূর্ণ জ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ দ্বারা মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় অবধারিত হইয়াছে। এবং অনেক স্থানে অখিল বিশ্বসংসারকে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বাক্য দ্বারা যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে ব্রাহ্মগণ কিছুকাল পূর্ব্বে কেবল তর্কের প্রমাণ এবং বাহ্য বস্তুর উপর ধর্ম্মকে স্থাপন করিতেন তাঁহাদের বিষম ভ্রম বলিতে হইবেক। আন্তরিক স্বতঃ সিদ্ধ বিশ্বাস যে প্রকৃত ধর্ম্মের ভূমি তাহা কিছু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আধুনিক মত নহে, পূর্ব্বেও স্পষ্ট রূপে অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৭৭২ শকে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উপনিষদ হইতে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাতেই স্পষ্ট রূপে আত্ম প্রত্যয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। "একাত্মপ্রত্যয়সারং" ঈশ্বরকে এক আত্ম প্রত্যয় হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর ১৭৭৬ শকের বৈশাখ মাসের পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক নামক প্রস্তাবে ধর্ম্মের মূল যে আত্ম প্রত্যয় তাহা বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার কএক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত কার্য্য দৃষ্টে এইটি নিষ্পন্ন হইতেছে যে, জগতের কারণ সর্ব্ব ব্যাপী জ্ঞান-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁহার উপাসনার অনুষ্ঠান, পাপ পুণ্যের বিবেচনা, পরকালে আস্থা, ইত্যাদি বিষয় সকল যাবতীয় পরম্পরাগত লৌকিক ধর্ম্মের আদি সূত্র ও সর্ব্ববাদি সম্মত হইয়াছে; এসমস্ত প্রত্যয়ের ব্যত্যয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, ইহা মনুষ্য মাত্রের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সিদ্ধ, ইহাতে কোন সংশয় নাই।"

"জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ নিত্য, নির্ব্বিকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল স্বরূপ একজন অতীন্দ্রিয় ভূমা পুরুষ আছেন, ইহা আত্ম প্রত্যয় মূলক ও সর্ব্ববাদি সম্মত কিন্তু এই সত্যের মূল হইতে লোকেরা কত সহস্র সহস্র দেব দেবীর কল্পনা করিয়াছে।"

"যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস তাঁহার পূজা ও উপাসনা, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন এবং পরকালে আস্থা তাবৎ লৌকিক ধর্ম্মের আমূল হইয়াছে, তখন এ সমুদায় মূল ধর্ম্ম যে মনুষ্যের স্বাভাবিক সংস্কার মূলক, সত্য ও বাস্তব তাহার প্রতি আর কোন সংশয় নাই।" (৪)।

এই রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পত্রিকার সকল অংশ হইতেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক যাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ কেবল তর্কের উপর স্বীয় ধর্ম্মকে স্থাপন করিতেন, তাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে ব্রাহ্ম সমাজ ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ে এক সময়ে যে মত অবলম্বন করিয়াছিল, অপর এক সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা হইলে যথার্থ পরিবর্ত্তন স্বীকার করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মগণ যখন বেদ মানিতেন তখন বাস্তবিক তাহার কিয়দংশকেই মানিতেন, এবং সেই অংশের অন্তর্গত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ক সত্য সকল তাঁহারা অদ্যাপি মানিতেছেন। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে ব্রাহ্মেরা এককালে বেদের অনুযায়ী ইন্দ্র বরুণের উপাসনা করিতেন এক্ষণে তাহা পরিহার করিয়াছেন, তাহা হইলে যথার্থ পরিবর্ত্তন দেখাইতে পারিবেন। (৫)।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

—০—

(৪) লে হন্ট নামক গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উক্ত শকের পত্রিকার ১৯২ পৃষ্ঠে যে একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও আত্ম প্রত্যয়ের কথা অতিশয় স্পষ্ট রূপে আছে।

অপর ১৭৭৬ শকের পত্রিকার ১৫৪ এবং ১৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ইংরাজি প্রস্তাব দেখ।

(৫) পাদরি লালবিহারি দে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে যে প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের বিষয়ে যে সকল আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর পশ্চাতে প্রদত্ত হইল।

পাদ্রি মহাশয় কহেন যে "ব্রাহ্মগণ প্রতি দিনই প্রতিক্ষণেই আপনাদের মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন এবং তাঁহারা আপনাদের পরিবর্ত্তনের পোষকতায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের কি ভ্রম. আমাদের শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে অবিচলিত ভাবে পুস্তকে নিবদ্ধ রহিয়াছে. আমাদের সমুদায় মত বায়বল শাস্ত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমাদের সমুদায় মত সংক্রান্ত পরিবর্ত্তনও সেই একই বায়বল শাস্ত্রের

কামন্দকীয় নীতিসার।

চতুর্থ সর্গ।

রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ সৈন্য ও সুহৃৎ; পরস্পর উপকারী এই সাত অঙ্গের নাম রাজ্য। রাজ্যের এক অঙ্গও বিকল হইলে ইহা আর সুশৃঙ্খল থাকে না। অতএব সমস্ত রাজ্যের অভিলাষী হইয়া সম্যক্ রূপে পরীক্ষা করিবেক।

রাজা প্রথমে আপনাকেই গুণশালী করিতে ইচ্ছা করিবেন; স্বয়ং গুণ সমন্বিত হইলে পর অবশিষ্ট অঙ্গ সমুদায় পরীক্ষা করিবেন। পৃথিবীর দেবত্ব (রাজপদ) অতি উৎকৃষ্ট পদ; অকৃতাত্মাগণ অনায়াসে তাহা বহন করিতে পারে না; যিনি আপনাকে সংস্কৃত করেন তিনিই রাজা হইতে পারেন। লোকের আধার, দুর্লভ, দুরাক্রম্য রাজলক্ষ্মী জলাধারে জলের ন্যায় সংস্কারসম্পন্ন বিশুদ্ধ আত্মাতে অবস্থান করেন। আভিজাত্য, সম্পদ্ বিপদে নির্ব্বিকার, বয়স, সৎ স্বভাব, সর্ব্বত্র অনুকম্পা, ক্ষিপ্রকারিতা, অবিরুদ্ধ বাদিতা, বৃদ্ধসেবা, কৃতজ্ঞতা, দৈব সম্পত্তি, বুদ্ধি, অক্ষুদ্রের পরিচারণা, স্বাধ্যায় ও সামন্ত অচঞ্চল অনুরাগ, দীর্ঘ দর্শিতা, উৎসাহ, শুচিতা, উদার লক্ষ্য, বিনয়, ধার্ম্মিকতা এই সকল গুণ রাজাকে অন্যের সেবনীয় করে। রাজার এই সকল গুণ থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি সেবনীয় হন। তিনি যেরূপে লোকের সেবনীয় হইতে পারেন, তাহা করিবেন। যে ব্যক্তি বিখ্যাত বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, ক্রূর স্বভাব নহেন, লোক সংগ্রহ করিতে পারেন ও বিশুদ্ধ স্বভাব হয়েন, আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী রাজা তাঁহাকেই পরিবার করিবেন। রাজা দোষ যুক্ত হইলেও পরিবার গুণে সেবনীয় হন; কিন্তু যিনি ক্রূর পরিবারে পরিবৃত, তিনি ভুজগবেষ্টিত বৃক্ষের ন্যায় অভোগ্য থাকেন। দুষ্টাত্মা মন্ত্রীগণ সাধুগণের

অনুযায়ীই হইয়াছে; আমাদের শাস্ত্র চিরকালই এক কেবল মনুষ্য ভ্রম বশত তাহার বিভিন্নার্থ করিয়া মত ভেদ উত্থাপন করিয়াছে।" কিন্তু এই কথা দ্বারা পাদ্রি মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিশেষ পরিবর্ত্তন ও মত ভেদ হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তন লইয়া ব্রাহ্মদিগকে কি রূপে তিনি বিদ্রূপ করেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, বাস্তবিক তিনি সাহস করিয়া যে কএকটি বাক্যে আপনার ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণও তদধিক সাহাস পূর্ব্বক সেই বাক্যেতেই আপনাদের ধর্ম্ম বিষয়ক পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতে পারেন। ব্রাহ্মগণও কহিতে পারেন যে আমাদের সমুদায় শাস্ত্র চিরকাল স্পষ্টাক্ষরে মনুষ্য হৃদয়ে নিবদ্ধ আছে, আমাদের সমুদায় মত আত্ম প্রত্যয় রূপ শাস্ত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমাদের সমুদায় মত সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন সেই একই আত্ম প্রত্যয় হইতেই হইয়াছে, আমাদের শাস্ত্র চিরকালই এক কেবল মনুষ্য ভ্রম বশত তাহার বিভিন্নার্থ করিয়া মত ভেদ উত্থাপন করিয়াছে। বাস্তবিক বায়বল শাস্ত্রের বাহ্যিক একত্ব দ্বারা তাহার আন্তরিক বহুত্ব খণ্ডন হয় না। যদি একই বায়বল হইতে পরস্পর বিভিন্ন এবং অনেক স্থলে বিপরীত মত উদ্ভাবন করা যায়, যদি একই বায়বল হইতে ইহুদি ধর্ম্ম রোমান কেথালিক ধর্ম্ম প্রটেষ্টাণ্ট এবং ইউনি টেরিয়ান ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে, তবে তাহা যদিও বাহ্যিক আকার গত এক বটে তথাপি অর্থ ও ভাবগত বহুধা বলিতে হইবেক; রোমান কেথালিকেরা যে রূপ বায়বলের অর্থ করেন প্রটেষ্টাণ্টেরা তাহা করেন না, প্রটেষ্টাণ্টেরা যে রূপ অর্থ করেন ইউনিটেরিয়নেরা তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং একই পুস্তক হইতে বিভিন্ন মত ও বিচিত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। রোমান কেথালিকগণ প্রটেষ্টাণ্টদিগকে নাস্তিক ও অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, প্রটেষ্টাণ্টগণ ইউনিটেরিয়ানদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিতেছেন, অথচ সকলেই একই বায়বল শাস্ত্র মানিতেছেন।

পাদ্রি মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের বিষয়ে নানা প্রকার শ্লেষোক্তি সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে গর্ব্বিত ভাবে সিদ্ধান্ত পাত করিলেন যে ব্রাহ্মগণ বিংশতি বৎসর হইল বেদ মানিয়াছে পরে বেদকে পরিত্যাগ করিয়া অখিল সংসারকেই তাহাদের এক মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র রূপ উল্লেখ করিয়াছে, অনতি বিলম্বেই আবার সহজ জ্ঞান সহজ জ্ঞান করিয়া এক্ষণে উন্মত্ত হইয়াছে, অতএব কে বলিতে পারে যে যখন তাহারা এরূপ পরিবর্ত্তনের স্রোতে পতিত হইয়াছে, তখন দুই বৎসর পরে তাহারা নাস্তিকতায় গিয়া উত্তীর্ণ হইবেক না। পাদ্রি মহাশয় ইহাতে আপনার বিশেষ দূরদর্শিতারই প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি স্বীয় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের প্রতি এক বার স্থির চিত্তে দৃষ্টিপাত করেন তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে জগতের এবং বিশেষত খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর ধর্ম্ম বিষয়ক পরিবর্ত্তনের স্রোত কোন্ দিকে বহন করিতেছে। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত যিনি আলোচনা করিয়াছেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে প্রথমে রোমান কেথালিক ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা হইতে অত্যল্প প্রভেদ ছিল। রোমান কেথালিকগণ মেরির প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতেন, ধর্ম্মোপার্জ্জনার্থ তীর্থ পর্য্যটন এবং নিয়মিত উপবাস করিতেন, পাপ মোচনার্থ স্বস্ত্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং স্বর্গের দ্বার রক্ষক রূপে ভক্তি করিতেন; পরে জ্ঞানের প্রচার সহকারে এই সকল প্রথা নিতান্ত কাল্পনিক এবং অনিষ্টকর জানিয়া প্রটেষ্টাণ্টগণ সাহস পূর্ব্বক পোপের ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন এবং বিভিন্ন দেব দেবীকে অর্চ্চনা না করিয়া ঈশুখৃষ্টকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, পরে ইউনিটেরিয়ানগণ প্রটেষ্টাণ্টদিগের দল হইতে নিঃসৃত হইয়া বায়বল মতে এক ঈশ্বরের অর্চ্চনা প্রচার করিলেন এবং ঈশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র রূপে জানিলেন, আবার এক্ষণে বায়বলের ভ্রম প্রকাশিত হইতেছে এবং লোকে ঈশ্বরের প্রদত্ত স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়াছেন। বিলাতে নিউমান মিসকব ইত্যাদি সদ্ বিদ্যাশালীপণ্ডিতগণ প্রকাশ্য রূপে বায়বলকে এক মাত্র আপ্ত বাক্য বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকাতে পার্কর সাহেব যে একটি সমাজ স্থাপন করিয়াগিয়াছেন তাহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া সমুদায় আমেরিকাতে তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম্মের বিস্তার করিবে। বিসপ কোলেন্সোর বিবরণ কেনা শুনিয়াছে? ইউরোপে খৃষ্টীয়ান মণ্ডলীর মধ্যেই এ প্রকার ধর্ম্ম বিদ্রোহ কি নিমিত্ত হইতেছে? এ প্রকার লক্ষণের অতিশয় প্রগাঢ় অর্থ অবশ্যই আছে, ইহা সময়ের গুণেই হইয়াছে। যিনি ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন তাঁহাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী অবস্থা কি হইবেক। যিনি এই রূপে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের ইতিহাস অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের ভাবি অবস্থা কি হইবেক?

পায় নিরুদ্ধ করিয়া রাজাকে ভক্ষণ করে, অতএব সাধু অমাত্যে অমাত্যবান্ হইবেন। উৎকৃষ্ট সম্পদ্ লাভ করিয়া সাধুগণের ভোগ যোগ্য করিবেন। সাধুগণ যে সম্পদে অবস্থান না করেন, তাহা নিষ্ফল। অসাধুগণের ধন সম্পত্তি অসাধুগণেরই ভোগ্য হয়; মহাকাল বৃক্ষের ফল কাকেরাই ভক্ষণ করে। বাগ্মিতা, প্রাগল্ভ্য, স্মৃতি, উন্নতি, বল, ইন্দ্রিয় জয়, দণ্ড প্রণয়ন, নিপুণতা, শিল্প, ন্যায় যুদ্ধ, পরের অভিযোগে সহিষ্ণুতা, সর্ব্ব প্রকার প্রতি বিধান দর্শন, শত্রুগণের ছিদ্রান্বেষণ, সন্ধি বিগ্রহের তত্ত্বজ্ঞতা, গূঢ় মন্ত্রণা, গূঢ় বিচরণ, দেশকালে অভিজ্ঞতা, ন্যায়ানুসারে অর্থ গ্রহণ, অর্থ প্রয়োগ, পাত্র জ্ঞান, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দ্রোহ, আলস্য, চপলতা, পরোপতাপ, খলতা, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা ও মিথ্যাত্যাগ, বৃদ্ধের উপদেশ প্রাপ্তি, শক্তি, সৌম্য মূর্ত্তি, গুণানুরাগ ও সস্মিত সম্ভাষণ আত্মসম্পৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যিনি সকল গুণে সম্পন্ন, লোক যাত্রায় অভিজ্ঞ ও স্থির এবং পিতার উপরে যে রূপ পরিতৃপ্ত হয়, লোকে যাহার উপরে সেই রূপ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, তিনিই রাজা। ইন্দ্র সদৃশ আত্ম সম্পদে অলঙ্কৃত উচিত কর্ম্মা রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া লোক উন্নতি লাভ করে। শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, সিদ্ধান্ত, অর্থজ্ঞান, ও তত্ত্বজ্ঞান, এই কএকটি বুদ্ধির গুণ; দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সহিষ্ণুতা ও শৌর্য্য এই কএকটি উৎসাহের লক্ষণ; যিনি এই সকল গুণে সম্পন্ন, তিনিই রাজা হইবার যোগ্য। ত্যাগ, সত্য ও শৌর্য্য এই তিনটি মহাগুণ; বা এই গুণত্রয়ে ভূষিত হইলেই অন্যান্য গুণ প্রাপ্ত হন।

সৎ কুল-জাত, শুদ্ধাচার, শৌর্য্য শালী, শাস্ত্রবন্ত, অনুরক্ত, ও দণ্ডনীতি প্রয়োগে কুশল ব্যক্তিরা রাজার অমাত্য হইবেন। অমাত্যগণ উপায় দ্বারা পরীক্ষিত হইবেন, ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন, অনুরাগ যুক্ত হইবেন ও স্বামীর অনুষ্ঠিত ও অননুষ্ঠিত কার্য্য জাত পরীক্ষা করিবেন। বন্ধু সম্পন্ন, স্বদেশীয়, কুলীন, শীলবান, বলবান, বাগ্মী, প্রশস্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, উৎসাহী, প্রতিভাযুক্ত, স্তম্ভহীন, চাপল্যহীন, বহুমিত্র সম্পন্ন, ক্লেশ সহিষ্ণু, শুচি, সত্ত্বশালী, সত্য বাদী, অবিষণ্ণ স্বভাব, স্থিতিমান্, প্রভাব শালী, অরোগী, কলা সমূহে অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রকারী, প্রজ্ঞাবান, মেধাবী, স্থিরানুরাগ ও বৈর-ভাবের অনুৎপাদক ব্যক্তি মন্ত্রী হইবেন। স্মৃতি, কার্য্য তৎপরতা, বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, দৃঢ়তা ও মন্ত্র রক্ষণ মন্ত্রি সম্পদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ত্রয়ী ও দণ্ড নীতিতে কুশল ব্যক্তি রাজার পুরোহিত হইয়া অথর্ব্ব বেদ বিহিত শান্তিকর ও পুষ্টিকর কর্ম্ম করিবেন। বুদ্ধিমান্ রাজা শাস্ত্রজ্ঞ ও শিল্প কুশল ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞতা ও শিল্প বিদ্যা পরীক্ষা করিবেন। সজ্জনগণের নিকট হইতে জন্মস্থান ও বন্ধু সম্পদ্ অবগত হইবেন। দক্ষতা, প্রজ্ঞা, মেধা, প্রাগল্ভ্য, ও প্রতিভা, কার্য্যেতে পরীক্ষা করিবেন। কথা প্রসঙ্গে বাগ্মিতা ও সত্য বাদিতা অবগত হইবেন, এবং উৎসাহ, প্রভাব, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, ধৃতি, অনুরাগ ও স্থৈর্য্যের প্রতিও দৃষ্টি করিবেন। ভক্তি, মৈত্রী ও শৌচ ব্যবহার দ্বারা বল, সত্ত্ব, আরোগ্য এবং ধৈর্য্য হইতে শীল অবগত হইবেন। অস্তব্ধতা, অচাপল্য, ও বৈরভাবের অনুৎপাদকতা সমক্ষেই অবগত হইবেন। পরোক্ষ গুণ সকল সর্ব্বত্রই কর্ম্ম দ্বারা অনুমান করিতে হয়, অতএব কর্ম্মের ফল দেখিয়া পরোক্ষ গুণ সকল অনুমান করিবেন। রাজা অকার্য্যে আসক্ত হইলে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিবারণ করিবেন এবং রাজা মন্ত্রিগণের বাক্য গুরু বাক্যের ন্যায় শ্রবণ করিবেন। রাজা বিনষ্ট হইলে সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হয় এবং সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায় রাজার অভ্যুদয়ে উহার উন্নতি হইয়া থাকে। রাজা যে প্রকারে প্রবোধিত হন, প্রজ্ঞা, সত্ত্ব ও উদ্যোগ সম্পন্ন রাজ কর্ম্মরত মন্ত্রিগণ সেই প্রকারেই তাঁহাকে প্রবোধিত করিবেন। যাঁহারা নিবারিত না হইয়াও উন্মার্গ প্রস্থিত রাজাকে নিবারিত করেন, তাঁহারাই তাঁহার সুহৃৎ এবং তাঁহারাই তাঁহার গুরু। যে সকল সুহৃৎ অকার্য্যে আসক্ত রাজাকে নিবারণ করেন, তাঁহারা সুহৃৎ নন, যথার্থ গুরু। কৃতবিদ্য ব্যক্তিও প্রবলতর বিষয়ানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন; যাহার চিত্ত অনুরাগে আকৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য না করিতে পারে, যে সম্রাট বিষয়ানুরাগে আবৃত হন, দর্শন শক্তি সত্ত্বেও তিনি অন্ধ হইয়া থাকেন; সুহৃদ্‌গণ বৈদ্য হইয়া নির্ম্মল বিনয় রূপ অঞ্জনে তাদৃশ সম্রাটের চিকিৎসা করিবেন। রাজা বিষয়ানুরাগ, অভিমান ও মত্ততাতে অন্ধ হইয়া শত্রু সংকটে পতিত হইলে সুহৃৎ ও সচিবগণের কার্য্য সকল তাঁহার হস্তাবলম্ব হইয়া থাকে। দুষ্ট স্বভাব হস্তীর ন্যায় যে রাজা মদান্ধ হইয়া অন্যায় কার্য্য করেন, তাঁহার নেতাগণ নিন্দনীয় হন।

ভূমির গুণে জনপদ উন্নতিশীল হয়; এবং জনপদের উন্নতিই রাজার উন্নতির হেতু; অতএব উন্নতি লাভের নিমিত্ত ভূমিকে গুণবতী করিবেন। যেখানে শস্য, আকর, পণ্য, আকরসম্ভূত দ্রব্য, ভূরি সলিল, হস্তিযুক্ত বন, জল-পথ ও স্থল পথ থাকে, যাহা গো সমূহের উপযোগিনী, পবিত্র জনপদে পরিবৃত, রমণীয় ও নদী মাতৃক হয়, সেই ভূমিই সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত প্রশংসনীয়। যাহা রুক্ষ এবং শর্করা, পাষাণ, বন, তস্কর, কণ্টক বন, ও সর্পে আকীর্ণ, সে ভূমি ভূমিই নয়। যে জন-

পদে সুখকর জীবিকা, ভূমি গুণ, নল ভূমি, পর্ব্বত, শ্রমী, শিল্পী, বণিক, কৃষি প্রভৃতি কার্য্য কৃষক, নানা দেশীয় লোক, ও পশু সমূহ থাকে, যে স্থানের লোকে রাজার প্রতি অনুরক্ত, রাজা শত্রুর প্রতি দ্বেষপরায়ণ ও কর ভার সহিষ্ণু হয়, যাহা ধর্ম্ম ও ধন সম্পন্ন, এবং যেখানে মূর্খ ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষেরা প্রধান লোক হইতে না পায়, তাদৃশ জন-পদই প্রশংসনীয়। রাজা সর্ব্ব প্রযত্নে জন-পদের উন্নতি সাধন করিবেন; জনপদ উন্নত হইলেই রাজ্যের অন্যান্য অঙ্গ উন্নত হইয়া উঠে।

রাজা যে নগরে বাস করিবেন, তাহার সীমা বিস্তীর্ণ হইবে, তাহাতে মহা খাত, উচ্চ প্রাকার ও উচ্চ দ্বার থাকিবে, এবং পর্ব্বত, নদী ও নিবিড় বন তাহার আশ্রয় হইবে।

দুর্গ জল সম্পন্ন, ধান্য সম্পন্ন, ধন সম্পন্ন, কাল সহ, বিস্তীর্ণ হইবে। দুর্গ হীন নরপতি ও বায়ু চালিত মেঘ উভয়ই সমান। দুর্গতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত গণ জল দুর্গ, পর্ব্বতীয় দুর্গ, তরু দুর্গ নির্জ্জল দেশীয় দুর্গ ও বিস্তৃণ দেশীয় দুর্গ; এই পাঁচ প্রকার দুর্গের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণ অনুমতি করিয়াছেন, দুর্গ জল, অন্ন; বস্ত্র ও যন্ত্র সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল যোদ্ধাগণে অধিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইবে। যে দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার পথ থাকে এবং যে স্থান জল ও স্থল সম্পন্ন হয়, সেই দুর্গ ও সেই স্থান উন্নতি প্রার্থী ভূপতিগণের বাসের নিমিত্ত প্রশংসনীয়।

যে কোষ বহু গ্রহণশীল, অল্প ব্যয়শীল, বিখ্যাত, অভিলষিত দ্রব্যে সম্পূর্ণ, মনোহর, বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণে অধিষ্ঠিত, মুক্তা স্বর্ণ ও রত্ন সম্পন্ন পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পুরুষ পরম্পরায় সমুচিত ধর্ম্মার্জ্জিত ও ব্যয় সহ এবং যাহাতে দেবগণের পূজা হইয়া থাকে, তাদৃশ কোষই কোষজ্ঞগণের অভিপ্রেত। কোষ শালীগণ ধর্ম্ম, অর্থ, ভৃত্যগণের ভরণ ও আপদের নিমিত্ত সর্ব্বদা কোষ রক্ষা করিবেন।

সৈন্য সকল পিতৃ পৈতামহ বশীভূত, সংহত, বেতনগ্রাহী, বিখ্যাত পৌরুষ, বিখ্যাতবল, সুনিপুণগণে পরিবৃত, নানাস্ত্র সম্পন্ন, নানা যুদ্ধে অভিজ্ঞ, নানাবিধ যোদ্ধাগণে সমাকীর্ণ, প্রসিদ্ধ অশ্ব ও প্রসিদ্ধ হস্তী সম্পূর্ণ, প্রবাসে, আয়াসে, দুঃখে ও যুদ্ধে কৃতশ্রম ও দ্বিধাভাব রহিত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ হইবে; ঈদৃশ দণ্ডই দণ্ডজ্ঞগণের অভিপ্রেত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—প্রথম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ৬ আষাঢ়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যোযস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

তিনি দেশ কালের অতীত, অথচ দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া এই অসীম জগৎ সংসার পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী; সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে—সেই মঙ্গল্য, বিশ্বের এক মাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

দ্যুলোক, ভূলোক; দেব, মনুষ্য; পশু, পক্ষী; তাঁহারি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বসিত হইয়াছে। তাঁহাতেই এ প্রকাণ্ড বিশ্ব ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। তিনি সকলের রাজা। তিনি "রাজাধিরাজ ত্রিভুব-পালক" তিনি কেবল জড় জগতের রাজা নহেন, তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যেরো রাজা। তিনি যেমন আমারদের শারীরিক সুখ বিধান করিতেছেন, সেই রূপ আত্মাকেও তিনি পোষণ করিতেছেন। সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর "সত্যস্য সত্যং" "সত্যস্য পরমং নিধানং" তিনি সত্যের সত্য, তিনি সত্যের পরম নিধান। তাঁহারই নিয়মে থাকিয়া, তাঁরই আশ্রয়ে থাকিয়া, এই জগৎ সংসার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছে। তিনি আমারদিগকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতেছেন। যদি এই সংসারের বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া কোন এক ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটে ক্রন্দন করি, তবে হয় তো তিনি আমারদিগকে সেই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করেন; কিন্তু পাপ হইতে কে আমারদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারে? পাপ হইতে উদ্ধার করিবার আর কাহারো সাধ্য নাই; কেবল এক মাত্র ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরই আমারদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই ধর্ম্মাবহেরই আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা ধর্ম্ম পালন করিতেছি, তাঁরই আশ্রয়ে আমরা পশু-ভাবকে অতিক্রম করিয়া দেব-ভাব প্রাপ্ত হইতেছি। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যখনি আমরা কুটিল পাপকে হৃদয়ে স্থান দিই, তৎক্ষণাৎ তিনি আমারদিগকে দণ্ড বিধান করেন; তিনি তৎক্ষণাৎ

উদ্যত বজ্র নিক্ষেপ করিয়া আমারদের হৃদয়কে শত ভাগে বিদীর্ণ করেন। কিন্তু ইহাতেও কি তাঁহার অসদৃশ স্নেহ প্রকাশ পায় না। সেই করুণাময় পিতা আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া সর্ব্বদাই আমারদের সঙ্গেই আছেন; কি জানি আমরা পথ হারা হইয়া পাপ-পঙ্কিল হ্রদে একেবারে ডুবিয়া যাই, কি জানি ক্ষুদ্র সংসারের লোভে পতিত হইয়া আর উদ্ধার হইতে না পারি, এ জন্য তিনি আমারদিগকে আপনার অমোঘ সাহায্যে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যখনি আমরা তাঁহার নিষিদ্ধ পথে পদ নিক্ষেপ করি, তৎক্ষণাৎ আমারদের হৃদয়ে আত্মগ্লানি রূপ বজ্র আসিয়া আমারদিগকে ধরাশায়ী করে; তৎক্ষণাৎ আমরা সেই অন্তর্যামী বিধাতার হস্ত দেখিতে পাই। মাতা যেমন হস্ত ধারণ করিয়া শিশুদিগকে পদ চালনা শিক্ষা দেন, সেই প্রকার ঈশ্বরও আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমারদিগকে দেব-পথে চলিবার শিক্ষা দেন; আমরা ধর্ম্ম-সোপানে পদ নিক্ষেপ করিয়া অমৃত পান করিতে করিতে সবল হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে থাকি। আমাদের যিনি হৃদয়েশ্বর, তিনি আমারদের হৃদয়েই বর্ত্তমান। তিনি যদি আমাদের হৃদয়েতেই না থাকিতেন; তবে কেন আমরা গোপনে, নির্জ্জন গহনে, মেঘাচ্ছন্ন তমসাবৃত গভীর নিশীথে, পাপাচরণ করিলে আমারদের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ হইতে থাকে? যখন আমরা সেই অসহ্য গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকি; তখন আমাদের সম্মুখে উদ্যত বজ্রের ন্যায় কাহার রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ পায়? কিন্তু সে সময়ে ঈশ্বরের স্নেহ কি আমরা অনুভব করিতে পারি না? যখন তাঁহার দণ্ড ভোগ করিয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং ক্রমে যখন সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অল্পে অল্পে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকি; তখন কি তাঁহার স্নেহ আমরা অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার পদে প্রণিপাত করি না? দেখ, আমরা ঘোর পাপী হইয়াও ঈশ্বরের করুণাতে পাপ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি। এখানে অবাধ্য দুষ্ট পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করিয়া তাহার প্রতি পিতা আর দৃষ্টি করেন না; কিন্তু ঈশ্বরের কি সেই প্রকার ত্যজ্য পুত্র আছে? এমন কি কোন পাপাত্মা থাকিতে পারে, যাহাকে ঈশ্বর ত্যজ্য পুত্র বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করেন? কখনই না। তিনি ঘোরতর পাপিদিগেরো লৌহ-বদ্ধ হৃদয়-দ্বার ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন এবং উপযুক্ত মতে সহস্র প্রকার দণ্ড বিধান দ্বারা অবশেষে তাহাকে পুনর্ব্বার আপন ক্রোড়ে আনয়ন করেন। তিনি রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনি দণ্ড বিধান করেন, তিনি আত্মগ্লানি-রূপ তীব্র করাত দ্বারা পাপাশ্রিত হৃদয়কে কর্ত্তন করেন যে আমরা পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অমৃত ক্রোড়ের আশ্রয় লইব। যদি আমাদের আত্মা হইতে পাপ-মলা প্রক্ষালিত না হয়; তবে যেমন সমল আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেই প্রকার আমাদের আত্মাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয় না; এ নিমিত্তে অগ্রে দণ্ড বিধান করিয়া আমাদের পাপ-মলা-সকল দূরীভূত করেন, পরে তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ দক্ষিণ মুখের দর্শন দিয়া আমারদিগকে তাঁহার প্রেমের প্রেমিক করেন। তিনি আমারদিগের মলিন মুখ দেখিতে পারেন না। তিনি কি পাপী, কি পুণ্যবান, সকলেরি হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহারদিগের শেষ গতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছেন। তিনি পুণ্যশীলদিগকে আত্মপ্রসাদ ও অমৃত বারি প্রেরণ করিয়া ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেছেন, তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গ লোকে তাহারদিগকে লইয়া যাইতেছেন এবং পাপিদিগকেও ক্লেশের পর ক্লেশ দিয়া, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে লইয়া, অবশেষে স্বীয় অমৃত ক্রোড়ে উপবেশন করাইতেছেন। পাপের মোচয়িতা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা যদি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও যথার্থ অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং সেই পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হই; তবে ঈশ্বর আমারদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আমাদের নিকটে আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। তথাপি সাবধান হও, যেন কুৎসিত পাপ-পথের কর্দ্দমে মলিন হইয়া অনুতাপিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়মান হইতে না হয়। ঈশ্বর তো আমাদের করুণাময় পিতা আছেনই তিনি আমারদিগকে অনুতপ্ত দেখিলে তো সান্ত্বনা করিবেনই; কিন্তু সে অনুতাপ ও আত্মগ্লানি কভু আদরণীয় নহে, তাহা হৃদয়ের শোণিতকে একেবারে শুষ্ক করিয়া দেয়। একপ অনুতাপ, কঠিন-হৃদয় কপট-বেশী ঘোর সাংসারিক মনুষ্যেরই মনে উত্থিত হউক। যেমন উৎকট বিকারে পীড়িত মুমূর্ষুকে বিষ ভক্ষণ করাইলে তবে তাহার চেতনার কিছু উদ্রেক হয়, সেই প্রকার এই অনুতাপো কঠিন-হৃদয় পাপাত্মাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবে তাহারদিগকে কিছু জাগ্রত রাখিতে পারে। সকলে সাবধান হও, যেন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদেশের বিপরীতে কোন কার্য্য না কর। তাঁহার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন কর। তিনি যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল একমাত্র আমাদের মঙ্গলের ই জন্য; কিন্তু

আমরা কি নির্ব্বোধ, কি অকৃতজ্ঞ। ঈশ্বর তিনি আমারদেরই মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম নিয়ম-সকল সংস্থাপন করিয়াছেন আর আমরা জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার শুভাভিপ্রায়ে বাধা দিতেছি; আমরা আপনারাই আপনার অনিষ্ট করিবার মানসে ক্ষিপ্তের ন্যায় নিজ মস্তকোপরি খড়্গাঘাত করিতেছি। সাবধান, যেন তোমরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-পথের রেখা মাত্রেরও বহির্গত না হও; কিন্তু যদি মোহ-বশতঃ কখন তাঁহার ধর্ম্ম-সেতু উল্লঙ্ঘন কর, তবে স্বাপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহারই পদতলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁহার রাজ্যে দোষী হইয়া আর কোথায় পলায়ন করিবে? গিরি গুহা কাননে, নির্জ্জন গহনে, সমুদ্র পর্ব্বতে, ইহলোকে পরলোকে, সকল স্থানেই তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে—ত্রিভুবনে এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহা হইতে লুক্কায়িত থাকা যায়। তিনি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, তিনি বিশ্বতোমুখঃ, তিনি বিশ্বতস্পাৎ; তিনি বিশ্ব সংসারে একেবারে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তাঁহার ভয় হইতে আমরা কোথায় যাইয়া রক্ষা পাইতে পারি? কোথাও না। রক্ষা পাইতে হইলে একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। তিনি তাঁহার শরণাগত ভক্তকে কখন পরিত্যাগ করেন না, তিনি তাহাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন। যদি সেই করুণাময় পিতার পবিত্র ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে প্রাণ মন শরীরের সহিত তাঁহার আদেশ, তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল, পালন কর—পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারণ কর। অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। যদি কখন প্রলোভনের মলিন পঙ্কিল কর্দ্দমে পতিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার বলিতেছি যে ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিও, তাঁহারি নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও; তিনি তোমারদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেই পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগের পুণ্য পদবীতে লইয়া যাইবেন। ঈশ্বর আমাদের আত্মার ভেষজ। যখন আমরা পাপ-বিকারে বিকৃত হইয়া, স্বাধীনতাকে নষ্ট করিয়া, অজ্ঞানান্ধ হইয়া কার্য্য করিতে থাকি, তখনি তিনি আমারদিগকে সহস্র প্রকার দণ্ড দ্বারা স্বপথে লইবার যত্ন করেন, উপযুক্ত হইলে সে সময়েও আমাদের হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু অমৃত বারি প্রেরণ করেন। হয় তো আমরা সেই অমৃত-কণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাই এবং ক্রমে আমারদিগের হৃদয়ে যত অমৃত বারি সঞ্চিত হইতে থাকে, ততই আমরা পাপকে পরাস্ত করিয়া এই সংসারের কণ্টকী বনের মধ্যে দিয়াও সেই অমৃত নিকেতনে অগ্রসর হইতে থাকি। এই প্রকার অগ্রসর হইতে হইতেও ভ্রান্তি বা মোহ বশতঃ যদিও কখন কখন আমারদের পদস্খলিত হয়, তবে নিশ্চয়ই তখন ঈশ্বর আমাদের সহায় হইয়া দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ করেন। তিনি আমারদিগের মঙ্গলময় পিতা; তিনি আমারদিগের শত্রু নহেন, আমাদের সুখ দুঃখেতে উদাসীনও নহেন; তিনি এক দিকে স্বর্গ আর এক দিকে অনন্ত নরক রাখিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্য-স্থলে রাখেন নাই যে চাই আমরা স্বর্গে যাই, চাই আমরা নরকে যাই। তিনি চাহেন যে আমরা উন্নতিরই পথে পদার্পণ করি, তাঁহার সৃষ্টির কেবল একমাত্র প্রণালী যে আমরা অবশেষে তাঁহারই মঙ্গল-চ্ছায়া প্রাপ্ত হইতে পারি, এবং তাঁহার ক্রোড়ের আশ্রয় পাইয়া এই ভূলোক হইতে দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে উত্থিত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারি। করুণাময় ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে অনন্ত শাস্তি নাই; তিনি কেবল দণ্ডের নিমিত্তে কাহাকেও দণ্ড বিধান করেন না, তাঁহার ন্যায়ই তাঁহার করুণা, তাঁহার করুণাই তাঁহার ন্যায়। তাঁহার দণ্ড কেবল আমারদিগকে তাঁহার সৎপথে আনিবার উপায় মাত্র। তিনি আমারদের সুখ-দাতা, মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা। তাঁহারি প্রসাদে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারি মহিমা গান করিতেছি।

দেখ, ঈশ্বরের কি করুণা! আমরা ঘোর পাপেতে জড়ীভূত থাকিলেও তিনি আমারদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতেছেন। তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়া এসো আমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার পদতলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ করি; তাঁহার পদতলের ছায়াতে এই উত্তপ্ত গাত্রকে শীতল করি; সংসার-দাবানলে আমারদের আত্মা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকটে কাতর মনে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ-রূপ শীতল বারি বর্ষণ করিবেন। এসো, এই সময়েই আমরা তাঁহার অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়া "হৃদয়-থাল-ভার প্রীতি-পুষ্প-হার" তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি প্রসন্ন হইয়া এখনি তাহা গ্রহণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। ১০ জ্যৈষ্ঠ শনিবার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।
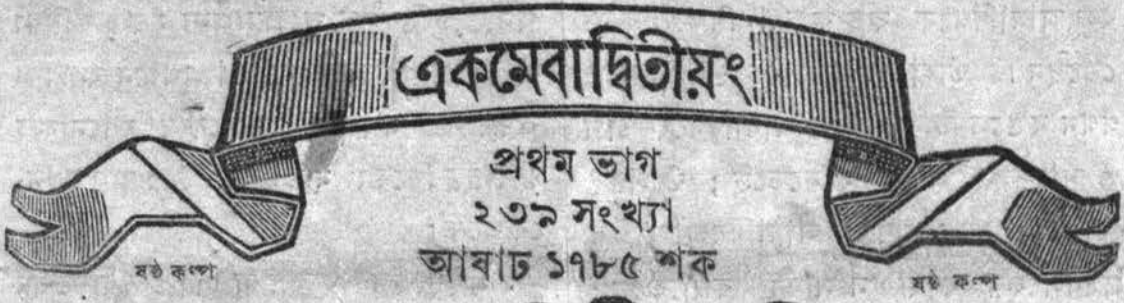
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মেদিনী পুরস্থ সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

অদ্য আমারদিগের সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস। অদ্য পরমানন্দের দিবস। অদ্য সেই পূর্ণ পুরুষের পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর, যিনি আমারদিগের স্রষ্টা, পাতা ও এক মাত্র সুহৃদ্। যাঁহা হইতে আমরা জীবন লাভ করিয়াছি, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তিনি যদি আমাদিগকে এক ক্ষণ মাত্র পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হই। অদ্য সেই পরাৎপর অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের উপাসনার্থ এই সমাজ মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। যিনি আমারদিগকে বাক্য দিয়াছেন, বাক্য দ্বারা কি তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব না? যিনি আমাদিগকে মন দিয়াছেন, সেই মনের অধিপতিকে কি মনে স্থান প্রদান করিব না, যিনি আমারদিগকে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি দিয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতা বৃত্তি কি কেবল মনুষ্যের প্রতিই নিয়োগ করিব? তাঁহার প্রতি কি নিয়োগ করিব না। যে বৃত্তি না থাকিলে কোন পদার্থেরই প্রতি প্রীতির উদ্রেক হইত না, আমরা আনন্দ শূন্য হইতাম, জগৎ অন্ধকারময় মরু ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইত, সেই প্রীতি বৃত্তি কি তাহার স্রষ্টার প্রতি নিয়োজিত করিব না? আইস অদ্য আমরা সকলে একান্ত মনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রীতিপুষ্প প্রদান করিয়া জন্ম সার্থক করি। তিনি পতিতপাবন ও দীনবন্ধু। তিনি জগন্নাথ জগদীশ জগৎ গুরু জগজ্জন হিত কারণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকি যে তিনি আমারদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন; অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমারদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, বিমল হৃদয়ে ভক্তি রসার্দ্র-চিত্তে তাঁহার ভজনা করিলে তিনি আমারদের মনে আনন্দ সুধা বর্ষণ করেন। সংসারের ধূলি যখন আমারদিগের মনে পতিত হয়, বিষাদ ঘন দ্বারা যখন মন অন্ধীভূত হয়, দুঃখ ভার প্রপীড়িত চিত্ত যখন ব্যাকুল হইয়া আশ্রয়ের জন্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে, তখন তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা শীতল হই। এক বার নেত্র

উন্মীলন করিয়া দেখ, সেই করুণাসিন্ধু পরম বন্ধু,আমাদিগকে কত করুণা বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারই আজ্ঞাতে সূর্য্য প্রত্যহ গগন মণ্ডলে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাপ ও আলোক প্রদান করিতেছে; তাঁহারই আদেশে বায়ু অহরহঃ আমাদিগের ব্যজন সঞ্চালকের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; তাঁহারই আদেশানুসারে মেঘ অপর্য্যাপ্ত পরম তৃপ্তিকর পানীয় বিতরণ করিতেছে; তাঁহারই বিধানানুসারে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় মনোহর অমৃত তরঙ্গিনী দ্বারা জগৎকে মধুময় করিতেছে। তাঁহারই অনুজ্ঞাধীন পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া নিজ নিজ মনোরম সুগন্ধ প্রদান দ্বারা চিত্তকে হরণ করিতেছে। অতি শোভন রমণীয় শিল্প কার্য্য সকল মনুষ্যের প্রতি তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত শিল্প নৈপুণ্য হইতেই সমুদ্ভূত হইতেছে। সাধু বর্গের অকৃত্রিম স্নেহ, স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রণয়, পুত্রের অবিচলিত ভক্তি, তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি তাঁহার সকল দান মধ্যে তিনি আমারদিগকে তাঁহাকে জানিতে ও তাঁহাকে প্রীতি করিতে দিয়াছেন, এই দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন মন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি অদ্ভুত জ্ঞান অপার করুণা আলোচনা করে, তখন সে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করে; সে সুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন, তাঁহারা তাহা কেবল আস্বাদন করেন, বাক্যেতে বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। সে অবস্থাতে ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র কবীন্দ্র সকল এই বাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যখন মন সেই প্রগাঢ় সুখ উপভোগ করে,তখন এই সত্য তাহাতে প্রতিভাত হয় যে সে সুখের কখন বিলুপ্ত হইবে না, পরকালে তাহার ক্রমশঃ উন্নতিই হইতে থাকিবে। কি সুখ সেই পরম মাতা আপনার ভক্তিশীল পুত্রের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে কল্পনা করিতেও সমর্থ হই না। কে বা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।

এই সকল মহদ্ভাব আমরা কোন্ ধর্ম্মের প্রসাদাৎ লাভ করিয়াছি? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদাৎ। আমরা কি এই মহৎ ধর্ম্মের উপযুক্ত, আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও মন নির্ব্বীর্য্য, সকল সাংসারিক মঙ্গলের নিদানভূত যে প্রজার স্বাধীনতা তাহা হইতে আমরা অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। এমন দুর্ভাগ্য দেশে ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যেমন আমাদিগের প্রতি এই অনুপম করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই সেই করুণা চিহ্নকে সার্থক করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে অহরহঃ সঞ্চরণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাধুর্য্য দিনে নিশীথে আস্বাদন কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত কর। সাংসারিক সকল কার্য্যেই ঈশ্বরকে স্মরণ কর। সেই এক মাত্র অনন্ত স্বরূপের পবিত্র নাম লইয়া সাংসারিক সকল ক্রিয়া সম্পাদন কর। সাংসারিক ক্রিয়াতে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে যে কত অকর্ত্তব্য তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহাকে কি যথার্থ ঈশ্বর প্রেমী বলা যাইতে পারে যে সাংসারিক ক্রিয়াতে অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে না, পরিমিত দেবতার নিকট প্রণত হয়? বৈষ্ণব কি খৃষ্টীয়ানের মত ব্যবহার করে? না খৃষ্টীয়ান বৈষ্ণবের ন্যায় আচরণ করে? মুসলমান কি খৃষ্টীয়ানের ন্যায় অনুষ্ঠান করে? না খৃষ্টী-

য়ান মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করে? তবে ব্রাহ্ম অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় কেন আচরণ করিবেন? তাঁহার ঈশ্বর প্রীতি কি ঐ সকলের অপেক্ষা ন্যূন? কেহ কেহ বলেন, সময়ের প্রতি নির্ভর কর, কালের গতিকে ক্রমশঃ প্রচলিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতে গেলে কখনই কার্য্য সাধন হইবে না। শঙ্করাচার্য্য যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি অদ্বৈত মত প্রচার করিতে সক্ষম হইতেন? নানক যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি একেশ্বরবাদী শিখ্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন? চৈতন্য যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি আপনার অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে বিশেষ অনিষ্টকর জাতি ভেদের প্রথা উঠাইতে পারগ হইতেন? রামমোহন রায় যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি সেই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করিতে সক্ষম হইতেন? কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিলে চলিবেক না। সময়ের কেশ ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। আমরা প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা এই বিষয়ে আপনাদিগকে ভাগ্যবান বোধ করি যে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ আমরা জানিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর এক বিষয়ে দুর্ভাগ্য নহি যে তাঁহারা আপনাদিগের হৃদগত বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করেন, আমরা সে রূপ করি না? কৈ এ বিষয়েতে আমাদিগের যত্ন নাই। বর্ত্তমান কাল নিদ্রা যাইবার কাল নহে। অতি গুরুতর কাল উপস্থিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের সময় অতি গুরুতর সময়। এখন আমরা যদি সাহস প্রকাশ করি, তবে ভবিষ্যদ্বংশেরা কৃতজ্ঞ চিত্তে আমারদিগকে ধন্যবাদ করিবে। যখন সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে, তখন এদেশ এক নূতন আকার ধারণ করিবে। তখন অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার এদেশ হইতে তিরোহিত হইবে, সামাজিক কুরীতি সকল উন্মূলিত হইবে, হিন্দু সমাজ শ্রী সৌভাগ্যে বিভূষিত হইবে। ভারতবর্ষ সবে নিদ্রা হইতে অল্পে অল্পে জাগরিত হইতেছে; সুপ্তোত্থিত বীর পুরুষ যেমন নবোৎসাহের সহিত বীরত্ব সূচক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তেমনই ভারতবর্ষ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। হে পরমাত্মন্! কবে সেই দিবস আগমন করিবে যখন আমারদের দেশের লোকেরা তোমার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা এদেশে উড্ডীন হইবে, বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মনাম চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইবে, ভারতভুমি জ্ঞান ও সভ্যতাতে সমুজ্জ্বলিত হইয়া পবিত্র পুণ্য ভুমি হইবে এবং ব্রহ্মানন্দ প্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে স্বর্গ ধামে পরিণত করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৩৭ সংখ্যক পত্রিকার ৭ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে বেদাঙ্গের অন্তর্গত যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৌনক মুনি এবং তাঁহার ছাত্রদ্বয় কাত্যায়ন ও আশ্বলায়ন কর্ত্তৃক রচিত। অপর উক্ত গ্রন্থকারদিগের রচিত আর কতক গুলি প্রয়োজনীয় সূত্র গ্রন্থ আছে, তৎ

সমুদায় কিন্তু বেদাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থের নাম অনুক্রমণী এবং ইহাতে সুপদ্ধতি ক্রমে সমুদায় বৈদিক গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার যে অনুমক্রণী তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খল বদ্ধ এবং সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। ইহার নাম সর্ব্বানুক্রমণী অথবা সর্ব্বানুক্রম (১) এবং ইহা কাত্যায়নের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে (২) ইহাতে প্রত্যেক সূক্তের আদিপদ, ঋক সংখ্যা, তদ্ বক্তা ঋষির নাম এবং তাহা কোন্ ছন্দে রচিত এই সমুদায় বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাত্যায়নের অগ্রে অন্যান্য অনুক্রমণীও ছিল কিন্তু তৎ সমুদায়ে উপরোক্ত বিবরণ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংগৃহীত হইয়াছিল। কাত্যায়ন স্বীয় গ্রন্থে এই সকল বিভিন্ন নির্ঘণ্টকে একত্র করিয়া তাহার নাম সর্ব্বানুক্রমণী রাখিয়াছেন। এই কথার পরিচয় সর্ব্বানুক্রণীর ভাষ্য-কার ষড়্গুরুশিষ্যের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি স্বরচিত বেদার্থদীপিকা নামক অপর এক গ্রন্থে কহিয়াছেন যে সর্ব্বানুক্রমণী রচিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যানুক্রমণী, দেবানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, ছন্দোনুক্রমণী ও সূক্তানুক্রমণী ছিল (৩), এবং এই পাঁচ খানি অনুক্রমণী শৌনক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই সকল গ্রন্থ নিতান্ত বিরল, তাহার দুই এক খানি মাত্র অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় (৪)। অপর ষড় গুরু-শিষ্য শৌনককে যে এই সকল অনুক্রমণীর রচনা কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয়, কারণ শৌনক কৃত অপরাপর গ্রন্থের যে রূপ রচনা প্রণালী তাহা উক্ত গ্রন্থ সকলের লেখায় স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অপর ষড় গুরু শিষ্য আর এক খানি অনুক্রমণীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঋগ্বেদের প্রত্যেক মণ্ডলের শেষ ঋক ক্রমানুসারে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু এই অনুক্রমণী কাহার কৃত তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

মণ্ডলান্তানামৃচামনুক্রমণে প্রভিচক্ষ্ব বিচক্ষ্ব ত্যেতেষ্বপি গৃহ্যতে।

অনুক্রমণিকা ভাষ্য।

অতএব ঋগ্বেদের সর্ব্ব শুদ্ধ সাত খানি অনুক্রমণী দেখা যায়, তন্মধ্যে পাঁচ খানি শৌনক কৃত, একখানি কাত্যায়ন কৃত এবং আর একখানির রচনা কর্ত্তার নাম প্রকাশিত নাই। শৌনক কৃত বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থ যদিও অনেকাংশে অনুক্রমণীর সদৃশ, তথাপি তাহা অতিশয় বৃহৎ ও বাহুল্য রূপে লিখিত এই হেতু তাহাকে অনুক্রমণীর শ্রেণীতে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। ইহা ঋগ্বেদের শাকল্য শাখার অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে এবং যদিও ইহা আদৌ শৌনক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তথাপি পরে অপর গ্রন্থকার দ্বারা পুনরায় সংকলিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুস্তকে পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থ অথবা গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা ঐতরেয়ক, কৌশীতকী, ভাল্লবী, ব্রাহ্মণ, নিদান, শাকল্য, বাস্কল, মধুক, শ্বেতকেতু, গালব, গার্গ্য

(১) সর্ব্বজ্ঞেয়ার্থবর্ণনাৎ সর্ব্বানুক্রমণী শব্দং নিরুবন্তি বিপশ্চিতঃ।

(২) কাত্যায়ন কৃত গ্রন্থ সকল অধিকাংশই সামবেদ এবং যজুর্ব্বেদ সংক্রান্ত।

(৩) আর্ষ্যানুক্রমণীত্যাদ্যা ছান্দসী দৈবতী তথা। অনুবাকানুক্রমণী সূক্তানুমণী তথা॥

(৪) শৌনক কৃত অনুক্রণীর মধ্যে এক্ষণে কেবল অনুবাকানুক্রমণী খানি সংপূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু ষড়্গুরু শিষ্যের সময়ে শৌনকের পাঁচ খানি অনুক্রমণীই প্রচলিত ছিল, কারণ ষড় গুরু শিষ্য স্বীয় ভাষ্যে অনুবাকানুক্রমণী ও দেবানুক্রমণী হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অপর এই সকল অনুক্রমণী সায়নাচার্য্যের সময়েও ছিল, কারণ তিনি ও শৌনক কৃত বৃহৎ দেবতা এবং আর্য্যানুক্রমণী হইতে অনেক বচন ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর বেদার্থ দীপিকা নামক গ্রন্থে ছন্দোনুক্রমণীর উল্লেখ আছে। যদিও সূক্তানুক্রমণী অদ্যাপি কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায় নাই তথাপি তাহা যে সায়নের সময় পর্য্যন্ত ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই।

রথীতর, রাথন্তরী, শাকটায়ন, শাণ্ডিল্য, রোমকায়ন, স্থবির, কাঠক্য, ভান্তরী, শাকপূনি, ভাম্যশ্ব, মুদ্গাল, ঔর্ণনাভ, ক্রোষ্টুকী, মাদ্রী এবং যাস্ক, বিশেষতঃ যাস্কের নামই উক্ত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঋষিগণ কি প্রকার যত্নের সহিত বেদাধ্যয়ন করিতেন, কি রূপে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহারা বেদের প্রত্যেক সূক্ত প্রত্যেক ঋক্ কণ্ঠস্থ করিতেন, তাহা এই সকল অনুক্রমণী হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ কি রূপে মণ্ডল অথবা অষ্টকে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক মণ্ডলে কত গুলি অনুবাক আছে, প্রত্যেক অনুবাকে কত সূক্ত এবং প্রত্যেক সূক্তে কত শ্লোক ও পদ আছে, এই সমুদায় বিবরণ অনুক্রমণীতে উল্লিখিত হইয়াছে (৫)। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলের অন্তর্গত অনুবাক ও সূক্ত সকলের সংখ্যা পশ্চাতে দৃষ্ট হইবেক।

মণ্ডল	অনুবাক	সূক্ত
১ ম	২৪	১৯১
২ য়	৪	৪৩
৩ য়	৫	৬২
৪ র্থ	৫	৫৮
৫ ম	৬	৮৭
৬ ষ্ঠ	৬	৭৫
৭ ম	৬	১০৪
৮ ম	১০	৯২
৯ ম	৭	১১৪
১০ম	১২	১৯১
১০	৮৫	১০১৭

অপর অষ্টম মণ্ডলে ১১টি অতিরেক সূক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহাদের নাম বালিখিল্য, সুতরাং সমুদায় সূক্তের সংখ্যা ১০২৮ হয়।

(৫) শৌনক কৃত অনুক্রমণীতে শাকল শাখানুযায়ী ঋগ্বেদ সংহিতার যে রূপ বিভাগ আছে তাহা পশ্চাতে প্রদত্ত হইল। প্রথমত সমুদায় সংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে এবং এই দশটি মণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪ অধ্যায় আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার আর এক স্বতন্ত্র বিভাগ আছে যথা, অষ্টক, বর্গ, অধ্যায় এবং সূক্ত, কিন্তু এই বিভাগের বিশেষ উল্লেখ এস্থলে অপ্রয়োজন। ইহা পূর্ব্বোক্ত বিভাগাপেক্ষা আধুনিক।

চরণব্যূহ নামক গ্রন্থের মতে ঋগ্বেদ সংহিতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ১০৬২২ ঋক অর্থাৎ শ্লোক আছে। কিন্তু শৌনকের মতে সমুদায় সংহিতায় ১০৫৮০ ঋক এবং ১ পাদ বা অর্দ্ধ ঋক আছে। এবং আর এক স্থানে শৌনক কহেন যে সংহিতায় ২১২৩২ অর্দ্ধঋক আছে, অতএব এই সংখ্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬১৬ ঋক হয় এবং এই সংখ্যা চরণব্যূহ গ্রন্থেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঋগ্বেদ সংহিতার সমুদায় পদের সংখ্যা ১৫৩৮২৬ নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে গড়ে প্রত্যেক ঋকে ১৪ অথবা ১৫টি করিয়া পদ হয়।

শৌনক অপর এক অনুক্রমণীতে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের অনুসারে সমুদায় সূক্তকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও পশ্চাতে প্রদত্ত হইল, ইহাতে বেদের বিভিন্ন প্রকার ছন্দেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

ছন্দ	সংখ্যা	
গায়ত্রী	২৪৫১	সূক্ত
উষ্ণিক	৩৪১	ঐ
অনুষ্টুভ্	৮৫৫	ঐ
বৃহতী	১৮১	ঐ
পংক্তি	৩১২	ঐ
ত্রিষ্টুভ্	৪২৫৩	ঐ
জগতী	১৩৪৮	ঐ
অতিজগতী	১৭	ঐ
শকরী	২৬	ঐ
অতিশর্করী	৯	ঐ
অষ্টী	৬	ঐ
	৯৭৯৯	

	'৯৭৯৯	
অত্যষ্টী … … … …	৮৪	ঐ
ধৃতি …. … … …	২	ঐ
অতিধৃতি … … … ..	১	ঐ
একপদা … … … ……	৬	ঐ
দ্বিপদা … … .. ….	১৭	ঐ
প্রগাথ বাহত … … …	১৯৪	ঐ
কাকুভ … … … …	৫৫	ঐ
মহাবাহর্ত … .. …	২৫১	ঐ
	১০৪০৯	

যজুর্ব্বেদের তিন খানি অনুক্রমণী আছে, তন্মধ্যে এক খানি তৈত্তিরীয় বেদের আত্রেয়ী শাখার (৬), দ্বিতীয় রানায়নীয় শাখার এবং তৃতীয় বাজসনেয়ীদিগের মাধ্যন্দিন শাখা সংক্রান্ত, ইহা কাত্যায়ন কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। শেষোক্ত দুই অনুক্রমণী কেবল যজুর্ব্বেদের সংহিতা ভাগ হইতে সংকলিত হইয়াছে এবং তাহাতে কেবল সংহিতারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু আত্রেয়ী শাখার অনুক্রমণীতে উক্ত বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক, এই তিন ভাগেরই সংপূর্ণ নির্ঘণ্ট আছে। তাহাতে যেমন কাণ্ড, অষ্টক,প্রশ্ন, অনুবাক এবং কাণ্ডিকা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচ্ছেদের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই রূপ বিশেষ রূপে যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বিবিধ বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ এবং প্রত্যেক যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বচন সকল একত্র সংকলিত হইয়াছে।

সামবেদের নূতন ও পুরাতন ভেদে দুই প্রকার অনুক্রমণী আছে। ইহার পুরাতন অনুক্রমণী সূত্র গ্রন্থ সকলের অনেক অগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম আর্ষ ব্রাহ্মণ এবং তাহা শ্রুতির মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। এই অনুক্রমণী ছন্দোগদিগের প্রাচীন বেয় গান এবং আরণ্য গান হইতেই সংকলিত। কিন্তু নূতন অনুক্রমণী সকল অপরাপর বেদের অনুক্রমণী অপেক্ষা আধুনিক, তাহাদিগকে পরিশিষ্ট কহে এবং তাহা সাম বেদের বিংশতি সংখ্যক পরিশিষ্ট মধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিশিষ্টের অন্তর্গত ও তাহা সামবেদ সংহিতা হইতে সংকলিত।

অথর্ব্ব বেদের অদ্যাপি কেবল একখানি অনুক্রমণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ইহাতে অথর্ব্ব বেদ সংহিতার সমগ্র নির্ঘণ্ট দশ পটল বা অধ্যায়ে এবং অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যদিও এক্ষণে বেদাধ্যয়ন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তথাচ এই সকল অনুক্রমণী অদ্যাপি অপ্রয়োজনীয় নহে; ইহারদের দ্বারা বেদের শুদ্ধাশুদ্ধ পাঠ অনায়াসে ধরিতে পারা যায়, সুতরাং যদিও বেদ শত শত বৎসর কেবল হস্তের লিপির দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে,তথাপি অনুক্রমণীর সহিত মিল থাকাতে একটিও নূতন পদ কি নূতন সূক্ত তাহাতে সন্নিবেশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বেদের কোন সূক্ত কি কোন ঋক শুদ্ধ ও অপরিবর্ত্তিত আছে কি না তাহা অনুক্রমণী দ্বারা সহজে অবগত হওয়া যায়। এই রূপে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহাদের বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সংরক্ষণে যে কি পর্য্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে গেলে বিস্ময় চিত্ত হইতে হয়।

যদিস্যাৎ অনুক্রমণী সকলের রচনার

---

(৬) চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে আত্রেয়ী শাখার উল্লেখ নাই কিন্তু ইহা ঔখীয় শাখা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এবং ইহার অনুক্রমণীতেই উক্ত হইয়াছে যে আত্রেয়ী শাখা বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক যাস্ক-পৈঙ্গকে প্রদত্ত হয়, যাস্ক তাহা তিত্তিরিকে দেন, পরে তিত্তিরি উখকে এবং উখ আত্রেয়কে প্রদান করেন এবং কুণ্ডিন উক্ত শাখার বৃত্তি রচনা করেন।

অপর কুণ্ডিনানুক্রম নামক গ্রন্থে এ প্রকার এক প্রবাদ উল্লিখিত হইয়াছে যে যদিও আত্রেয়ী শাখার অধিকাংশ তিত্তিরি কর্ত্তৃক প্রোক্ত হইয়াছিল কিন্তু কতক গুলি অধ্যায় কাঠিকা শাখার প্রবর্ত্তক কঠনামক মুনি কর্ত্তৃক প্রচার হয়, এই সকল অধ্যায়ের নাম কাঠক, ইহারা ব্রাহ্মণ ভাগের শেষে এবং আরণ্যকের প্রথমেই আছে।

কাল কোন প্রকারে নিরূপণ করা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারা বৈদিক সময়ের শেষ সীমাও এক প্রকার অবধারিত হইবেক। অতএব অনুক্রমণীকার শৌনক এবং কাত্যায়ন ইহাঁরা কোন্ সময়ে উদ্ভব হইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান পশ্চাতে করা যাইতেছে। এই দুই গ্রন্থকারের গ্রন্থ ও তাহার রচনা প্রণালী পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোধ হইবেক যে তাঁহারা এক সময়েরই লোক ছিলেন, তবে গুরু শিষ্যের যে রূপ অগ্র পশ্চাৎ হওয়া সম্ভব হয়, সেই রূপ কাল ব্যবধানই তাঁহাদের মধ্যে ছিল। কাত্যায়নাপেক্ষা শৌনকের রচনা অধিক পুরাতন বোধ হয়, অথচ তাঁহাদের রচিত অনুক্রমণীর অন্তর্গত বিবরণের অনেকাংশে মিল আছে। তাঁহারা উভয়েই শাকল এবং বাস্কল শাখার অনুসরণ করিয়াছিলেন, অপর আশ্বলায়নও শৌনকের শিষ্য ছিলেন, তিনি এই শাখা দ্বয়ের অনুযায়ী স্বীয় গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্র রচনা করিয়াছিলেন(৭)। এই তিন গ্রন্থকারই বৈদিক সূত্রকারদিগের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ও মহা মান্য। অতএব প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহাদের পরিচয় যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা পশ্চাতে প্রদান করিতেছি।

ষড়্গুরুশিষ্য সর্ব্বানুক্রমণীর ভাষ্যে পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

ভরদ্বাজের শুনহোত্র নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল, সেই শুনহোত্রের পুত্র শৌনহোত্র। ইন্দ্র শৌনহোত্র ঋষির প্রীত্যর্থ স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে গমন করিলেন, কিন্তু মহাসুরগণ তাঁহাকে একাকী দেখিয়া তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যজ্ঞবাট পরিবেষ্টন করিল। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া যজমান ঋষির বেশ ধারণ করিয়া গমন করিলেন। অসুরগণ যজমান শৌনহোত্রকে পুনরায় দেখিয়া তাঁহাকেই ইন্দ্র মনে করিয়া ধরিল। শৌনহোত্র যজনীয় দেবতা ইন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া অসুরদিগকে কহিলেন আমি ইন্দ্র নহি, অরে মূর্খগণ! ইন্দ্র ইনি, এই কথায় অসুরগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। ইহাতে ইন্দ্র কহিলেন, হে ঋষি! তুমি যেমন প্রশংসা করিতে ভাল বাস, সেই হেতু তোমার নাম গৃৎসমদ হইয়াছে, তোমার সূক্তের নাম ইন্দ্রস্য ইন্দ্রং হইবেক, তুমি ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণকরিয়া শুনকের অপত্য শৌনক(৮) হইবে এবং তুমি উপরোক্ত সূক্ত যুত দ্বিতীয় মণ্ডল পুনরায় দেখিবে। ইন্দ্রের বচনানুসারে মুনি গৃৎসমদ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং তিনি সজনীয় সূক্ত সহিত ঋগ্বেদের সুমহৎ দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিলেন। তাঁহারই নিকট দ্বাদশবার্ষিক সত্রে ব্যাস শিষ্য রোমহর্ষণ নন্দন ভগবান্ উগ্রশ্রবাঃ যজ্ঞ কালীন হরিবংশ কথান্বিত মহাভারতোপাখ্যান কহিয়াছিলেন। তিনিই নৈমিষারণ্য বাসী ঋষিদিগের মধ্যে গৃহপতি ছিলেন, তিনিই জনমেজয় তনয় শতানীক রাজার নিকট হরির মাহাত্ম্য সূচক বিষ্ণুধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই ঋষিদিগের মধ্যে মহাযশাঃ বলিয়া খ্যাত। ইঁহাকেই ঋষিগণ সংসার সাগরের পোত

(৭) আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রের দ্বাদশ অধ্যায় এবং গৃহ্য সূত্রের পঞ্চম অধ্যায় রচনা করেন। অপর ঐতরেয় আরণ্যকের কিয়দংশ তাঁহার লিখিত।

এতস্য (সমাম্নাযস্য) ইতি শব্দো নিবিৎ প্রৈষপুরোরুক্ তাপবালিখিল্য মহা নাম্নীত্তরেয় ব্রাহ্মণ সহিতস্য শাকলস্য বাস্কলস্য চাম্নায়দ্বয়স্যৈতদাশ্বলায়ন সূত্রং নাম প্রয়োগ শাস্ত্র মিত্যধ্যেতৃ প্রসিদ্ধং সম্বন্ধ বিশেষং দ্যোতয়তি।

(৮) কল্প সূত্রের রচনা কর্ত্তা শৌনক ঋষি এবং মহাভারতোক্ত নৈমিষারণ্য বাসী শৌনক মুনি একই ব্যক্তি কি স্বতন্ত্র ব্যক্তি তদ্ বিষয়ের মত পশ্চাতে ব্যক্ত করা যাইবেক, বাস্তবিক এই বিষয় জানিতে পারিলে শৌনকের সময় নিরূপণ বিষয়ে অনেক সুবিধা হইবেক।

স্বরূপ এবং বিষ্ণু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই ঋগ্বেদ পারগ এবং উপাসকদিগের একাদশ শাখা বিশিষ্ট বহ্বৃচ রূপ সমুদ্র পার হইবার নৌকা। ইনিই শাকল এবং বাস্কল শাখার সংহিতাদ্বয় এবং একবিংশতি ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয়ক সংগ্রহ করিয়া কল্পসূত্র রচনা করিয়াছেন(৯)।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা যদিও স্থানে স্থানে কাল্পনিক বোধ হয়,তথাপি ইহা বাস্তবিক সম্পূর্ণ অমূলক নহে। শৌনহোত্রের পুনরায় শৌনক নামে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিবার যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকারে বুঝা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল প্রথমে ভৃগু বংশীয় গৃৎসমদ ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল,পরে ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব শৌনহোত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হয়। শৌনহোত্র পরে ভৃগু বংশে প্রবেশ করিয়া শৌনক নাম গ্রহণ করেন এবং ইন্দ্র দেবের উদ্দেশে একটি নূতন সুক্ত রচনা করেন। এই বিষয়ের পোষকতায় কাত্যায়ন কৃত অনুক্রমণী এবং শৌনকের ঋষ্যানুক্রমণীতে পশ্চাল্লিখিত বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

য আঙ্গীরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডল মপশ্যাদিতি।

সর্ব্বানুক্রমণী।

তথা তস্যৈব শৌনকস্য ঋষ্যানুক্রমণে। ত্বমগ্ন ইতি গৃৎসমদঃ শৌনকো ভৃগুতাং গতঃ। শৌনহোত্রঃ প্রকৃত্যা তু য আঙ্গীরস উচ্যত ইতি।

ঋষ্যানুক্রমণী।

কিন্তু ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে শৌনক ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের রচনা কর্ত্তা নহেন, উক্ত মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষি প্রোক্ত। শৌনক তাহা স্বীয় বংশে গ্রহণ পূর্ব্বক একটি নূতন সুক্ত সংযোগ করাতেই উক্ত মণ্ডল তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছে।

ষড়্‌গুরু শিষ্য পরেও কহেন। "শৌনকের শিষ্য ভগবান্ আশ্বলায়ন। তিনি শৌনকের নিকট সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া এক খানি সূত্র গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তাহা শৌনকের প্রীত্যর্থ সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শৌনক আপন শিষ্যকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য স্বকৃত সহস্র খণ্ড বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্নিভ সূত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি কহিলেন যে আশ্বলায়ন যে সূত্র করিয়াছেন ইহাই এই ঋগ্বেদের এক মাত্র সূত্র হইবেক।" ঋগ্বেদের সংরক্ষণার্থ শৌনক কর্ত্তৃক দশ খানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে যথা অর্ষ্যানুক্রণী, ছান্দসী, দৈবতী ও অনুবাকানুক্রমণী, সুক্তানুক্রমণী, ঋগ্বিধান, পাদ বিধান, বৃহদ্দৈবত, প্রাতিশাখ্য এবং স্মার্ত্ত অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র। আশ্বলায়ন এই দশ খানি সূত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া শৌনকের প্রসাদে কর্ম্মজ্ঞ হইলেন। কাত্যায়ন মুনি ত্রয়োদশ সূত্র দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি শৌনক কৃত দশ সূত্র এবং তৎ শিষ্য আশ্বলায়ন কৃত তিন সূত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আশ্বলায়নের কৃত দ্বাদশাধ্যায়িক শ্রৌত সূত্র,চতুরধ্যায় বিশিষ্ট গৃহ্য সূত্র এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক। কাত্যায়ন মুনি শৌনক এবং আশ্বলায়নের ত্রয়োদশ সূত্র জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন যথা বাজী সূত্র, সাম বেদের উপগ্রন্থ, স্মার্ত্ত শ্লোক, কর্ম্ম প্রদীপ, অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণ-কারিকা এবং মহার্ণব স্বরূপ পাণিনীর মহা বার্ত্তিক। কাত্যায়ন কৃত

(৯) স সৌনকো মুনি গতো শ্রূয়মাণো মহাযশাঃ।।
দ্বিতীয়ং মণ্ডলং দৃষ্ট্বা শ্রুত ভারত সংহিতা।
সংসারাব্ধি মহা পোত বিষ্ণু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকঃ।।
এক বিংশতি শাখস্য বহ্বৃচস্য মহর্ষিভিঃ।
কল্পিতং কল্পিতারো ভূদৃগ্বেদইব পারগঃ।।
শাকলস্য সংহিতৈকা বাস্কলস্য তথাপরা।
তে সংহিতে সমাশ্রিত্য ব্রাহ্মণান্যেক বিংশতি।।
ঐতরেয়ক মাশ্রিত্য তদেবান্যৈঃ প্রপূরয়ন্।
কল্পসূত্রং চকারাদ্যং মহর্ষিগণ পূজিতং।।

বাক্য সকল ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইনিই যোগ শাস্ত্রের আচার্য্য এবং স্বয়ং যোগ শাস্ত্র ও নিদানের কর্ত্তা। উপরোক্ত গুণসমন্বিত মহা মুনি কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমণী রচনা করিয়াছেন।"

পূর্ব্বে যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উপরোক্ত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য বোধ হইবেক। এবং এই বিবরণ মতে আমরা ক্রমে পরম্পরাগত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ যুক্ত পাঁচ জন বৈদিক গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম শৌনক, দ্বিতীয় তৎ শিষ্য আশ্বলায়ন, তৎ পরে কাত্যায়ন, যিনি শৌনক এবং আশ্বলায়নের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, চতুর্থ পতঞ্জলি, ইনি কাত্যায়নকৃত গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন এবং কাত্যায়নের অত্যল্প পরেই উদিত হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চম ব্যাস, যিনি পতঞ্জলির এক খানি গ্রন্থের টীকা লেখেন এবং সমগ্র বেদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যে অথবা পিতা পুত্রে যে প্রকার অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে, এই সকল বৈদিক মুনিদিগের মধ্যে প্রায় তদ্রূপ কাল ব্যবধান হইবেক। এক্ষণে ইঁহাদের মধ্যে যদি অভাবত এক জনেরও জীবিত সময় নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে সকলেরই সময় অবধারিত হইবেক। অতএব এই বিষয়ের অনুসন্ধান যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পশ্চাতে উল্লেখ করা গেল। প্রথমত ইহা নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে যে কাত্যায়ন এবং বররুচি এ দুই একই ব্যক্তির নাম। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমণীর রচনা কর্ত্তা এবং সেই গ্রন্থই আবার বররুচিকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১০)। বররুচি যে প্রাতিশাখ্য লিখিয়াছেন, তাহাই কাত্যায়নের কৃত মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্য। হেম চন্দ্র স্বীয় অভিধানে কাত্যায়নের অপর এক নাম বররুচি লিখিয়াছেন।

কাত্যায়ন-বররুচির কথা আমরা কথা সরিৎসাগর নামক গ্রন্থে কতক কতক প্রাপ্ত হই। এই গ্রন্থ কাশ্মীর দেশবাসী সোম দেব ভট্ট নামক এক জন ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রায় সপ্ত শতাব্দ হইবেক রচিত হইয়াছে, ইহাতে উল্লিখিত আছে যে কাত্যায়ন বররুচি মহাদেব কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া বৎস নৃপতির রাজধানী কৌশাম্বী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কাত্যায়ন শৈশবাবধি অতিশয় আশ্চর্য্য মেধা বিশিষ্ট ছিলেন, তিনি নাট্য শালায় কোন নাটকের অভিনয় দর্শন ও শ্রবণান্তে তাহা স্বীয় মাতার নিকট আসিয়া সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বলিতে পারিতেন এবং তাঁহার উপনয়ন হইবার পূর্ব্বে ব্যালি প্রমুখাৎ শ্রুত প্রাতিশাখ্য অনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তিনি পরে বর্ষ মুনির শিষ্য হন এবং অত্যল্প কাল মধ্যে বেদ বেদাঙ্গে এত অধিক পারগ হইয়াছিলেন যে একদা ব্যাকরণের বিচারে পানিণিকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন, কেবল মহাদেবের আনুকূল্যে অবশেষে পানিণি জয় যুক্ত হইলেন এবং কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধ সম্বরণার্থ পাণিনি কৃত ব্যাকরণ স্বয়ং পাঠ করিয়া তাহাকে সংশোধন করিলেন। তিনি পরে পাটলিপুত্র নগরের অধিপতি নন্দ রাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

সোম দেব লিখিত কাত্যায়নের উপরোক্ত বিবরণ ষড়্‌গুরুশিষ্যের উপরোক্ত বৃত্তান্তের সহিত অনেকাংশে মিলিতেছে। অপর সোমদেব কাত্যায়নকে যে নন্দ ভূপতির সচিব সুতরাং সমকালীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা কাত্যায়নের সময় অবধারণ করিতে পারি। নন্দ নরপতি চন্দ্র গুপ্তের অব্যব-

(১০) শৌনকাদিমতসংগ্রহীতুর্ব্বররুচেরনুক্রমণিকা।

হিত পূর্ব্বেই পাটলিপুত্র নগরের রাজা ছিলেন এবং ইতিবৃত্ত বেত্তাগণ চন্দ্র গুপ্তের রাজত্ব কাল খৃঃ অব্দের চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদি চন্দ্র গুপ্তকে খৃঃ অব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করা যায়,তাহা হইলে কাত্যায়নের সময় তাহার কিছু পূর্ব্বেই হইবেক(১১)। এবং কাত্যায়নের সময়ানুসারে আশ্বলায়ন ও তাঁহার গুরু শৌনককে খৃঃ অব্দের ৩৫০ ও ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করা যাইতে পারে। অপর শৌনকের পূর্ব্বে যে সকল সূত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,তাহার জন্য যদি আরও দুই শত বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে সমুদায় সূত্র কল্পের বিস্তার খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ৬০০ বৎসর অবধি ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—দ্বিতীয় আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২০ আষাঢ়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

———

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

হে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা কি লক্ষ্য করিয়া এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ? কিসের নিমিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছ? সংসারের বিপত্তি ও পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যে কি নহে? আমরা সংসারেই পাপ তাপ ও বদ্ধ ভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, সেই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার উদার প্রীতিতে আপনার আত্মাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া মুক্ত হইবার জন্যই এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। পরমেশ্বর পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তি দাতা; তাঁরই শরণাপন্ন হইয়া ঘোরতর পাপ হইতে, সংসারের মোহ-পাশ হইতে, উদ্ধার পাই; সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ, সেই অনন্যগতি পরমেশ্বরেতে আত্মা সমর্পণ করিয়াই আমারদের আত্মাকে দিন দিন উন্নত করি। যে দিবসে প্রীতির সহিত আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিবস হইতেই আমরা উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমাগতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছি এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব। আমারদের পরমেশ্বরের সহিত এক বার যোগ হইলে এই সঙ্কুচিত তাপিত হৃদয় প্রশস্ত ও শীতল হইয়া তাঁহার সুশাসিত সুরম্য রাজ্য হয়, এই আত্মা তাঁহার অমৃত নিকেতন হয়; ইহাতেই তিনি প্রীতি পূর্ব্বক বাস করেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে পাপমলিনতাকে আত্মা হইতে যত উন্মোচন করিতে থাকি, ততই তাঁহার সত্তা ইহাতে স্পষ্ট-রূপে উপলব্ধি করিতে পারি। এখনই তোমরা এক বার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখ যে এই ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া ঈশ্বরকে তোমরা কত টুকু ধারণ করিতে পারিতেছ, আত্মাকে কত উন্নত করিতে পারিয়াছ।

---

(১১) রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীর দেশের ইতিহাসেও পাণিনি এবং কাত্যায়ন, নন্দ ও চন্দ্র গুপ্তের সমকালীন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিনীতে আরও লিখিত আছে যে কাশ্মীর রাজ অভিমন্যু স্বীয় রাজ্যে পাণিনির মহা ভাষ্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উক্ত ভাষ্যে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। অভিমন্যু প্রায় ১৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তৎকালে যখন পতঞ্জল কৃত মহা ভাষ্য এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল,তখন মূল গ্রন্থ পাণিনি তাহার অবশ্যই দুই কি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচার হইয়া থাকিবেক।

এখনই আপনার আত্মাকে উন্নত করিয়া সেই পরমাত্মার সহিত যোগ কর, নিশ্চয় জানিবে যে ঈশ্বর হইতে আমরা কেহই কখন বিযুক্ত নহি। সেই পরম পুরুষ সকলেরি হৃদয়ে বাস করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত এক বার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারদের সে যোগের আর কখনই অন্ত নাই। যদি গ্রহ তারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়; তথাপি আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ, তাহার কখনই বিচ্যুতি হইবে না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের অনন্ত যোগ। যখন পাপ মলা হৃদয় হইতে অপসারিত হয়, যখন মঙ্গল-ভাব আত্মাতে আবিষ্কৃত হয়, যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমারদের ইচ্ছার সম্মিলন হয়, তখনি আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার সহিত যে যোগ, তাহা অকাট্য যোগ, সে যোগের বিচ্যুতি নাই। সেই যোগ-জনিত অমৃত লাভ করিয়া আমরা মৃত্যু ভয় হইতে চির কালের নিমিত্তে পরিত্রাণ পাই এবং সেই দেব-স্পৃহণীয় অমৃত পানে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া দ্রঢিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া দিন দিন তাঁহারই সমীপবর্ত্তী হইতে থাকি।

কিন্তু হায়! তাহারদের কি দুর্দ্দশা, যাহারা কেবল প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সংসারের বিপথে পদার্পণ করিয়াছে; যাহারা এই সংসারে মুহ্যমান হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। তাহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়া পাপেতেই মুগ্ধ থাকে, তাহারদের স্বাভাবিক পবিত্রতা ক্রমে অন্তরিত হইয়া যায়; তাহারা ভয়েতে, ক্লেশেতে, গ্লানিতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও ভীত থাকে। তাহারা পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই সর্ব্বদা যত্নশীল; কিসে কুপ্রবৃত্তি-সকল সতেজ হয়, কিসে পাপ-বিষয়-সকল হস্তগত হয়, তাহারই জন্য তাহারা ব্যস্ত; পাপ হইতে যে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে, তাহা এক বারও মনে করে না। তাহারা এই প্রকারে পাপের মধ্যে থাকিয়াই পাপাচরণ করিতে থাকে এবং বারং বার পাপাচরণ করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। তাহারদিগকে পাপ-দূষিত কুবুদ্ধি আসিয়া বলে, "পাপাচরণ করিতে শঙ্কা করা কাপুরুষের লক্ষণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরলোক ও মুক্তি এ সকল ভ্রান্তি মাত্র, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করাই ধর্ম্ম, মৃত্যুই জীবনের শেষ।" ঘোর পাপিরা মনে করে, ধর্ম্ম ও পরকাল না থাকিলেই তাহাদের পক্ষে ভাল, এ নিমিত্তেই তাহারা কুবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া পরকাল হইতে লুক্কায়িত থাকিতে চাহে, ব্যাধাক্রান্ত হরিণের ন্যায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে। তাহারা যত মনে করে যে ধর্ম্ম ও পরকাল না থাকিলেই ভাল, ধর্ম্ম ও পরকাল আসিয়া তাহারদিগকে ততই পীড়ন করে। তাহারা পাপেতে, তাপেতে, গ্লানিতে, অবসন্ন হইয়া আসন্ন মৃত্যু-ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অনুতাপিত চিত্তে অসৎপথ হইতে সৎপথে ফিরিয়া আইসে, সে পর্য্যন্ত সেই পাপিদিগের এখানেও অসহ্য যন্ত্রণা, এবং মৃত্যুর পরেও তদনুরূপ তাহাদের হৃদয় নরকাভিভূত হইয়া অনবরত বাণ-বিদ্ধ ও অগ্নি-দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব হে সাধু সজ্জন-সকল! তোমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট অনুতাপিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া পাপ হইতে পবিত্র হও। পাপ করিয়া কুতর্ক দ্বারা আপনাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিও না; মৃত্যুর পরে তোমারদের যে অবস্থা হইবে, তাহার প্রতি অন্ধ থাকিও না; কিন্তু সরল হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের শরণাপন্ন

হও, পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হও, তোমারদের পাপ-তাপ সকল দূরীভূত হইবে,তোমরা পুণ্য-পদবীতে ক্রমে উন্নত হইবে,এবং পরলোকে দেবতাদিগের সঙ্গে সমস্বরে ঈশ্বরের গুণ গান করিতে পাইবে ও তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতে পারিবে। এখন অবধিই ঈশ্বরের শরণা-পন্ন হও এবং আপনার চরিত্রকে শোধন করিয়া ঈশ্বরের কার্য্য অনুষ্ঠান কর; পৃথি-বীকে শেষ গতি মনে করিয়া যথেচ্ছাচার করিও না। ব্রতহীন স্বেচ্ছাচারী পাপিরা এখান হইতে যে পরিমাণে,পাপ-ভার ল-ইয়া অবসৃত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে পাপ প্রতীকারের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ ক-রিয়া শুদ্ধ হয়।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এক বার ভাবিয়া দেখ যে এমন কত কত লোক পাপেতে, তাপেতে, গ্লানিতে আচ্ছন্ন হইয়া মৃতপ্রায় রহিয়াছে। তোমরা তাহারদিগের সম্বন্ধে কেমন উন্নত আছ, তোমরা ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগ করিয়া কেমন সন্তোষামৃত লাভ করিতেছ। কিন্তু যদি তোমরা ইহাতে সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে যেন হীন মলিন ভ্রাতাদিগের দুঃখ দেখিয়া তাহার-দিগকে সেই নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হও! হয় তো তোমাদের কিঞ্চিৎ উপদেশ-বাক্যে কাহারো না কা-হারো চেতন হইবে। আহা! দেখ,এই মলিন নগরের চতুর্দ্দিকে কত কত মন্দ-ভাগ্য, কৃপা-পাত্র, পাপ-জর্জ্জরিত, পরম পিতার দুর্ব্বল সন্তান-সকল, আসুরিক মাদক গরল ভক্ষণ করিয়া, শোকে আকুল রোগে কা-তর হইয়া, অমৃত বারির অভাবে ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে ইতস্ততঃ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করি-তেছে। দেখ, আমারদের এই পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভাবে কত আত্মার বিনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন যে আমারদিগের পুরাতন উৎকৃষ্ট ভারত ভুমি, তাহাও রাক্ষস-ভুমির ন্যায় ধর্ম্ম-শূন্য হইল—ইহা দেখিয়া আমারদের চক্ষুর জল কি প্রকারে ধারণ করিব, ইহাতে কি আমারদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় না? যাহারা অদ্যাপি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়াছে, তাহার দিগকে তাহার আশ্রয়ে আনিতে সাধ্যানু-সারে যত্নবান্ হও; যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাহাতে শরীর মন সমর্পণ কর। কেহ বা প্রবক্তা হইয়া চুম্ব-কানুকারী অগ্নিময় বাক্য-সকল নিঃশ্বসিত করিয়া সরলের চিত্তকে আকর্ষণ কর, কেহ বা সুনিপুণ গ্রন্থকার হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য-সকল সজ্জনের মনে মুদ্রিত কর এবং কেহ বা পর্য্যটক পরিব্রাজক হইয়া কৃষিদি-গের ন্যায় সামান্য জীবন যাপন করত ঈশ্বরের নিমিত্তে সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন কর—ইহার কোমল ভাব-সকল সকলের হৃদয়ে রোপিত কর। আমারদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সময় এই আরম্ভ হইয়াছে; এই সময়ে আমরা যেন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া ঈশ্বরের অভি-প্রায় সিদ্ধ করিতে যত্ন করি। আমারদের এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে। হে ঈশ্বর! তুমিই আমারদের সহায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং
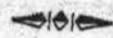
কামন্দকীয় নীতিসার।

চতুর্থ সর্গের শেষ।

যিনি দানশীল, বিজ্ঞানশীল, ও কি ব্যসনে কি অভ্যুদয়ে সর্ব্বত্রই বিকার শূন্য, যাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব থাকে, যিনি মিত্রতাকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন, এবং প্রিয়ংবদ, দ্বিধাভাব শূন্য ও সৎ-কুলজাত,তাঁহাকেই মিত্র করিবেন। বিষম সংকট